স্পর্ধা-২

প্রথম প্রকাশ: মে, ১৯৮৫

এক

দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্ট আর তাঁর বিদেশী মেহমানদেরকে সান ফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন গেট ব্রিজে আটকে রেখেছে কবীর চৌধুরী। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার দাবি করেছে সে। হ্যাঁ না একটা উত্তর পাবার অপেক্ষায় আছে, তারপরই জিম্মিদেরকে নিয়ে চলে যাবে ক্যারিবিয়ানের ছোট্ট একটা দ্বীপরাষ্ট্রে। মার্কিন সরকার কবীর চৌধুরীর লোকের হাতে ওই টাকাটা পৌঁছে দিলে দ্বীপ থেকে মুক্তি দেয়া হবে সবাইকে, তা না হলে তাঁরা ওখানে কয়েদীর জীবন যাপন করবেন। প্রেসিডেন্টকে খেতে কাজ করে পেট চালাতে হবে, আর পেট্রো ডলারের মালিক প্রৌঢ় বাদশা দুঃখ-সাগর পাড়ি দেবেন বনের কাঠ কেটে।

ইতোমধ্যে সারা দুনিয়ার টিভি দর্শকদের সামনে সবাইকে নিয়ে দু'বার উপস্থিত হয়েছে কবীর চৌধুরী। তার দলের লোকজন এবং বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও পত্রিকার সাংবাদিকরা এই অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারায় কেউ কারও চেয়ে কম পুলকিত হয়নি। খবর-শিকারী রিপোর্টাররা প্রায় সবাই ধনুকের টান টান ছিলার মত সতর্ক হয়ে আছে। হঠাৎ যদি বাতাসের গতি একটু বাড়ে বা কাউকে যদি দ্রুত হাঁটতে দেখা যায়, সাথে সাথে সন্দিহান ও চঞ্চল হয়ে উঠছে তারা। তাই সন্ধে ছ'টায় ব্রিজে অ্যাম্বুলেন্সের ফিরে আসাটা বেশ আগ্রহ আর আলোড়নের সৃষ্টি করল।

ফ্যাশন ফটোগ্রাফার জুলির হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়া কম নাটকীয় ছিল না, তবে তার অভিনয়টা হয়েছিল নিখুঁত। অভিনয়ে কোন ত্রুটি ছিল না ডাক্তারেরও। দু'জনেই জানত, ধরা পড়ে গেলে কবীর চৌধুরীর রোষানলে পড়তে হবে, পরিণতি নির্ঘাত মৃত্যু। কবীর চৌধুরীর মনে ক্ষীণ একটু সন্দেহের ছোঁয়া লাগলেও, সেটা বাড়েনি। এই ষড়যন্ত্রের হোতা প্রদ্যুৎ মিত্র ওরফে মাসুদ রানা একটা কথা ভেবে উদ্বিগ্ন ছিল, কবীর চৌধুরী জুলিকে হাসপাতালে পাঠাতে রাজি যদি হয়ও, তাকে হয়তো আবার ব্রিজে ফিরে আসতে দিতে চাইবে না। তা না চাইলে রানার আসল উদ্দেশ্যই মাঠে মারা যেত, কারণ জুলিকে একটা মেসেজ দিয়ে পাঠাচ্ছিল ও, যার উত্তরও পেতে হবে ওকে। ভাগ্য ভাল, সেরকম কিছু ঘটেনি। কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে আবার ব্রিজে ফিরে আসার অনুমতি কৌশলে আদায় করে নিয়েছিল জুলি।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে প্রথমে নামল ডাক্তার। জুলিকে নামতে সাহায্য করার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু জুলি সেটা প্রত্যাখ্যান করল। এখনও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে, আগের চেয়েও যেন নিস্তেজ। সবার আগে কবীর চৌধুরীই তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

'এখন কেমন বোধ করছ?'

'বোকা লাগছে নিজেকে।' আস্তিন গুটিয়ে বাহু উন্মুক্ত করল জুলি, খুদে একটা বিন্দু দেখাল কবীর চৌধুরীকে। ইঞ্জেকশনটা তাকে ব্রিজে থাকতেই দিয়েছিল ডাক্তার। 'এই একটাই মাত্র সুঁই দিল, অমনি বৃষ্টির একটা ফোঁটার মত হালকা আর ঝরঝরে হয়ে গেলাম।' দুর্বল একটু হাসল সে, সামান্য একটু মাথা নত করে বাউ করল কবীর চৌধুরীকে, তারপর ধীর, এলোমেলো পায়ে এগোল চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেয়ারগুলোর মাঝখান দিয়ে। তিন গজ এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, এক সেকেন্ড টলমল করল, শ্বাস নিল বুক ভরে, তারপর প্রায় ধপাস করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে। এইটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছে, কিন্তু দুর্বল হাসিটুকু এখনও লেগে আছে মুখে। সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা ভিড় করল তার চারপাশে।

একটু গম্ভীর দেখাল কবীর চৌধুরীকে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে থেকে তার চেহারায় কি যেন খুঁজল সে। তারপর বলল, 'কি রকম চিকিৎসা হলো, ডাক্তার? ওকে তো আমার এখনও অসুস্থ লাগছে।'

'যদি বলেন জুলি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি, আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত,' জবাব দিল ডাক্তার। 'লক্ষণগুলো সব একই আছে, তবে কারণটা ভিন্ন।'

'কারণটা ভিন্ন মানে?'

'ব্রিজ থেকে ওকে যখন নিয়ে যাই, আপনি ওকে তুঙ্গে দেখেছেন, আর এখন দেখছেন উল্টোটা—নিস্তেজ অবস্থায়।'

'ঠিক কি হয়েছিল ওর?'

'হাসপাতালে নিয়ে জানলাম, আমার ধারণাই ঠিক ছিল—কিছু না, উত্তেজনা আর উদ্বেগের ফলে মানসিক ভাবে হয়রান হয়ে পড়েছিল। গুরুতর কিছু না, বলাই বাহুল্য।'

'তা, কি চিকিৎসা হলো?' মনে হতে পারে প্রশ্নগুলো কবীর চৌধুরীর দরদী মনের পরিচয়—চেহারায় কোনরকম সন্দেহের ছায়া নেই। আসলে প্রশ্ন করে নিজের মনে ক্ষীণ সন্দেহের যে রেশটুকু এখনও আছে সে-সম্পর্কে জানতে চাইছে সে।

'কড়া ওষুধ দিয়ে দু'ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল ওকে,' বলল ডাক্তার। 'ডাক্তার ম্যাকলিন, সাইকিয়াট্রিস্ট ভদ্রলোক, ওকে ছাড়তে চাননি, কিন্তু এমন কান্নাকাটি আর চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে বাধ্য হলাম ফিরিয়ে আনতে।'

'কান্নাকাটি কেন?'

'ওর কথা হলো, এই রকম একটা খবর সংগ্রহের সুযোগ জীবনে একবারই আসে, সেটা সে হারাতে চায় না। ফিরে এসেছে, সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই। প্রচুর ঘুমের ওষুধ নিয়ে এসেছি, আমাদের সবাইকে দিন কয়েক ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট।'

'প্রার্থনা করুন, আমাদের সবার স্বার্থে, তার অর্ধেকও যেন আপনার দরকার না হয়।'

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। জুলিকে যারা ঘিরে রয়েছে, নড়ার

নামটি নেই কারও। তারপর কে যেন এসে খবর দিল, কবীর চৌধুরীর বিকেলের অনুষ্ঠানটা আবার নতুন করে প্রচার করছে টিভি। পড়িমরি করে ছুটল সবাই। পুরানো অনুষ্ঠান দেখার এই আগ্রহ লক্ষ্য করে অবাক হলো রানা, আরও অবাক হলো কবীর চৌধুরীর মধ্যে সবার চেয়ে বেশি উৎসাহ দেখে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কারও হাতেই করার মত কোন কাজ নেই। মাত্র একজনকেই টিভির মোহমুক্ত এবং দায়িত্ব সচেতন দেখল রানা, সে হলো বেডলার। খানিক পরপরই তাকে রিয়্যার কোচে উঠতে দেখা গেল। ব্যাপারটা কি?

প্রথম সুযোগেই জুলির পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাল জুলি। কিন্তু কথা বলল না।

'তোমার হয়েছে কি?' জানতে চাইল রানা। 'বলতে হবে না, বুঝেছি। নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু লাগিয়েছে।'

'মিথ্যেবাদী লোক আমার দু'চোখের বিষ,' তীব্র ঝাঁঝের সাথে বলল জুলি। 'আর খুনী···খুনীকে আমি ঘৃণা করি। সবচেয়ে ঘৃণা করি তাদের, যারা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার প্ল্যান করে।' চোখ জোড়া দু'টুকরো সবুজ আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে।

'এসব কি বলছ, কেন বলছ!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা।

'সায়ানাইড গান কার দরকার? কার দরকার খুনে কলম?' গলা বুজে এল জুলির। 'নিজের নামটাও তুমি আমার কাছে গোপন করে গেছ। এমন জানলে···'

'ভালবাসতে না, এই তো?' মুচকি হাসল রানা।

'কি মিষ্টি-মিষ্টি কথা!' আবার দপ্ করে জ্বলে উঠল জুলি। 'শুনে মনে হয় মৌমাছির গুঞ্জন। কিন্তু তুমি যে কি জঘন্য চরিত্রের মানুষ, সে আমার চেনা হয়ে গেছে।' আকাশের দিকে তাকাল সে। 'আর এই লোককেই কিনা আমার ভয় ভাঙাবার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। যীশুকে ধন্যবাদ, বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।'

হাসি চাপার জন্যে খুক্ খুক্ করে কাশল রানা। 'আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ, তাও কি আমি পাব না?'

মুখ ফিরিয়ে নিল জুলি। 'একজন নিষ্ঠুর লোকের কথা আমি শুনতে চাই না।'

'তবু আমাকে বলতে হবে। দুটো কথা। এক, অস্ত্রগুলো শুধু ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ব্যবহার করা হবে—খারাপ লোক ভাল লোককে মেরে ফেলছে দেখলে। দুই, তুমি আড়ি পেতেছ।'

'না। ওরা আমাকে কনফারেন্স রূমে বসিয়েছিল।'

'মস্ত একটা ভুল। লোক চিনতে ভুল করেছে তারা।' ঘাড় ফিরিয়ে জুলি দেখল, রানার চেহারা থেকে সরল, হাসিখুশি ভাবটুকু অদৃশ্য হয়েছে। 'আমার হাতে একটা কাজ পড়েছে, কাজটা কিভাবে করতে হবে সে-সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা নেই, কাজেই যত পারো কম কথা বলবে। যা আনতে বলেছিলাম এনেছ? কোথায়?'

'জানি না। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করো। আমাকে বলেনি।'

'কেন বলেনি, জানো? মেয়েমানুষ দুর্বল, চেপে ধরে জেরা করলে গড় গড় করে সব বলে দেবে, তাই। ডাক্তারের বুদ্ধি আছে। সব আনা হয়েছে তো?'

'সম্ভবত।' ঘাড় আর কাঁধ আড়ষ্ট হয়ে আছে জুলির, গলায় কঠিন সুর।

'ডাক্তার তোমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেনি, সেজন্যে দুঃখ পাবার কিছু নেই,' বলল রানা। 'আর, ভুলো না, আমাদের সাথে তুমিও গলা অবধি ডুবে আছ। এফ.বি.আই. চীফ আমাকে কোন মেসেজ দিয়েছেন?'

'তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন।'

'মানে?'

'কথা বলেছেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বলে এক ভদ্রলোক।'

'আচ্ছা! উনি তাহলে সান ফ্রান্সিসকোয় চলে এসেছেন। গুড! কি বললেন তিনি?'

'অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু আমাকে নয়। বলেছেন তোমার ওই ডাক্তারকে।' জুলির গলার স্বরে তিক্ততা। 'তোমার ভাষায়, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও বোকা নন, তাই না?'

'এসব ব্যাপার এত সিরিয়াসলি নিতে নেই,' জুলির হাত চাপড়ে দিল রানা। এতক্ষণে আবার মুচকি হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'চমৎকার কাজ করেছ তুমি। ধন্যবাদ।'

ঠোঁট বাঁকা করে একটু হাসল জুলি। 'নিষ্ঠুর হলেও, এক-আধটু ভদ্রতাবোধ তাহলে আছে দেখছি! ধন্যবাদের জন্যে ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'প্রদ্যুৎ।' আবার মুচকি একটু হাসল রানা, চেয়ার ছাড়ল, সরে এল ওখান থেকে। কঠিন সুরে আরও কড়া কিছু কথা বলার ইচ্ছে ছিল জুলিকে, কিন্তু কবীর চৌধুরীর কারণে তা আর সম্ভব হলো না। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে টিভি অনুষ্ঠানের দিকে উৎসাহ ছিল না তার, ঘাড় ফিরিয়ে বারবার রানা আর জুলির দিকে তাকাচ্ছিল। তার মানে ওদেরকে তার সন্দেহ হয়েছে বা ওদেরকে নিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু ভাবছে, এমন না-ও হতে পারে। ঘাড় ফিরিয়ে সবার দিকেই গভীর দৃষ্টিতে তাকানো কবীর চৌধুরীর একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে খুব একটা দূরে বসল না রানা। অনুষ্ঠানের শেষ বিশ মিনিট দেখল ও। ব্রিজের দক্ষিণ টাওয়ারে বিস্ফোরক ফিট করার ঘটনাটা নতুন করে উপভোগ করল কবীর চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট আর তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মুচকি মুচকি হাসল সে। অনুষ্ঠান শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে রানার দিকে এগোল।

মনে মনে তৈরি হলো রানা। কবীর চৌধুরী যে ভূমিকাই নিক, তার সামনে নরম হওয়া চলবে না। ওর পাশে থামল সে। 'কি যেন নামটা? প্রদ্যুৎ মিত্র, তাই না? ভেঙেচুরে আমি করেছিলাম···।'

'বলুন।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে। 'সব দেখে কি মনে হচ্ছে আপনার, বলুন তো?'

'দেখিয়াও না হয় প্রত্যয়,' বাংলায় বলল রানা। ভাবল, অন্য কিছু নয়, নিজের প্রশংসা শুনতে চাইছে লোকটা। নিজে একটা প্রতিভা জানে, তবু কারও মুখ থেকে শুনতে আপত্তি নেই। 'অবিশ্বাস্য, অবাস্তব—এই রকম একটা অনুভূতি। এরকম

একটা ঘটনা ঘটতে পারে না।'

'অথচ ঘটছে, তাই না? শুরুটা অত্যন্ত চমকপ্রদ, নয় কি?'

'আপনার এই কথাটা কোট করতে পারব তো?'

'অবশ্যই। আচ্ছা, ঘটনাটা যেভাবে এগোচ্ছে, তা থেকে ঠিক কি মনে হচ্ছে আপনার?'

'মনে হচ্ছে, আপনি যা চেয়েছেন ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছে। আপনাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দুর্ভাগ্যজনকই বলব, সম্পূর্ণ আপনার দয়ার ওপর বেঁচে আছেন ওঁরা।'

'দুর্ভাগ্যজনক?'

'নয় তো কি! হতে পারে আপনি একটা প্রতিভা, হতে পারে আপনার উদ্দেশ্য মহৎ, হয়তো এরই মধ্যে টিভি দর্শকরা আপনাকে হিরো বলে ভাবতে শুরু করেছে—তবু, আপনার বিরুদ্ধেই লিখতে হবে আমাকে।'

'তাই?' কবীর চৌধুরীর ঠোঁট থেকে ক্ষীণ হাসিটুকু মিলিয়ে গেছে।

'যতই নিজের ঢাক পেটান, আমার কাছে আপনি একজন কিডন্যাপার বৈ কিছু না,' বলল রানা।

'আপনার দুঃসাহসের তারিফ করি,' বলল কবীর চৌধুরী, কিন্তু চেহারা হয়ে উঠেছে থমথমে। 'আপনার হাতে ওটা একটা ক্যামেরা। বড় অদ্ভুত ক্যামেরা তো!'

'দেখতে একটু অন্য রকম, হ্যাঁ। তবে এই রকম আরও ক্যামেরা আছে।'

'একটু দেখতে পারি?'

'যদি ইচ্ছে করেন। তবে চার ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছেন আপনি।'

'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন?'

'বোঝাতে চাইছি,' বলল রানা, 'আপনার সুযোগ্য দক্ষিণ হস্ত রস পেরটের মনে নোংরা সন্দেহটা চার ঘণ্টা আগে জেগেছিল। ক্যামেরাটা ভাল করে পরীক্ষা করেছে সে।'

'কোন রেডিও পায়নি? কিংবা কোন অস্ত্র, তাও না?'

'নিজেই দেখুন।'

'এখন তার আর দরকার নেই।'

'একটা প্রশ্ন। আমি আপনার মিথ্যে অহমে আঘাত করতে চাই না…'

রানাকে বাধা দিয়ে কঠিন সুরে বলল কবীর চৌধুরী, 'ঝুঁকি একটু বেশি নেয়া হয়ে যাচ্ছে না কি?'

'না,' মুচকি হাসল রানা। 'আপনার তরফ থেকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করছি না। কারণ, আমি জানি, রাঘব-বোয়াল ছেড়ে চুনোপুঁটি মারায় আপনার সুখ নেই। তাছাড়া, যে-কোন কারণেই হোক, আমার বিশ্বাস, ভায়োলেন্সের সাহায্য আপনি নেবেন না।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল কবীর চৌধুরী। 'প্রশ্নটা কি?'

'এসবের কি দরকার ছিল?' জানতে চাইল রানা। 'আপনার যা বুদ্ধি, যে-কোন ব্যবসায় ভাল করতে পারতেন।'

'আপনি বলতে চাইছেন, অসৎ ব্যবসায় ভাল করতে পারতাম? তা সে যে

ব্যবসাই হোক, মোটা টাকা আয় করতে হলে, টাকাটা অসৎ পথে না এসে পারে না।'

'তাতে অন্তত এ ধরনের ঝুঁকি নেই।'

'নীরস লাগে। তারচেয়ে বড় অসুবিধে, সময় অনেক বেশি লাগে। আমার অনেক টাকা একসাথে দরকার, এবং খুব তাড়াতাড়ি দরকার।' একটা সেকেন্ড থেমে পাল্টা প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু এই পেশায় আপনি কেন? ক্যামেরাম্যান বলে মনে হয় না আপনাকে, মানায়ও না।'

'চোখের ভুল। ক্যামেরা চালাতে জানলেই যথেষ্ট, ক্যামেরাম্যানের আলাদা কোন চেহারা দরকার হয় না। রোজ সকালে দাড়ি কামাবার সময় নিজের চেহারা দেখেন আপনি। সেখানে একজন ক্রিমিন্যালকে দেখতে পান কি? আমি তো মানবসেবায় নিয়োজিত প্রতিভাবান এক বৈজ্ঞানিককে দেখছি।'

'খেপিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করতেও জানেন দেখছি। আপনি যেন কোন্ পত্রিকার?'

'দ্য নিউজের।'

'পত্রিকাটা লন্ডন থেকে বেরোয়, কিন্তু আপনি একজন ভারতীয়।'

'হ্যাঁ। পশ্চিম বাংলা।'

'প্রদ্যুৎ মিত্র,' বলল কবীর চৌধুরী। 'কই, এর আগে নামটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।'

'আমি ছদ্মনামে লিখি।'

'সেটা···?'

'বলা যাবে না, সম্পাদকের নিষেধ আছে।'

'আমার পরিচিত এক ছোকরার সাথে আপনার চেহারার কোন মিল না থাকলেও, কেন যেন আপনাকে দেখে তার কথাই বার বার মনে পড়ছে আমার।' রানার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী। 'মাসুদ রানা নামে কাউকে আপনি চেনেন?'

মাথা নাড়ল রানা।

'প্রদ্যুৎ···দূত···মানে, চর···'

হেসে উঠল রানা, বলল, 'এর আগেও আপনি আমাকে গুপ্তচর বলে সন্দেহ করেছেন।'

'না-না, তা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল কবীর চৌধুরী। 'তা, প্রেসিডেন্টের সাথে কি মনে করে?'

'বাদশা আর প্রিন্সের সাথে তেল আলোচনায় প্রেসিডেন্ট কত দূর এগোলেন তার রিপোর্ট লিখতে।'

'তারপর?'

'ইচ্ছে ছিল, এই নিউজটা কাভার করে পিকিং যাব।'

'কবে?'

'কাল।'

'কাল? তার মানে আজ রাতেই আপনি ব্রিজ থেকে চলে যেতে চাইবেন। আগেই অবশ্য বলেছি, যে-কেউ ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারে, কোন বাধা

নেই।'

'বাধা নেই, কিন্তু এই মজা ছেড়ে চলে যাব—অতটা পাগল হইনি।'

'পিকিং অপেক্ষা করতে পারে তাহলে?'

'পারে। অবশ্য আপনার যদি চীনের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার কোন প্ল্যান থাকে, দড়ি ছিঁড়ে ছুট দেব চীনের পথে।'

হাসি মুখে বিদায় নিল কবীর চৌধুরী, কিন্তু হাসিটুকু তার চোখ স্পর্শ করল না।

রিয়্যার কোচের খোলা দরজার পাশে ক্যামেরা রেডি করে দাঁড়াল রানা। জানতে চাইল, 'কোন আপত্তি নেই তো?'

ঘুরে দাঁড়াল বেডলার। বিস্ময় ফুটে উঠল তার চেহারায়, তারপর হাসল। 'আমাকে এই সম্মান দেখাবার কারণ কি?'

'রুই-কাতলাদের ছবি কত আর তোলা যায়? মি. চৌধুরীর ছবিও তো কম তুললাম না। ঠিক করেছি, তার চেলা-চামুণ্ডাদের এক সেট ছবি তুলব। রাজি তো? আপনি বেডলার, তাই না? টেলি-কমিউনিকেশন এক্সপার্ট?'

'সবাই তাই বলে আর কি।'

বেডলারের দু'তিনটে ছবি তুলল রানা, ধন্যবাদ দিয়ে সরে এল ওখান থেকে। লোক দেখানোর জন্যে কবীর চৌধুরীর আরও কিছু লোকের ছবি তুলল ও। লক্ষ্য করল, কবীর চৌধুরীর আকাশচুম্বি আত্মবিশ্বাস আর হাসি-খুশি ভাব এদেরকেও ছুঁয়ে আছে। রানার অনুরোধ একজনও ফেলল না, সবাই অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পোজ দিল। শেষ লোকটার ছবি তুলে ব্রিজের পশ্চিম পাশে চলে এল ও, ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে বসল।

কয়েক মিনিট পর ডাক্তারকে দেখা গেল, অলস পায়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। হাত দুটো সাদা কোটের পকেটে ঢোকানো। কয়েকশো ছবি আর কয়েক হাজার রিপোর্ট এরই মধ্যে দক্ষিণ টাওয়ার থেকে ডিসপ্যাচ করা হয়েছে, এই মুহূর্তে কম করেও বিশ-বাইশজন ফটোগ্রাফার আর রিপোর্টারের হাতে কোন কাজ নেই—ব্রিজের এখানে সেখানে ভবঘুরের মত টহল দিয়ে বেড়ানো ছাড়া কিইবা তারা করতে পারে। ডাক্তারের দিকে মাত্র একবার তাকাল রানা, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। এগিয়ে এসে ওর পাশে বসল ডাক্তার।

'দেখলাম জুলির সাথে আপনি কথা বলছিলেন। মনে হলো, খুব রেগে ছিল। সুন্দরী মেয়েরা অবশ্য একটু মেজাজীই হয়ে থাকে।'

'যা যা বলেছিলাম সব এনেছেন?'

'অস্ত্র এবং নির্দেশ, দুটোই।'

'সব আড়াল করা আছে তো?'

মাথা দোলাল ডাক্তার। 'কলম দুটো সবার চোখের সামনে রেখেছি, আমার মেডিকেল ক্লিপবোর্ডে ঝুলছে।'

'গান?'

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিটে। ওটা সীল করা, ইউনিট বের করতে হলে সীল

ভাঙতে হবে। ইউনিটটাও সীল করা। ওটা খুললেও কেউ কিছু দেখতে পাবে না, কারণ গানটা রাখা হয়েছে একটা ফলস বটমে। ফলস বটম কিভাবে খুলতে হয়, জানতে হবে। আমি জানি।'

'নবিশ হিসেবে কাজটা দারুণ উপভোগ করছেন বলে মনে হচ্ছে?'

'এতদিন খারাপ ভাল সব ধরনের মানুষকে বাঁচাবার কাজে সাহায্য করেছি,' নিঃশব্দে হাসল ডাক্তার। 'এখন দেখছি, সবাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করার চাইতে শুধু ভাল লোককে বাঁচাবার চেষ্টা করার মধ্যে অনেক বেশি যুক্তি আছে। উত্তেজনার খোরাকও এতে বেশি।'

'কিন্তু এই রকম অদ্ভুত একটা ইউনিট আপনাদের হাসপাতালে এল কোত্থেকে?'

'ছিল না, আজই নতুন আমদানী হলো। কৃতিত্বটা জর্জ হ্যামিলটন নামে এক অ্যাডমিরালের। তাঁর নির্দেশে একদল এক্সপার্ট সমস্ত আয়োজন করেছে। যতদূর বুঝতে পারলাম, এক্সপার্টরা সবাই সি.আই.এ-র লোক।'

'তারমানে, ওদের গোপন তালিকায় আপনার নাম লেখা হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'ভবিষ্যতে আপনার উপযুক্ত কোন কাজ হাতে এলে, আপনাকে ওরা ডাকবে।' ও দেখল, ডাক্তারের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'আমার কর্ড আর কনটেইনার?'

'চারটে কনটেইনার। খালি। গায়ে লেবেল সাঁটা আছে, লেবেলে ছাপা রয়েছে—ল্যাব স্যাম্পল্। দেখে কেউ সন্দেহ করতে পারে? কাঠের একটা চৌকো ফ্রেমওয়র্কের গায়ে জড়ানো হয়েছে কর্ড, এক দিকে দুটো হুক আর দুটো টোপ।'

'ব্রিজে দাঁড়িয়ে গোল্ডেন গেটের মাছ ধরতে চান আপনি?'

হাসি চাপল ডাক্তার। 'ধরবেন আপনি, কিন্তু আমি ভাগ নেব।'

'নার্ভ গ্যাসের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস না করলেও চলে, কি বলেন?'

'নার্ভ গ্যাসের কথা জানি না, তবে অ্যারোসল ক্যান-এর কথা জানি। আমার নোট-ডেস্কের ঠিক ওপরেই ঝুলছে। ওখানে যে যাবে সে-ই দেখতে পাবে। দেশের বিখ্যাত এক কোম্পানির তৈরি। সাত আউন্সের একটা ক্যান। এফেকটিভ রেঞ্জ দশ ফিট।'

'বিখ্যাত কোম্পানি এসব জানে?'

আবার হাসি চাপল ডাক্তার। 'কিভাবে! সি.আই.এ. কি আর তাদের অনুমতি নিয়ে এসব যোগ করেছে! ক্যানের পিছনে লেখা আছে, "সুগন্ধি এবং ঝাঁঝাল"। তার নিচে লেখা, "বাচ্চাদের কাছ থেকে দূরে রাখুন"। ক্যানের সামনে আছে, "চন্দন"। আমি ভাবছি, কিছু একটা সন্দেহ করে কবীর চৌধুরী কিংবা তার কোন লোক যদি গন্ধটা শুঁকতে চায়, তখন কি হবে?'

'চাইবে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'আজ রাতে কোন এক সময় কলম দুটো নিয়ে আসব আমি। এবার বলুন, অ্যাডমিরাল কি বলেছেন?'

'কমিটি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অ্যাডমিরালের মুখ থেকে সেটা পেয়েছি আমি,' বলল ডাক্তার। 'ওখানে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে জেনারেল ফিদার হোপ, জেনারেল গারল্যান্ড, অ্যাডমিরাল সোরেনসন, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এবং

সেক্রেটারি অব ট্রেজারী ও সেক্রেটারি অভ স্টেট ছিলেন।'

'আরও দু'জন ছিলেন,' বলল রানা। 'আপনি আর জুলি।'

'আমরা নগণ্যরা জানি আমাদের কি ভূমিকা। কেউ কিছু জিজ্ঞেস না করলে আমরা মুখ খুলিনি। গোল্ডেন গেট ব্রিজে বিদ্যুৎ চালানোর পরামর্শটা বাতিল করে দেয়া হয়েছে। সম্ভব নয়। কারণ, আমরা যেখানে বসে আছি এখানে প্রেসিডেন্ট বা বাদশা বসে থাকতে পারেন। তাছাড়া ভোল্টেজ প্রডিউস করা সম্ভব হলেও, ওয়াটেজ সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, হাজার হাজার টন ইস্পাত রয়েছে এখানে। আরেকটা কথা, ঠিক ওই সময় শত্রুদের সাথে মাটির যোগাযোগ থাকতে হবে। একটা হাই-টেনশন তারে একটা পাখি নিরাপদে বসে থাকতে পারে, তাই না?'

'বলে যান।'

'আপনি লেজার বীম সম্পর্কে পরামর্শ চেয়েছিলেন। এক্সপ্লোসিভ বেল্টের আবরণ লেজার বীম ছিঁড়তে পারবে কিনা। এক্সপার্টরা বলেছেন, পারবে। কিন্তু মুশকিল হলো, একটা লেজার বীম যখন নিরেট একটা জিনিসে আঘাত হানে তা থেকে ভয়ঙ্কর উত্তাপ বেরিয়ে আসে, সেই তাপে ডিটোনেটরের ভেতরের তারে আগুন ধরে যাবে।'

'তারমানে, বুম?'

'ঠিক আপনি যা আশঙ্কা করেছিলেন,' বলল ডাক্তার। 'তবে চারটে ব্যাপারে আপনার পরামর্শ মেনে নিয়েছেন ওরা।'

'যেমন?'

'সাবমেরিনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তবে পানির তলা দিয়ে জায়গামত পৌঁছানো অত্যন্ত জটিল একটা ব্যাপার বলে ভাবছেন ওঁরা, তারপর ওখানে পৌঁছে বোটটাকে পজিশনে রাখাও বেশ কঠিন। ঢেউ ছাড়াও পানির স্তর ভেদে কয়েক ধরনের বেয়াদব স্রোত রয়েছে গোল্ডেন গেটে। আশার কথা, অ্যাডমিরালের জানাশোনা যোগ্য এক লোক আছে, এ ধরনের পরিস্থিতি শুধু সে-ই সামলাতে পারবে।'

'গুড।'

'এ-ব্যাপারে আর কোন পরামর্শ আপনার কাছ থেকে না পেলে, ফ্রন্ট কোচ অর্থাৎ প্রেস কোচের সামনে পজিশন নেবে বোট।'

'ঠিক আছে,' বলে এদিক ওদিক তাকাল রানা। কেউ ওদের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করছে না, একমাত্র জেনারেল পীল ছাড়া। ভদ্রলোক নিজের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে আপস করতে রাজি নন, ব্রিজের মাঝখানে হাঁটাচলা করে ব্যায়ামের অভাবটুকু পূরণ করে নিচ্ছেন। মাঝে মধ্যেই মুখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছেন ওদের দিকে। এই দৃষ্টির বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। সামনে কাউকে দেখলেই ওভাবে তাকান তিনি। স্টিফেন বেকার, প্রেসিডেন্টের এনার্জি জার, জেনারেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও শরীরের অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করছেন। তবে কারও দিকে তাকাচ্ছেন না তিনি, তাঁর দৃষ্টি আটকে আছে জুতোর ডগার ওপর। পাশাপাশি হাঁটছেন, কিন্তু জেনারেলের সাথে কথা বলছেন না। দু'জনের প্রকৃতি এবং চরিত্রের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, দু'জন যেন দুই মেরুর বাসিন্দা।

'আপনার এই পরামর্শটা ওঁদের খুব মনে ধরেছে,' বলে চলেছে ডাক্তার। 'দক্ষিণ টাওয়ারটাকে দখল করা যেতে পারে। আপনি বলেননি পুব নাকি পশ্চিম দিকটা, তাই একটু দ্বিধায় পড়ে গেছেন ওঁরা। মিটিওরলজিক্যাল ফোরকাস্ট অবশ্য ভালই। সকাল হবার আগেই ভারী, ঘন কুয়াশা আশা করা হচ্ছে। দশটা পর্যন্ত থাকবে। কাল বাতাস বইবে পশ্চিম দিকে, কাজেই তেল-পোড়া ধোঁয়া দিয়ে আড়াল তৈরি করা যাবে না। কিন্তু ওই যে বললাম, ওঁরা এখনও জানেন না টাওয়ারের কোন্ অংশটা দখল করতে হবে।'

'একটা জিনিসের কথা বলতে ভুল করেছি। হুড লাগানো ফ্ল্যাশলাইট, শাটার সহ...'

'এনেছি।'

'কবীর চৌধুরী বা তার কোন লোক যদি দেখে?'

'মেডিকেল ইকুইপমেন্ট। নাক-কান-চোখ ইত্যাদি পরীক্ষা করতে লাগে। ওটা দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি মোর্স সিগন্যাল পাঠাবেন...?'

মৃদু কণ্ঠে রানা বলল, 'রাত জেগে বই পড়ার অভ্যেস কিনা, তাই দরকার ওটা।'

চেহারা দেখে মনে হলো রানার কথা শুনতে পায়নি ডাক্তার, বলল, 'ব্রিজের পুব থেকে কমবেশি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী ডান দিকে তাক করতে হবে। ওদিকে ওদের দু'জন লোক থাকবে সঙ্কেত পাবার জন্যে, সারারাত ওরা আপনাকে পাল্টা সঙ্কেত পাঠাতে পারবে না, তবে আপনার সঙ্কেত পেয়েছে এটা বোঝাবার জন্যে চায়নাটাউন থেকে আকাশে একটা রকেট ছুঁড়বে ওরা।'

'একটা?'

'হ্যাঁ, একটা রকেট দেখলে কবীর চৌধুরী সন্দেহ করবে, তাই ঠিক হয়েছে রকেটের সাথে আরও কিছু আতসবাজি ছাড়া হবে। এই শহরে বোমা, পটকা, তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি জ্বালানো নিষেধ। কিন্তু চায়নাটাউনে ব্যাপারটাকে হালকা চোখে দেখে পুলিস। চীনারা এসবের খুব ভক্ত কিনা, বেশি কড়াকড়ি করলে দাঙ্গা বেধে যাবার ভয় আছে। চীনাদের নিউ ইয়ারে কি কাণ্ড যে হয় তা যদি দেখতেন...'

'তারপর?'

মাথা চুলকাল ডাক্তার। 'এখনও আপনি জানেন না দক্ষিণ টাওয়ারের কোন্ অংশটা...'

'জানব।'

'আমাকে কাজে লাগাতে চান?'

'জুলিই তো রয়েছে। এরপর কোন্ কেব্‌লে কখন এক্সপ্লোসিভ ফিট করা হবে, একটু চেষ্টা করলেই জানতে পারবে সে। তারপর?'

'খাবারে বিষ,' বলল ডাক্তার। 'আপনার এই পরামর্শটাও ওদের খুব পছন্দ হয়েছে।' গলা আরও খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল সে, 'আজ সন্ধের খাবারে। ডা. ইসহাক, আমাদের হাসপাতালের নারকোটিক জাদুকর, সতেরোটা অপ্রীতিকর বিস্ময় তৈরি করছেন।'

'কিন্তু বিস্ময়গুলো চেনার উপায় কি?' একটু যেন উদ্বিগ্ন হলো রানা।

'ওটা কোন সমস্যাই নয়। এয়ারলাইন প্লাস্টিক ট্রে-তে করে খাবার পাঠানো হবে। ওগুলোর নিচে খুদে পায়া থাকে। খারাপ ট্রেগুলোর পায়ার তলায় খাঁজ কাটা থাকবে। সূক্ষ্ম, কিন্তু আঙুলের ডগায় অনুভব করা যাবে।'

'মস্ত ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি আমরা, ডাক্তার,' বলল রানা। 'কোন্ দিক থেকে বিপদ আসবে, কিছুই আগে থেকে বলা যায় না। সব দিক থেকে সাবধান থাকব আমরা, তারপরও যদি বিপদ আসে, আসুক, অবস্থা বুঝে সামাল দেয়া যাবে। প্রথম কাজ, কবীর চৌধুরীর অনুমতি নিয়ে আমি হব হেড ওয়েটার। দুই, খাবার নিয়ে ওয়াগন এসে পৌঁছলেই জুলিকে পরীক্ষা করার অজুহাতে ওকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে যাবেন আপনি, খাবার পরিবেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন আপনারা।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, আপনাদের দু'জনকেই সন্দেহ করা হবে—ব্রিজ থেকে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছেন আপনারা। তিন, খবরটা প্রেসিডেনশিয়াল কোচে পৌঁছে দেব আমি।'

'কিভাবে?'

'উপায় একটা বের করে ফেলব।'

'আর প্রেস কোচে ওরা যারা রয়েছে?'

'ওদেরকেও সাবধান করতে পারব, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি, ভিলেনদের দু'একজন যদি বিষ ছাড়া খাবার পেয়ে সুস্থ থাকে, তাদের আমি সামলাতে পারব।'

'আপনি রিপোর্টার, ওরাও রিপোর্টার,' ডাক্তার অসন্তুষ্ট, 'ওদের প্রতি একটু বিশেষ নেক নজর...'

'আমি অন্ধকারে যুদ্ধ করছি, ডাক্তার,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আমি অন্ধ, এবং আমার হাত দুটো পিছনে বাঁধা। কিসে কতটুকু ঝুঁকি তার চুলচেরা বিচার করে এগোতে হবে আমাকে। সাংবাদিকদের মধ্যে একজন লোভী লোক নেই, বুঝব কিভাবে? ওদেরকে সাবধান করলে কথাটা যদি কবীর চৌধুরীর কানে চলে যায়?'

'আই অ্যাপলোজাইজ!'

'আপনাকে ওরা নরকঙ্কাল, খুলি বা ওই ধরনের কিছু দেয়নি?'

'কি?' ডাক্তারের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'কিংবা এক-আধটা জাদু-ই-চেরাগ?'

ভুরু কুঁচকে উঠল ডাক্তারের। 'এসবের মানে কি?'

'না, ভাবছিলাম,' বলল রানা।

'কি ভাবছিলেন?'

'কবীর চৌধুরীকে ঘোল খাওয়ানো কোন সমস্যাই হত না,' বলল রানা। 'যদি কোনভাবে একবার অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম।',

ডাক্তার গম্ভীর। গলটাকে ভারী করে তুলে বলল, 'দুঃখিত। আপনার অর্ডারের মধ্যে এসব ছিল না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের পথ ধরল সে।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চেয়ারগুলোর মাঝখান দিয়ে এগোল রানা। যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই বসে আছে জুলি। পাশের চেয়ারে বসল রানা। 'সন্ধের খাবার নিয়ে ওয়াগন এলে অ্যাম্বুলেন্সে চলে যাবে তুমি,' বলল ও। 'ডাক্তার তোমাকে আরেকবার চেক আপ করবে।'

রানার দিকে তাকাল না জুলি। 'ইয়েস, স্যার। আপনি যা বলেন, স্যার।'

দীর্ঘ একটা শ্বাস টানল রানা। 'যতদূর মনে পড়ছে, একটু আগে বিদায় নেয়ার সময় আমরা বন্ধু ছিলাম।'

'কোন যুগেই কি মেয়েরা ছেলেদের সত্যিকার বন্ধু হতে পেরেছে?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল জুলি। 'আমরা তো পুতুল। আমাদের মন বলে কিছু থাকতে নেই...'

'সে-কথা যদি বলো, আমরা সবাই পুতুল, জুলি,' বলল রানা। 'আমাকেও অর্ডার করা হয়, আমি সেটা মেনে চলি। সব অর্ডার সব সময় পছন্দ হয় না, তবু কাজ বন্ধ করে বসে থাকলে চলে না। পরিস্থিতি এমনিতেই জটিল, সেটাকে আরও জটিল করে তুলো না, প্লীজ। ওখানে গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারবে অ্যাম্বুলেন্সে কেন তোমার থাকা দরকার।'

'ইয়েস, মি. মিত্র। আপনার সিক্রেট সার্ভিসে জোর করে ঢোকানো হয়েছে আমাকে, কাজেই আপনার নির্দেশ মত কাজ করতে আমি বাধ্য।'

হাসিটা চেপে গেল রানা। 'তার আগে, আরও একটা কাজ। কবীর চৌধুরীর সাথে কথা বলতে হবে তোমাকে। যদি দরকার হয়, একটু ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করবে...'

'আপনি যদি বলেন, আমি তার কোলেও বসতে পারি, স্যার।'

'এসব ব্যাপারে তাকে আমি ধোয়া তুলসী পাতা বলে জানি,' বলল রানা। 'কাজেই কোলে ওঠার চিন্তা-ভাবনা বাদ দাও। তাতে হিতে-বিপরীত ঘটতে পারে।'

ঘাড় ফেরাল জুলি। সবুজ চোখে সবুজ আগুন জ্বলছে। 'কেন?'

'তার কাছ থেকে জানবে, এরপর কোন্ কেব্‌লে কখন এক্সপ্লোসিভ ফিট করার কথা ভাবছে সে। আমি যাচ্ছি, একটু পর তার সাথে কথা বলবে তুমি। ঠিক আছে?'

'এখন পর্যন্ত আছে।' হাসল জুলি, তিক্ত হাসি। 'কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, নিজের মত আমাকেও, স্যার, আপনি একটা দুষ্টগ্রহ বানিয়ে তবে ছাড়বেন।'

'চেষ্টা তো করে যাচ্ছি, বাকি খোদার ইচ্ছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা। ফিরে এসে ক্র্যাশ ব্যারিয়ারে আগের জায়গায় বসল ও। এখান থেকে ব্রিজের নিষিদ্ধ এলাকা মাত্র বিশ গজ দূরে, সাদা রেখার ওদিকে একজন লোক পাহারায় রয়েছে, তার হাতে একটা স্মাইথার মেশিন-পিস্তল। আগের মতই সামরিক কায়দায় পায়চারি করছেন জেনারেল পীল, এই মুহূর্তে এদিকে এগিয়ে আসছেন তিনি। উঠে দাঁড়াল রানা, ক্যামেরা তুলল, পর পর তিনটে ছবি তুলল জেনারেলের। তারপর জানতে চাইল, 'আপনার সাথে দুটো কথা বলতে পারি, জেনারেল?'

দাঁড়িয়ে পড়লেন জেনারেল। 'না। কোন সাক্ষাৎকার নয়। এই সার্কাসে আমি একজন দর্শক, পারফরমার নই।' আবার তিনি হাঁটা ধরলেন।

ইচ্ছে করেই কথায় অনুরোধের সুর আনল না রানা। 'কিন্তু কথা বলার দরকার।'

আবার দাঁড়ালেন জেনারেল। রানার চোখ হয়ে তাঁর দৃষ্টি যেন মগজে গিয়ে ঠেকল। 'কি বললেন?' অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, শব্দ দুটোর মাঝখানে যথেষ্ট বিরতি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। রানা যেন প্যারেড গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে আছে, কোর্ট-মার্শালে সাজা পাওয়া একজন অফিসার। ওর অস্ত্র, পদক আর ব্যাজ খুলে নেয়া হবে।

'আমাকে এড়িয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না, জেনারেল,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন সেটা পছন্দ করবেন না।'

'জর্জ?' প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহকারী হিসেবে জেনারেল পীল জানেন, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন একটা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাছাড়া, হ্যামিলটনের ব্যক্তিগত বন্ধুও বটেন তিনি। 'অ্যাডমিরালের সাথে আপনার সম্পর্ক?'

'আপনি বরং আমার পাশে এসে বসুন, জেনারেল,' বলল রানা। 'শান্ত, স্বাভাবিক থাকুন, তা না হলে ওরা সন্দেহ করতে পারে।'

শান্ত এবং স্বাভাবিক হওয়া জেনারেলের স্বভাবের মধ্যেই নেই, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন তিনি। রানার পাশে বসে জানতে চাইলেন, 'আই রিপিট, অ্যাডমিরালের সাথে আপনার সম্পর্ক কি?'

'সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। শুধু এইটুকু জানুন, এই বিপদ থেকে প্রেসিডেন্টকে আমি বাঁচাতে চাইছি, জর্জ হ্যামিলটন তাতে সায় দিয়েছেন।'

রানার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে জেনারেল জানতে চাইলেন, 'পরিচয়?'

'মাসুদ রানা, বাংলাদেশ। কিন্তু কবীর চৌধুরীর কাছে প্রদ্যুৎ মিত্র।'

'রানা! রানা! জর্জের মুখে বোধহয় নামটা শুনেছি। এবং বোধহয় মাত্র একবার নয়।' রানার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন জেনারেল। 'এ ফ্রেন্ড ইন নীড ইজ আ ফ্রেন্ড ইনডীড। আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. রানা।' মুচকি একটু হাসি দেখা গেল তাঁর ঠোঁটে। 'বোঝা যাচ্ছে, ফাল হয়ে বেরোবার চেষ্টা করবেন আপনি, কিন্তু সুঁই হয়ে ঢুকলেন কিভাবে এর মধ্যে?'

'আমার রিপোর্টার পরিচয় আপনার বোধহয় জানা নেই,' বলল রানা। 'লন্ডনের দ্য নিউজে কাজ করি। তেল আলোচনা কাভার করার জন্যে আপনাদের সহযাত্রী হয়েছিলাম।' উঠে দাঁড়াল রানা, জেনারেলের আরও কয়েকটা ছবি তুলল। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল, 'ওদের চোখে ধুলো দিচ্ছি। একটা কথা, জেনারেল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচে আপনার যারা কলিগ রয়েছেন ওদেরকে কিন্তু বলবেন না...'

'কলিগ? সব এক একটা ভাঁড়!'

'আমার সাথে আপনার কথা হয়েছে, ভাঁড়দের কেউ যেন তা জানতে না পারে।'

'আমার মন্তব্য সংশোধন করতে চাই। প্রেসিডেন্ট আমার ব্যক্তিগত বন্ধু।'

'সবাই সেটা জানে, জেনারেল। প্রেসিডেন্ট আর একদল ভাঁড়। মেয়রকে অবশ্য ওদের দলে ফেলা যায় না। ওদের দু'জনের সাথে আপনি যদি গোপনে কথা বলতে চান, কোথাও হাঁটাহাঁটি করার সময় কাজটা সারবেন। কোচে আড়িপাতা যন্ত্র আছে।'

'আপনি যদি বলেন, তাহলে আছে, মি. রানা।'

'জেনেই বলছি, জেনারেল,' বলল রানা। 'আর, আপনি আমাকে শুধু রানা বলবেন।'

'জেনে বলছ?'

'হ্যাঁ। রিয়্যার কোচে বন বন করে ঘুরছে একটা টেপ-রেকর্ডার। আপনি দেখেছেন। আমি দেখিনি।'

'হ্যাঁ,' রানার কথার অর্থ বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল, 'আমি দেখেছি। কিন্তু তোমাকে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।' জেনারেল জানেন, রানা চাইছে ওর ভূমিকা যেন ফাঁস না হয়ে পড়ে।

'আপনার, জেনারেল, আমাদের পেশায় যোগ দেয়া উচিত।'

'তুমি তাই মনে করো?'

'এবার আমি আমার মন্তব্য পাল্টাতে চাই। একজন চীফ অভ স্টাফ আরও ওপর দিকে উঠতে পারেন না। তাঁর একমাত্র গতি নিচের দিকে। শুধু পতন ঘটতে পারে।'

'ঝিলিক মারে এই রকম বুদ্ধি অনেক দিন পর দেখলাম।' জেনারেলের হাসিতে প্রশংসা ঝরে পড়ল। 'এবার তাহলে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এসো আমাকে, ওয়ান্ডার-বয়!'

আবার দাঁড়াল রানা, খানিকটা পিছু হটল, ছবি তুলল আরও কয়েকটা। ফিরে এসে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এল জেনারেলকে—সব কথা খুলে বলল।

সব শুনে জেনারেল পীল জানতে চাইলেন, 'আমাকে কি করতে বলো?'

'আমি? আপনাকে? কিছুই না, জেনারেল। একজন চীফ অভ স্টাফকে কেউ নির্দেশ দিতে পারে না।'

চীফ অভ স্টাফ এতক্ষণে চীফ অভ স্টাফ হলেন। 'কাজের কথা, রানা!'

'আপনার বন্ধুদের নিয়ে কোচের বাইরে বাতাস খেতে বেরোবেন,' বলল রানা। 'বলবেন, কোচে আড়িপাতা যন্ত্র আছে। জানাবেন খাবারের নিরাপদ ট্রে কিভাবে বেছে নিতে হবে।'

'কোন সমস্যা নয়। ব্যস?'

'শেষ আরেকটা কথা, জেনারেল। একটু ইতস্তত বোধ করছি, কিন্তু আপনি কাজের কথা পছন্দ করেন। অনেকেই জানে, অন্তত আমি জানি, সাধারণত আপনার কাছে একটা অস্ত্র থাকে।'

'এক সময় ছিল। আমাকে ভারমুক্ত করা হয়েছে।'

'হোলস্টারটা এখনও রয়েছে।'

'কোথাকার চোখ হে তোমার?'

'সোনার বাংলাদেশের।' চারদিকে চোখ বুলাল রানা, তারপর আবার বলল, 'যদি বইতে রাজি থাকেন, আপনাকে আমি একটা পয়েন্ট টু দিতে পারি।'

'ইট উইল বি আ প্লেজার।'

'বুলেটগুলোর ডগায় সায়ানাইড লাগানো আছে, জেনারেল।'

একটুও ইতস্তত না করে জেনারেল পীল বললেন, 'তাহলে তো আরও ভাল!'

দুই

সন্ধের খাবার নিয়ে ওয়াগন পৌঁছল সাড়ে সাতটায়। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীরা রঙ করা উত্তর ব্যারিয়ারের কাছাকাছি একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সম্ভবত গভীর কোন আলোচনায় মগ্ন। ক্লান্ত পায়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগোল জুলি, তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে একজন গার্ড। চারপাশে অনেক খালি চেয়ার, মাঝখানের একটায় বসে ঝিমাচ্ছে রানা। ওর কাঁধে একটা হাত পড়তেই চমকে উঠে সিধে হলো ও।

'আহার, গুপ্তচর মশাই!' নিজের রসিকতায় নিজেই গলা ছেড়ে খানিক হাসল কবীর চৌধুরী।

'পৌঁছে গেছে?'

'হ্যাঁ। ওয়াইন আছে কিনা জিজ্ঞেস করছেন না যে?'

'ওতে আমার রুচি নেই,' বলল রানা। 'তবে বিয়ারে আপত্তি নেই।'

'রিপোর্টারের মদে অরুচি, আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন, মি. দূত।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'বিয়ারও আছে, অঢেল। বাজারের সেরা জিনিস।'

'কার টাকায়?'

'এসব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।' কবীর চৌধুরীর চোখে পলক নেই, রানার চেহারায় কি যেন খুঁজছে সে।

চেয়ার ছাড়ল রানা, নিজের চারদিকে তাকাল। 'আপনার সম্মানীয় মেহমানরা···'

'ওদেরকে জানানো হয়েছে।'

'প্রেসিডেন্টের মেহমানরা না হয় বাদ, ওরা মুসলমান—কিন্তু আর সবাইকে ডিনারের আগে ককটেলের জন্যে একটু সময় দেয়ার দরকার ছিল।'

'সময় আছেও। খাবার রয়েছে গরম কাবার্ডে,' রানার মুখে আরও কয়েক সেকেন্ড কি যেন খুঁজল কবীর চৌধুরী। 'জানেন, মি. দূত, আপনি আমাকে আগ্রহী করে তুলেছেন। ঠিক আগ্রহী নয়, কৌতূহলী—নাহ্, আপনি আমাকে অস্বস্তির মধ্যে

ফেলে দিয়েছেন। আপনার কিসের সাথে কি যেন ঠিক মিলছে না। একটা ক্যামেরার পিছনে এখনও আমি আপনাকে খাপ খাওয়াতে পারছি না।'

মুচকি হাসল রানা, জোর করে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় শুরু করেছে। 'একই কথা আপনার সম্পর্কেও। আপনার চেহারা, ভব্যতা বোধ, রুচি, বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস—এসবের সাথে আপনার এই কাজটাকে আমি ঠিক মেলাতে পারছি না। এই কাণ্ড নিজের চোখে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না, আপনি একজন দুষ্ট লোক।'

আবার রানার কাঁধ চাপড়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'চলুন, প্রেসিডেন্টের স্বার্থে খাবারগুলো মুখে দিয়ে টেস্ট করা যাক।'

'ব্যাখ্যা করুন।'

'প্রেসিডিয়োর ডাক্তার বন্ধুরা খাবারে কিছু মেশায়নি, বুঝব কিভাবে?'

'আরে, কথাটা ভাবিনি তো! তার মানে, কাউকে আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'কাউকে না।'

'কিন্তু আমাকে কেন? আমাকে আপনার রিপোর্টার মনে হয় না, গিনিপিগ মনে হয়?'

'কি মনে হয় বলব না,' কবীর চৌধুরী বলল। 'তবে গিনিপিগ হিসেবে আপনাকেই আমার পছন্দ। আপনি আর জেনারেল পীল, আমাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন।'

'চোরের মন পুলিস পুলিস,' বলল রানা। 'অন্যায় কাজ করলে এই রকম হয়, কোন কারণ ছাড়াই সন্দেহ আর অস্বস্তি জাগে। পথ দেখান, মি. চৌধুরী।'

ওয়াগনের পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। সাদা আর নীল রঙের ইউনিফর্ম পরা অ্যাটেনড্যান্টকে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'নাম?'

কয়েক সেকেন্ড পাথর হয়ে থাকার পর প্রায় লাফ দিয়ে উঠে স্যালুট ঠুকল লোকটা। 'বোনি, মি. চৌধুরী।'

'ক'রকম ওয়াইন এনেছ, বোনি?'

'তিনটে সাদা, তিনটে লাল, মি. চৌধুরী।'

'আমাদের সামনে সাজাও, বোনি,' বলল কবীর চৌধুরী। ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল সে। 'মি. দূত ওয়াইনের একজন ইন্টারন্যাশনাল সমঝদার, জিভে একবার ঠেকিয়েই ভাল-মন্দ বলে দিতে পারবেন।'

'ইয়েস, স্যার।'

'কিন্তু...'

'আপনি মদ খান না, এই তো?' রানাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী। 'কিন্তু বুঝছেন না কেন, এটা আমার হুকুম। আপনি আমার হুকুম অমান্য করতে চান?'

রানা চুপ। বোনির পিছু পিছু ওয়াগনে উঠল ওরা। কাউন্টারে ছয়টা বোতল আর ছয়টা গ্লাস রাখা হলো। 'প্রতিটা গ্লাসে সিকি আউন্স করে,' বলল রানা। 'আমি বমি করি, তাতে ভেসে মি. চৌধুরী গোল্ডেন গেটে গিয়ে পড়ুন, সেটা চাই না। তোমার কাছে রুটি আর লবণ আছে তো হে?'

'আছে, স্যার।' বোনির সতর্ক হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, তার ধারণা দুই উন্মাদের খপ্পরে পড়ে গেছে সে।

লবণ মেশানো রুটি মুখে দেয়ার ফাঁকে সবগুলো গ্লাস থেকে মদের স্বাদ নিল রানা। শেষে বলল, 'সব ক'টা প্রথম শ্রেণীর।' তারপর কবীর চৌধুরীর কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ভাল-মন্দ কিছুই আমি বুঝিনি। তবে বিষ-টিষ বোধহয় নেই। থাকলে এতক্ষণে পটল তুলতাম, কি বলেন?'

কবীর চৌধুরীও রানার কানে কানে বলল, 'আপনি আমার কাছে একটা জিনিস পাওনা হয়েছেন, মি. দূত।'

'কি?' চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল রানা।

'ক্ষমাপ্রার্থনা।'

'সেজন্যে ব্যস্ত হবেন না,' বলল রানা। 'আপনার তো নিশ্চয়ই খাওয়া-টাওয়ার অভ্যেস আছে, শুরু করছেন না কেন?'

সতর্ক হয়ে উঠল কবীর চৌধুরী। 'না, থাক।'

'কেন, থাকবে কেন?' চেহারায় গোবেচারা ভাব এনে বলল রানা, 'এখনও যদি সন্দেহ থাকে, আমার টেস্ট করা বোতলগুলো থেকে খান।' বোনির দিকে ফিরল ও। 'ওহে, মি. চৌধুরীকে ওয়াইন দাও।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আপনি?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী। 'বিয়ার চালাবেন না?'

'আসল জিনিস পেটে পড়ার পর বিয়ার কি আর ভাল লাগবে? তবু আপনি যখন বলছেন, বোনি, বিয়ারের একটা ক্যানও তাহলে খোলো।'

বিয়ার আর ওয়াইন দিল বোনি। সময় নিয়ে যে যার গ্লাসে চুমুক দিল ওরা। এক সময় কবীর চৌধুরী জানতে চাইল, 'ডিনার দেয়ার জন্যে তুমি তৈরি তো, বোনি?'

'ইয়েস, স্যার।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল বোনি। 'এরই মধ্যে একজনকে ডিনার পরিবেশন করেছি, স্যার।' হাতঘড়ি দেখল সে। 'বিশ মিনিট আগে। মি. স্টিফেন বেকার। সত্যি কথা বলতে কি, প্লেটটা তিনি একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। বললেন, এনার্জি জার হিসেবে সবার আগে তাঁরই এনার্জি দরকার।'

'যুক্তিটা অস্বীকার করা যায় না,' অলস ভঙ্গিতে রানার দিক থেকে বোনির দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'কোথায় গেলেন তিনি? কোচে?'

'না, স্যার। নিজের ট্রে নিয়ে তিনি পুব দিকের ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের দিকে চলে গেলেন। ওই ওদিকে।' হাত তুলে দিক নির্দেশ করল বোনি, তাক করা হাত অনুসরণ করে নিজেও তাকাল সেদিকে। তারপরই আঁতকে উঠল, 'ওহ্ গড!'

বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী, 'গডের আবার কি হলো?'

'স্যার, দেখুন!'

ওয়াগনের খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্র্যাশ ব্যারিয়ার থেকে ঢলে পড়লেন এনার্জি জার স্টিফেন বেকার। রাস্তার ওপর পড়ে ছটফট করছেন ভদ্রলোক। লাফ দিয়ে ওয়াগন থেকে নামল রানা, কবীর চৌধুরী তাকে অনুসরণ করল। ছয়টা লেন পেরিয়ে স্টিফেন বেকারের পাশে এসে দাঁড়াতে

মাত্র ছয় সেকেন্ড সময় নিল দু'জন।

এনার্জি সেক্রেটারি অবিরাম বমি করছেন। কবীর চৌধুরী এবং রানা দু'জনেই তাঁকে প্রশ্ন করল, কিন্তু উত্তর দেয়ার মত অবস্থা নয় ভদ্রলোকের। বমি তো হচ্ছেই, সেই সাথে সারা শরীর ঘন ঘন মোচড় খাচ্ছে।

'কোথাও যাবেন না,' বলল রানা। 'আমি ডাক্তারকে ডেকে আনি।'

অ্যাম্বুলেন্সে ডাক্তারের সাথে জুলিকেও পেল রানা। তারা দু'জনেই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'জলদি, ডাক্তার! বোধহয় প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল, বেকার সাহেব বিষ মিশানো ট্রে থেকে ডিনার খেয়েছেন। অবস্থা খুব সিরিয়াস।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার।

তার পথ আটকাল রানা। 'ডা. ইসহাক সম্ভবত মাত্রা ঠিক রাখতে পারেনি। ওষুধের এই যদি প্রতিক্রিয়া হয়,···আমি চাই, ওখানে গিয়ে খাবার পরীক্ষা করুন আপনি, এবং কবীর চৌধুরীকে জানান, খাবারগুলো বিষাক্ত হয়ে গেছে। ওষুধ দেয়া হয়েছে, তা যেন বুঝতে না পারে। ঠিক কি বলবেন, কিভাবে বলবেন, চিন্তা করে নিন। দরকার হলে দু'একজন কেমিকেল বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠান। ওই খাবার আর কেউ যেন, আই রিপিট, আর কেউ যেন না ছোঁয়। এখানে আমি পাইকারী খুন করার ঠিকাদারী নিইনি।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' বলল ডাক্তার। ছোঁ মেরে ইমার্জেন্সী ব্যাগটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

'এমন ঘটল কেন? রানা?'

'কি জানি। কোথাও বুঝতে ভুল করেছে কেউ। হয়তো আমিই দায়ী। থাকো এখানে।'

ব্রিজে ফিরে এসে রানা দেখল, সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী। থমথম করছে চেহারা। ধীরে ধীরে সিধে হলো ডাক্তার। প্রথমে কবীর চৌধুরী, তারপর ডাক্তারের দিকে তাকাল রানা। 'ওয়েল?'

এনার্জি সেক্রেটারির অসাড় হাতটা ছেড়ে দিল ডাক্তার। ম্লান গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। মি. বেকার মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন!' চেহারাই বলে দেয়, প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে কবীর চৌধুরী। 'তা কিভাবে সম্ভব!'

'প্লীজ, আমার কাজে কেউ বাধা দেবেন না,' মৃদু কণ্ঠে বলল ডাক্তার। 'আপাতত আমি যা বলব তাই হবে। মাঝখানের এই প্লাস্টিক প্লেটটা খালি। বোধহয় মি. বেকার সবটুকু খেয়েছেন।'

কি যেন বলতে গেল কবীর চৌধুরী, কিন্তু কি ভেবে মুখ খুলল না।

লাশের ওপর ঝুঁকে তার মুখ শুঁকল ডাক্তার। কুঁচকে উঠল নাক। অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে আবার সিধে হলো সে। বলল, 'সালমোনেলা হতে পারে না। ওতে সময় লাগে। এমন কি বোটুলিনাস-ও নয়। এটার প্রতিক্রিয়া তাড়াতাড়ি হয়, তাই বলে এত তাড়াতাড়ি—উঁহুঁ।' কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল সে। 'আমি হাসপাতালের সাথে কথা বলতে চাই।'

'বুঝলাম না। আপনার তো প্রথমে আমার সাথে কথা বলা উচিত।'

মাথা কাত করে মেনে নেয়ার ভঙ্গি করল ডাক্তার। 'যা বলার গন্ধটাই বলে দিচ্ছে, ওটা আসছে প্যানক্রিয়াস থেকে। এক ধরনের ফুড পয়জনিং। ঠিক কি ধরনের, আমি জানি না। শুধু বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। হাসপাতালের সাথে কথা বলতে দিন, প্লীজ।'

'আমি যদি শুনি, অসুবিধে নেই তো?'

রানার দিকে তাকাবার ঝোঁকটা দমন করল ডাক্তার। বলল, 'কিসের অসুবিধে!'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে, পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে ডাক্তার। প্রেসিডেন্টের পাশের ফোনটা নিয়েছে কবীর চৌধুরী। কাছের একটা নরম চেয়ারে বসে আছে রানা। গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক।

ফোনে জানতে চাইল ডাক্তার, 'মি. বেকারের প্রাইভেট ফিজিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে কতক্ষণ সময় লাগবে আপনাদের?'

'যোগাযোগ হচ্ছে।'

'অপেক্ষায় থাকলাম।'

ওরা সবাই তাই থাকল। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু সবাই সবাইকে দেখছে। অপরপ্রান্ত থেকে কথা শুনল ডাক্তার। 'স্যার?'

'এই মাত্র-ক'দিন আগে মি. বেকারের দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। ধাক্কাটা সামলাবার জন্যে আরও ক'দিন সময় দরকার ছিল তাঁর।'

'ধন্যবাদ, স্যার। এ থেকেই সমস্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।'

'কিন্তু আমি তা মনে করছি না,' গমগম করে উঠল কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। 'আমি এই ইনফেকশনের উৎস কি জানতে চাই। দু'জন অ্যানালিটিকাল কেমিস্ট আসুক এখানে। তারা খাবার পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিক আমাকে। দু'জন যদি একমত হতে না পারে, একজনকে আমি ব্রিজ থেকে পানিতে ফেলে দেব।'

ডাক্তার শান্ত এবং অবিচল। 'সান ফ্রান্সিসকোয় এ-ধরনের কেমিস্ট আছে। দু'জনকে আমি চিনি—ওয়েস্ট কোস্টের সেরা। এরা দু'জন কোন ব্যাপারে কখনও একমত হতে পেরেছে বলে শুনিনি।'

'সেক্ষেত্রে তাদের দু'জনকেই পানিতে ফেলা হবে। আপনিও তাদের সাথী হবেন। এক্ষুণি যোগাযোগ করুন।'

ডায়াল করতে শুরু করল ডাক্তার।

কবীর চৌধুরীকে রানা বলল, 'এই মুহূর্তে আপনার মাথা গরম করা উচিত নয়।'

'আপনার সাথে পরে কথা বলব আমি। ডাক্তার?'

'ওরা আসবে না। আসবে, আপনি যদি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। 'ঠিক আছে, ওদের কোন ভয় নেই। ফোন ছেড়ে দিন। ওটা আমার দরকার।' জানালা দিয়ে বাইরে কাকে যেন ইশারা করল সে।

কয়েক সেকেন্ড পর কোচে উঠল রস পেরট, হাতে স্মাইথার মেশিন-পিস্তল। কবীর চৌধুরী কোচের পিছন দিকে এগোল। বলল, 'পুলিস চীফের সাথে কথা বলতে দাও আমাকে।'

দু'সেকেন্ডের বেশি পেরোয়নি, লাইনে এলেন পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন।

'ডিকসন?' ভারী গলা, ধমকের সুর। 'ডাক্তাররা এখানে যারা আসছে, ওদের আমি কিছু বলব না। আমি চাই, ওদের সাথে তুমি আর ভাইস-প্রেসিডেন্টও ব্রিজে আসবে।'

কিছুক্ষণ দেরি হলো, তারপর আবার ইন্টারকমে ফিরে এলেন পুলিস চীফ। 'মি. ল্যাংফোর্ড রাজি আছেন। কিন্তু তাঁকে আপনি জিম্মি হিসেবে রেখে দিতে পারবেন না।'

'বেশ, রাজি আছি।'

'কথা দিচ্ছেন তো?'

'দিয়েও না রাখলে তোমাদের কিছু করার আছে? দরাদরি করবে, সে পজিশনে নেই তোমরা।'

'তা নেই। কিন্তু আমার একটা স্বপ্ন আছে, মি. চৌধুরী।'

'জানি। কিন্তু কবীর চৌধুরীকে পরাবার মত হাতকড়া চাইলেই তুমি পাচ্ছ কোথায়? কয়েক মিনিটের মধ্যে তোমাদের সাথে দেখা করব আমি। আর, হ্যাঁ, টিভি ট্রাক পাঠিয়ে দাও।'

'আবার?'

'সরকারের কীর্তিকলাপ আমেরিকানদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাই আমি,' বলে ফোন রেখে দিল কবীর চৌধুরী।

সবাইকে নিয়ে কমিউনিকেশন ওয়াগনে চলে এসেছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ড এবং অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। ধীরে ধীরে হাতের রিসিভার নামিয়ে রেখে একে একে তাদের সবার দিকে তাকালেন পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন। বললেন, 'শুনলেনই তো। মি. বেকার নেই। আসলে, কাউকে দায়ী করা যায় না। তার হার্টের অবস্থা ভাল ছিল না, কেউ জানবে কিভাবে? তবে, প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কেউ জানল না-ই বা কেন?'

এফ.বি.আই. চীফ মাথা নিচু করে থাকলেন।

মুখ খুললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, 'আমি জানতাম। আমাদের সব সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালদের মত মি. বেকারও তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে কাউকে কিছু জানতে দিতে চাইতেন না। সবাইকে গোপন করে এর আগে দু'বার একটা ক্লিনিকে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। শেষবার যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল। অথচ খবর ছড়ানো হলো, অতিরিক্ত খাটাখাটনির জন্যে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তারই চিকিৎসা চলছে। কাজেই, এ-ব্যাপারে আমাকে দায়ী করা যেতে পারে।'

সেক্রেটারি অভ স্টেট বললেন, 'আপনি দায়ী কেন হতে যাবেন, অ্যাডমিরাল! এই রকম একটা পরিস্থিতি দেখা দেবে, আগে থেকে আমরা কেউ জানতাম? ডা. ইসহাকও দায়ী নন। তিনি আমাদের জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যবান একজন প্রাপ্তবয়স্কের

জন্যে ওষুধটা সম্পূর্ণ নিরাপদ। দেশ জোড়া যাঁর খ্যাতি রয়েছে, তাঁর কথা আমরা অবিশ্বাস করতে পারি না। মি. বেকার অসুস্থ, সেটা তাঁর জানার কথা নয়। ওষুধ মেশানো খাবার একজন হার্টের রুগী খাবে, তা-ও তাঁকে জানানো হয়নি।'

জেনারেল গারল্যান্ড জানতে চাইলেন, 'এখন কি হবে?'

'পরিষ্কার আন্দাজ করা যায়,' বললেন পুলিস চীফ। 'দেশের লোকের সাথে আমাদের সাতজনের পরিচয় করিয়ে দেয়া হবে—খুনী হিসেবে।'

লোকজন আর ক্যামেরা নিয়ে ব্রিজের মাঝখানে পৌঁছে গেছে টিভি ভ্যান। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়নি এখনও। দু'জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডিনার ট্রে-র খাবার পরীক্ষা করছে। পরীক্ষা যেভাবে এগোচ্ছে তা থেকে এখুনি বলে দেয়া যায়, জীবনে এই প্রথম একটা বিষয়ে একমত হতে যাচ্ছে ওরা। নিচু গলায় ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট। বেশিরভাগ সময় পরস্পরের দিকে শুধু তাকিয়ে আছেন, কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে পুলিস চীফ ডিকসনের সাথে একা রয়েছে কবীর চৌধুরী। সে জানতে চাইল, 'আমাকে বিশ্বাস করতে বলো, তুমি বা এফ.বি.আই. চীফ এ-ব্যাপারে কিছুই জানো না?'

ক্লান্ত সুরে পুলিস প্রধান বললেন, 'বিশ্বাস করুন, কিচ্ছু জানি না। দিন কয়েক হলো শহরের আশপাশে বোটুলিনাস ছড়িয়ে পড়েছে।' রাস্তার মাঝখানে রাখা টিভি সেটটা ইঙ্গিতে দেখালেন তিনি। 'টিভি থেকেও বলা হয়েছে কথাটা।' এরপর ডিনার ওয়াগনের দিকে হাত তুললেন তিনি, ওদিকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। 'এখানে পৌঁছবার আগেই ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে, ওই বোটুলিনাস-ই দায়ী।' বোটুলিনাসকে দায়ী করার পরামর্শ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছে ডাক্তাররা। তিনি ওদেরকে আরও বলেছেন, কবীর চৌধুরীকে জানাতে হবে মাত্র বারোটা প্লেটের খাবার বিষাক্ত হয়ে গেছে, তার বেশি না।

'ওদিকের ফোনে কথা বলো। গরম আরও কিছু খাবার চাও। প্রথম তিনটে এলোপাতাড়ি বেছে প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স এবং বাদশাকে খেতে দেয়া হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?'

অ্যাম্বুলেন্সে রয়েছে ওরা। ঝুলন্ত একটা বিছানায় শুয়ে রয়েছে জুলি। একটা ক্যানভাস চেয়ারে বসে তার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। জুলির সবুজ চোখ ছলছল করছে।

'আমার ওপর এই জুলুম না করলেই কি নয়?' আবেদন ভরা চোখে তাকাল জুলি। 'চিরকাল ছটফটে আমি, ঘরে কেউ ধরে রাখতে পারত না। শেষ পর্যন্ত আমাকে কিনা তুমি নজরবন্দী করলে।'

'মুচড়ে যদি হাতটা ভেঙে দেয়, কিংবা নখের ভেতর যদি সুঁই ঢোকায়, তখন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যা জানো, গড় গড় করে সব বলে দেবে তুমি। তাই, আমাদের তিনজনের স্বার্থে, আবার তোমার অসুস্থ হয়ে পড়াই একমাত্র উপায়।'

'ভয় দেখালেই সব বলে দেব, এখন কিন্তু তা আর মনে হচ্ছে না,' ঘুম ঘুম

চোখে বলল জুলি। 'কারণ, কবীর চৌধুরীকে যতটা ভয় করি, তারচেয়ে বেশি ভয় করি তোমাকে। তোমাকে যদি ফাঁসিয়ে দিই, তুমি বোধহয় আমাকে খুনই করে ফেলবে, তাই না?'

'বোধহয়,' বলল রানা। 'যদি ইচ্ছে করে ফাঁসিয়ে দাও।'

শিউরে উঠল জুলি। 'যীশু, এই লোকের প্রেমে যদি পড়েও থাকি, এখন আমাকে এমন শক্তি দাও যেন ওকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে পারি।' শেষের দিকে জড়িয়ে এল কথাগুলো।

ফস্ করে দিয়াশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল ডাক্তার। 'একবার প্রেমে পড়ার শক্তি চায়, একবার ঘৃণা করার শক্তি চায়, মেয়েদের নিয়ে যীশুর হয়েছে এই এক জ্বালা।' রানার দিকে তাকাল সে। 'দেরি করছেন কেন? আরেকটু পর ওকে পাবেন?'

'কবীর চৌধুরী কি বলল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ বুজল জুলি। 'ওই একই কেবল্-এ। বে-সাইড।'

'জিজ্ঞেস করায় কিছু সন্দেহ করেনি তো?'

কিন্তু জুলির আর সাড়া পাওয়া গেল না। এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল ডাক্তার। 'ও এখন ঘুমাবে।'

'কতক্ষণ?'

'দু'ঘণ্টা।'

'কলম?'

ক্লিপ বোর্ড থেকে কলমগুলো নামাল ডাক্তার। 'কি করতে চাইছেন ঠিক জানেন তো?'

'আশা করি।' এক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আমাকে জেরার মুখে পড়তে হবে।'

'জানি। আপনার টর্চ দরকার?'

'পরে।'

তিন

দুই বিশেষজ্ঞের মধ্যে হিউম সিনিয়র, কবীর চৌধুরীর সাথে সে-ই কথা বলল, 'মোট বারোটা ইনফেকটেড ফুড-ট্রে পেলাম আমরা।'

রস পেরটের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী, তারপর আবার ফিরল হিউমের দিকে। 'এই-ই সব? বারোটা? সতেরোটা নয়?'

মাথায় হিপ্পিদের মত কাঁধ সমান লম্বা চুল হিউমের, সোনালি। গোঁফ আর দাড়ি আলাদা করে চেনার উপায় নেই। চেহারাটা তীক্ষ্ণ, আরও ধারাল তার চোখের দৃষ্টি। এমন ভাবে তাকাল, যেন কবীর চৌধুরীকে ভস্ম করে দিতে চায়। কিন্তু গলার সুরটা শান্ত। বলল, 'বারোটা। নষ্ট মাংস। এক ধরনের বোটুলিনাসই দায়ী।

মুখে দিয়ে পরীক্ষা করারও দরকার নেই, গন্ধই পাবেন। অন্তত আমি পেয়েছি। দুঃখের বিষয়, মি. বেকার পাননি।'

'মারাত্মক?'

মাথা নাড়ল হিউম। 'এই পর্যায়ে তা নয়। মি. বেকার ফুড পয়জনিঙে মারা যাননি। মানে, সরাসরি ফুড পয়জনিঙে মারা যাননি। তবে তাঁর দুর্বল হার্টের অবস্থা আরও খারাপ করে তুলতে এই বিষাক্ত খাবার সাহায্য করেছে, তা বলা যায়।'

'সুস্থ, স্বাস্থ্যবান একজন লোক যদি এই খাবার খায়, কি হবে তার?'

'অচল হয়ে পড়বে। প্রচণ্ড বমি করবে। পেটে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকবে। জ্ঞান থাকবে না, কিংবা থাকলেও নড়াচড়ার শক্তি পাবে না।'

'অর্থাৎ তাকে গোণার মধ্যে ধরার দরকার হবে না? তখন আর কারও জন্যে হুমকি নয় সে?'

'আপনি যে লাইনে চিন্তা করছেন, আমি সে-লাইনে চিন্তা করছি না,' বলল হিউম। 'এইটুকু বলতে পারি, প্রায় জড় পদার্থে পরিণত হবে সে। তার মাথাও বিশেষ কাজ করবে না।'

'আমি আর আমার লোকজন যদি ওই খাবার খেতাম, কিছু লোক কি খুশিই না হত!' পেরটের দিকে আবার তাকাল কবীর চৌধুরী। 'তুমি কি ভাবছ?'

'আপনি যা জানতে চান, আমিও তাই জানতে চাই,' বলে হিউমের দিকে তাকাল পেরট। 'বোটুলিনাস-ফোটুলিনাস যাই হোক, ওটা কি খাবারের সাথে ইচ্ছে করে কেউ মিশিয়ে দিতে পারে?'

'সে কি! তা কেন কেউ দিতে যাবে!'

'আপনার চেহারাটাই নিখুঁত একটা বিস্ময় চিহ্ন,' কঠিন সুরে বলল কবীর চৌধুরী। 'ভাষায় সেটা আমদানী না করলেও চলবে। উত্তর দিন।'

'এই লাইনের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, একজন গবেষক বা একজন চালু ল্যাবরেটরি সহকারী প্রয়োজনীয় টক্সিন তৈরি করতে পারবে।'

'কিন্তু তাকে হয় ডাক্তার বা মেডিকেল প্রফেশনের সাথে জড়িত একজন হতে হবে? এবং ল্যাবরেটরির সুবিধেও থাকতে হবে তার?'

'হ্যাঁ।'

ডিনার ওয়াগনের অ্যাটেনড্যান্টকে কবীর চৌধুরী বলল, 'বোনি, কাউন্টারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো, জলদি।'

কাউন্টারের ওদিক থেকে এদিকে এসে কবীর চৌধুরীর সামনে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল বোনি।

'অত গরম তো নয়, বোনি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'এখানে বরং ঠাণ্ডাই লাগছে। তাহলে তুমি ঘামছ কেন?'

'ঘামছি···' ঢোক গিলল বোনি। '···কই ঘামছি!' নিজের কপালে হাত দিল সে। হাতটা নামিয়ে চোখের সামনে ধরল। ভিজে গেছে। 'হ্যাঁ। তাহলে বোধহয় এইসব অস্ত্র দেখে। ভায়োলেন্স আমি পছন্দ করি না।'

'কেউ তোমাকে ফুলের একটা টোকাও দেয়নি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'বা কেউ তোমার দিকে একটা আঙুলও তাক করেনি। যদিও, বলা যায় না, আমিই

হয়তো অর্ডার দেব, বোনিকে মেরে তক্তা বানানো হোক। তারপর আমি হয়তো বলব, তক্তাটাকে গুলি করে ফুটো করা হোক। হয়তো সবশেষে আমি চাইব, ফুটো তক্তাটা ব্রিজ থেকে নিচে ফেলে দেয়া হোক।' এক সেকেন্ড থেমে বোনির দিকে কটমট করে তাকাল সে। 'বোনি, শালার ব্যাটা, আমার ধারণা অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিস তুই। খাবারে বিষ মেশানোয় তোর হাত আছে। এনার্জি সেক্রেটারি মারা যাওয়ায় তোর বিবেক তোকে দায়ী করছে। আর সেজন্যেই এমন দরদর করে ঘামছিস তুই।'

বোনি ভাইস-প্রেডিডেন্ট এবং অন্যান্যদের দিকে তাকাল। যেন কেঁদে ফেলার অনুমতি চাইছে সে।

'আমার দিকে!' কড়া ধমক দিল কবীর চৌধুরী।

চমকে উঠে কবীর চৌধুরীর দিকে ফিরল বোনি। চোখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকাল। সে-দুটো থরথর করে কাঁপছে। আবার একটা ঢোক গিলে বলল সে, 'এসব সত্যি নয়, স্যার।'

'তোমার পা। কাঁপছে কেন?'

বোনি তাড়াতাড়ি বলল, 'এ নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার। ভয় পেলে এরকম হয় আমার।'

'বুঝতে পারছি, ভাল অভিনেতা বলেই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে ওরা। ধরা যখন পড়েই গেছ, তোমার ফার্স্ট ক্লাস অভিনয় এখন আর কোন কাজে আসছে না! বিষ মেশানো খাবারের প্লেট যাতে চেনা যায়, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করেছ তোমরা। সেটা কি বোনি?'

'মি. চৌধুরী,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপনি অযথা লোকটার ওপর অত্যাচার করছেন। সামান্য একজন ভ্যান ড্রাইভার ও।'

ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাবার গরজটাও দেখাল না কবীর চৌধুরী। তার কঠিন দৃষ্টি এখনও বিদ্ধ করছে বোনিকে। 'বিষ মেশানো খাবার কিভাবে চেনা যেত?'

'জানি না! আমি জানি না! আপনার কথাই আমি বুঝতে পারছি না…'

নিজের লোক টেরি আর হুয়ানের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী।

'ওকে নদীতে ফেলে দাও,' শান্ত, আলাপের সুরে বলল সে।

আহত পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল বোনির গলা থেকে। টেরি আর হুয়ান দু'দিক থেকে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

ধস্তাধস্তি করল না বোনি, কিন্তু চিৎকার জুড়ে দিল, 'আমি খুন হব না! আমি খুন হতে চাই না! আমার কোন দোষ নেই! আমি…'

'এবার তুমি বলবে, বউ আর তিনটে বাচ্চা আছে তোমার!'

'এ-ও মিথ্যে কথা,' চিৎকার করল বোনি। 'দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, এই সংসারে আমি একা। এখনও সময় আছে, একজন নিঃসঙ্গ লোককে…'

টেরি আর হুয়ানের দিকে এগোলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পুলিস চীফ। কিন্তু পেরটকে মেশিন-পিস্তল তুলতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা।

'প্লেটগুলো যদি চেনার কোন ব্যবস্থা থাকে,' কবীর চৌধুরীকে বলল পেরট,

'তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। আপনি হলে কি সেই তথ্য বোনির মত একজন নগণ্য, হাফ-পাগলকে জানাবার ঝুঁকি নিতেন, চীফ?'

'মাথা খারাপ! আর তাহলে ভয় দেখাবার দরকার নেই, বলছ?'

'যা ভয় পেয়েছে, সব বলবে এবার—যদি কিছু জানে।' গলা চড়াল পেরট। 'ওকে ফিরিয়ে আনো।'

আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ছেড়ে দেয়া হলো বোনিকে। ছেড়ে দিতেই হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। চেষ্টা করে দাঁড়াল, কিন্তু পড়ে গেল আবার। বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার যখন তাকাল, দেখল বোনি দাঁড়িয়েছে বটে, কিন্তু ঠকঠক করে কাঁপছে। তার গলাও কাঁপতে লাগল, 'আমি যদি মিথ্যে কথা বলি, আমার ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

'এই না বললে তোমার কেউ নেই?' কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল পেরট।

'ও আমার পালক-পুত্র। খাবারে বিষ মেশানো সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না।'

'যা জানো তাই বলো।'

'কোথাও যে কিছু একটা ঘাপলা আছে,' বলল বোনি, 'ভ্যানে প্লেট তোলার আগেই সেটা আমি ধারণা করেছিলাম।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। সবাই সতর্ক।

'কোথায়, বোনি? হাসপাতালে?' জানতে চাইল পেরট।

'হাসপাতালে? হাসপাতালের সাথে আমার কি সম্পর্ক? আমি জনসঙ্গ-এ চাকরি করি।'

'চিনি। জনসঙ্গ বিখ্যাত ক্যাটারার, যে-কোন খাবারের অর্ডার নেয়। তারপর?'

'আমাকে বলা হলো, ওখানে পৌঁছলেই খাবার রেডি পাবে। সাধারণত পাঁচ মিনিট লাগে লোড করতে, সাথে সাথে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমি। কিন্তু আজ ওখানে পৌঁছবার পরও পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো আমাকে।'

'জনসঙ্গে যখন অপেক্ষা করছিলে, হাসপাতালের কোন লোককে ওখানে দেখেছ তুমি?'

'কাউকে না, স্যার।'

'আপাতত তোমাকে আমরা গোল্ডেন গেটে ফেলছি না,' বোনিকে বলল কবীর চৌধুরী। 'তবে বারোটা প্লেট থেকে তুমি যদি কিছু খেতে চাও, আমরা তোমাকে বাধা দেব না।' এবার অন্য একজনের ওপর রক্তচক্ষু হানল সে। 'ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স! আপনি আর সেই পুঁচকে মেয়েটা···কি যেন নাম? জুলি! আপনারা দু'জন বাকি রইলেন। সন্দেহ-টন্দেহ নয়, আমি জানি! খাবারের বিষ মেশানোর সাথে আপনারা জড়িত।'

'জানেন, মি. চৌধুরী? সত্যি জানেন?' ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স তীব্র ব্যঙ্গের সাথে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে এখনও আমাদেরকে গোল্ডেন গেটে ফেলে দেননি কেন?'

'দেইনি, দেব,' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কবীর চৌধুরী। তারপর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কোথায় সে? আমার সামনে হাজির করো তাকে!'

'কার কথা বলছেন, মি. চৌধুরী?' জানতে চাইল ডাক্তার অ্যাম্বুলেন্স।

'জুলি।'

'তাকে বিরক্ত করা চলবে না,' দৃঢ় স্বরে জানিয়ে দিল ডাক্তার।

কঠিন সুরে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী, 'এখানে কার কর্তৃত্ব চলছে?'

'যেখানে আমার রোগীর স্বার্থ জড়িত, সেখানে আমার কর্তৃত্বই চলবে। তাকে যদি এখানে আনতে চান, কোলে বা কাঁধে করে তুলে আনতে হবে। কড়া ওষুধ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে তাকে। আপনার সময় কোথায় যে এসব খবর রাখবেন। জুলি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দয়া করে বিশ্বাস করুন।'

'না। টেরি, যাও দেখে এসো। কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে, জানোই তো। তলপেটে আঙুলের খোঁচা দিলেই…'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল টেরি। 'ঘুমটা জেনুইন, স্যার।'

'আমার বিশ্বাস, জুলিকে জেরার মুখে পড়তে দিতে চাননি আপনি, তাই ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন।' অভিযোগ করল কবীর চৌধুরী।

'আপনি আর যাই হোন, ভাল সাইকোলজিস্ট নন, মি. চৌধুরী। আপনিও জানেন, সাহস বলতে কিছু নেই মেয়েটার। একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে কে তাকে বিশ্বাস করবে?' কবীর চৌধুরী ডাক্তারের এই প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। 'আরও একটা ব্যাপার হলো, আমরা জানি, মেয়েদের ওপর আপনি বরাবরই সদয়, তাদের ওপর অত্যাচার চালানো আপনার স্বভাব নয়।'

'সে খবর আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

'পুলিস চীফ মি. ডিকসন বলেছেন আমাকে।'

পুলিস চীফের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'ডিকসন, বলেছ?'

'কেন, বলাটা কি অন্যায় হয়ে গেছে, মি. চৌধুরী?'

'একমাত্র আপনিই বাকি থাকলেন, ডাক্তার অ্যাম্বু।'

এনার্জি সেক্রেটারির লাশের দিকে ইঙ্গিত করল ডাক্তার। স্ট্রেচারে চাদর ঢাকা দেয়া রয়েছে। 'ভদ্রলোক মারা গেছেন। কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমার কাজ লোককে বাঁচানো। তাছাড়া, খাবার নিয়ে ওয়াগন যখন এল, আমি তখন অ্যাম্বুলেন্সে। খাবার যখন পরিবেশন হলো, তখনও আমি অ্যাম্বুলেন্সে। একই সময়ে অ্যাম্বুলেন্সে থাকব, আবার ডিনার ওয়াগনে এসে বিষ মেশানো ট্রে আইডেনটিফাই করব, তা সম্ভব নয়।'

কবীর চৌধুরী ডাকল, 'টেরি?'

'ডাক্তার ঠিকই বলেছেন, স্যার,' বলল টেরি। 'উনি অ্যাম্বুলেন্সেই ছিলেন।'

'কিন্তু,' ডাক্তারকে বলল কবীর চৌধুরী, 'ব্রিজে ফিরে আসার পর আর ডিনার ওয়াগন পৌঁছুবার আগে এর-তার সাথে কথা হয়েছে আপনার।'

টেরি বলল, 'তা হয়েছে, স্যার। বেশ কয়েকজনের সাথে আলাপ করেছেন উনি। মিস জুলিও।'

'জুলিকে বাদ দাও। ডাক্তার অ্যাম্বু সবচেয়ে বেশিক্ষণ কার সাথে কথা বলেছেন?'

টেরির স্মরণ শক্তি দারুণ। 'তিনবার অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছেন উনি, স্যার। দু'বার মিস জুলির সাথে…'

'তাকে বাদ দিতে বললাম না! তার সাথে কথা বলার আরও অনেক সুযোগ পেয়েছে ডাক্তার—হাসপাতালে যাওয়া-আসার সময় অ্যাম্বুলেন্সে। আর কার সাথে?'

'রিপোর্টার প্রদ্যুৎ মিত্রর সাথে। অনেকক্ষণ।'

'কিছু শুনতে পেয়েছ?'

'না। ত্রিশ গজ দূরে ছিলেন ওঁরা, বাতাস বইছিল উল্টোদিকে।'

'কিছু হাত বদল হতে দেখেছ?'

'না।' নিঃসংশয়ে বলল টেরি।

ডাক্তারের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'গুপ্তচরের সাথে এত কি কথা হলো আপনার?'

'গুপ্তচর?'

'প্রদ্যুৎ মিত্র।'

'শুনে লাভ নেই আপনার,' বলল ডাক্তার। 'ডাক্তারি শাস্ত্র—জানি, আপনার প্রিয় সাবজেক্ট নয় ওটা।'

রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'ডাক্তার আপনাকে ডাক্তারি শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান দান করল, আর আপনি?'

'আমি রাজা-উজির মেরে গায়ের ঝাল মিটিয়েছি,' বলল রানা। 'আর কথা বলেছি শুধু ডাক্তারের সাথে নয়, কম করে আরও ত্রিশ জনের সাথে। বেশির ভাগই আপনার লোক তারা। শুধু ডাক্তারের সাথে কথা বলার ঘটনাটাকে বিশেষ একটা কেস হিসেবে দেখছেন কেন?'

'বরাবর ঠাণ্ডা দেখছি আপনাকে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ব্যাপারটা কি?'

'বিবেকের দংশন নেই। মনটা সাদা। আপনিও এ জিনিসটা চর্চা করতে পারেন।'

'আর, স্যার,' টেরি বলল, 'মি. প্রদ্যুৎ জেনারেল পীলের সাথেও অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছেন।'

'আচ্ছা! আপনিও কি রাজা-উজির মেরেছেন, জেনারেল?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী।

'না। এই ব্রিজের আবর্জনা পরিষ্কারের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছি আমরা।'

'আপনার পক্ষেই তা সম্ভব। তা, ওটা কি সফল আলোচনা ছিল?'

জেনারেলের চোখে হিম-শীতল দৃষ্টি। তিনি উত্তর দিলেন না।

পেরটের দিকে চিন্তিত চেহারা নিয়ে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মাঝখানে কেউ অনুপ্রবেশ করেছে।'

কুমড়ো আকৃতির চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল পেরট। তার মায়া ভরা চোখে ভয়ও নেই, উদ্বেগও নেই। বোকা বোকা দেখাল তাকে। 'আমাকে শুধু চিনিয়ে দিন, বস্। দু'হাতের মাঝখানে নিয়ে মাথাটা তার আমি ছাতু বানিয়ে দিই।'

'ডাক্তারকে বাদ দেয়া যায়,' বলে চলল কবীর চৌধুরী। 'তার কাগজ-পত্র আগেই আমি চেক করেছি। তাছাড়া, আমার মনে হচ্ছে, ট্রেনিং পাওয়া ঝানু একজন এজেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে এই ব্রিজে। এদিক থেকে বিচার করলেও ডাক্তার বাদ

পড়ে। সে এখানে এসে পড়েছে ঘটনাচক্রে। তোমার কিছু মনে হচ্ছে না?'

'হচ্ছে, চীফ। কেউ আছে।'

'কে?'

ইতস্তত না করেই পেরট বলল, 'প্রদ্যুৎ মিত্র, চীফ।'

হাতছানি দিয়ে বেডলারকে কাছে ডাকল কবীর চৌধুরী। তাকে বলল, 'মি. প্রদ্যুৎ মিত্র বলেছেন, তিনি নাকি লন্ডনের দ্য নিউজের রিপোর্টার। ব্যাপারটা চেক করতে কতক্ষণ সময় লাগবে তোমার?'

'প্রেসিডেন্টের টেলি-কমিউনিকেশন ব্যবহার করতে পারব তো?'

'ওসব তো এখন আমাদের।'

'কয়েক মিনিট।'

বাছাধন, যাবে কোথায়—এই রকম একটা ভাব নিয়ে রানার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। ফাটল ধরল রানার চেহারায়, হাসছে। 'আমার বিরক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু হচ্ছি না। এত থাকতে আমাকেই সন্দেহ হলো আপনার? কেন ভাবছেন আমরা রিপোর্টাররা কেউ টিকটিকি? আপনার লোকদের কেউ একজন হতে পারে না?'

'পারে না। কারণ ওদেরকে আমি নিজে বাছাই করেছি।'

'নেপোলিয়নও তাঁর মার্শালদের নিজে বাছাই করেছিলেন। শেষ দিকে তাদের মধ্যে ক'জন তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল, স্মরণ করুন। আপনার এই লোকজন, এরা কারা? এদের একজনের সততাও কি প্রশ্নের উর্ধ্বে? খুন, গুণ্ডামি, রাহাজানি, ছিনতাই, জালিয়াতি যাদের পেশা—,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, '—আমি বুঝতে অক্ষম, এদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়।'

'লেকচার থামান,' বিদ্রূপ করল পেরট। কবীর চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, তাকাল পশ্চিম দিকে। 'হাতে সময় কম, চীফ।'

'তাই তো!' একটু অস্থির হলো কবীর চৌধুরী। কালো, ঘন, অশুভ চেহারার বিশাল মেঘ প্রশান্ত মহাসাগরের দিক থেকে উঠে আসছে, যদিও এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছে। 'প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স, বাদশা এখানে বসে ঝমঝম বৃষ্টিতে ভিজছেন : দর্শকরা ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখবে না। লোক লাগাও, পেরট। ক্যামেরা পজিশন নিক। চেয়ারগুলো সাজানো হোক।' লোকজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল পেরট। তারপর তাকে নিয়ে রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চলে এল কবীর চৌধুরী। পেরটকে জিজ্ঞেস করল, 'মি. চর আমাকে বললেন, তুমি নাকি তাঁর ক্যামেরা সার্চ করেছ?'

'হ্যাঁ। তবে খুলে আলাদা করে দেখিনি।'

'হয়তো দেখাই উচিত।'

'কিন্তু দেখতে না চাইলেই ভাল করবেন!' এই প্রথম নিজের চেহারায় ক্রোধ ফুটে উঠতে দিল রানা। 'আপনি জানেন কি, এধরনের একটা ক্যামেরা শুধু জোড়া লাগানো শিখতে একজন মানুষের পাঁচ বছরের ট্রেনিং দরকার হয়? এটাকে নষ্ট না করে বরং নিজের কাছে রেখে দিন, আমি না করব না।'

'রাফ দিচ্ছে, ওর কথায় কান দিয়ো না,' বলল কবীর চৌধুরী।

'আপনার ক্যামেরা নষ্ট হবে না,' রানাকে বলল পেরট। 'মেকানিক্যাল জিনিয়াস বেডলার রয়েছে আমাদের সাথে।' কবীর চৌধুরীকে বলল, 'আমি ওঁর ক্যারি-অল, সীটের পিঠ আর তলা এবং র‍্যাকও সার্চ করেছি। পরিষ্কার।'

'ওকে সার্চ করো।'

'আমাকে সার্চ করবে?' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'একবার তো করা হয়েছে।'

'তখন শুধু দেখা হয়েছে অস্ত্র আছে কিনা।'

যেভাবে সার্চ করল, রানার সাথে সরষের দানা থাকলেও পেয়ে যেত পেরট। চাবি, খুচরো পয়সা আর ভদ্র চেহারার খুঁদে একটা ছুরি ছাড়া যা পেল সে, সবই কাগজ।

'সাধারণত যা থাকে। ড্রাইভিং লাইসেন্স, ক্রেডিট কার্ড, প্রেস কার্ড...'

'প্রেস কার্ড?' জিজ্ঞেস করল কবীর চৌধুরী, 'দেখো তো, লন্ডনের দ্য নিউজের কথা লেখা আছে কিনা।'

'এটা দেখুন,' কবীর চৌধুরীর হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিল পেরট। 'অভিজাত ছাপা, দামী জিনিস—নকল বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ওকে এজেন্ট বলে সন্দেহ করছি আমরা, তা যদি হয় ও, সবচেয়ে দক্ষ লোককে দিয়ে কাগজপত্র জাল করিয়েছে।' কার্ডটা দেখে পেরটকে ফিরিয়ে দিল কবীর চৌধুরী, কপালে সূক্ষ্ম কয়েকটা রেখা ফুটল। 'আর কিছু?'

'হ্যাঁ।' লম্বা একটা এনভেলাপ খুলল পেরট। 'এয়ারলাইন টিকেট। হঙকঙ, ফ্লাইট।'

'নিশ্চয়ই কালকের তারিখে নয়?'

'কালকের। আপনি জানলেন কিভাবে?'

'স্পাই নিজেই বলেছেন আমাকে। কি মনে হচ্ছে তোমার, পেরট?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল পেরট। রানার ফেল্ট কলম দুটো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে। একবার, এক সেকেন্ডের জন্যে, সে আর কবীর চৌধুরী মৃত্যুর মাত্র এক চুল দূরে চলে এল। কিন্তু পেরট অন্যমনস্ক, কলম দুটোর ক্লিপ আবার লাগিয়ে পাসপোর্ট খুলল সে। রানার মুখের কথা আর পাসপোর্টের লেখায় কোন অমিল খুঁজে পাবে না ওরা। ধীরেসুস্থে কয়েকটা পাতা ওল্টাল পেরট। 'চড়ুই পাখি, চীফ। কোথাও স্থির হয়ে বসতে জানেন না। গত দু'বছরে দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে যাননি।'

'কোত্থেকে ইস্যু করা হয়েছে পাসপোর্ট?'

'ইন্ডিয়া,' বলল পেরট। 'এসব থেকে কি বুঝব, চীফ?'

'কথার সাথে পাসপোর্টের তথ্য মিলে যাচ্ছে, এইটুকু বুঝতে পারছি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'উনি যদি এজেন্ট হন, আমি বলব কাভারের জন্যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আয়োজন করা হয়েছে। এত কিছুর দরকার ছিল না। একজন এজেন্টকে এখানে সেখানে যেতে হয় বটে, কিন্তু দু'বছর ধরে দুনিয়া চষে বেড়াতে হয় না। একজন রিপোর্টারকে হয়।'

ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বেডলারকে। একটু অবাক চোখে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'এত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল?'

'লন্ডনের সাথে প্রেসিডেন্টের একটা হটলাইন রয়েছে। উনি যা বলছেন উনি তাই, স্যার। লন্ডনের দ্য নিউজ পত্রিকার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার।'

বেডলারকে রানা বলল, 'মি. চৌধুরী আমার ক্যামেরা ভাঙতে চান। ওটার ভেতর একটা টাইম বোমা আর একটা রেডিও আছে। দেখো, বিস্ফোরণে মারা যেয়ো না। ক্যামেরা খুলতে চাও খোলো, কিন্তু আবার ওটাকে জোড়া লাগিয়ে দিতে হবে।'

কবীর চৌধুরীর মাথা ঝাঁকানোটা লক্ষ্য করল বেডলার, ফিক করে হাসল, তারপর ক্যামেরা নিয়ে চলে গেল। রানা জানতে চাইল, 'এখানেই নিশ্চয় শেষ নয়? এবার বোধহয় আমার জুতোর শুকতলা দেখতে চাইবেন? কিংবা নকল খুলি আছে কিনা পরীক্ষা করবেন?'

কিন্তু কবীর চৌধুরী হাসল না। 'এখনও আমি সন্তুষ্ট নই। ডা. হিউম যে পয়জনারদের সাথে হাত মেলায়নি, বুঝব কিভাবে? কিভাবে বুঝব, তাকে বারোটার বেশি প্লেটে বিষ পেতে নিষেধ করা হয়নি? বিষ থাকার কথা সতেরোটা প্লেটে। সেগুলো চিনতে পারারও একটা ব্যবস্থা থাকার কথা···চিনতে পারবে এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে এই ব্রিজে। মি. দূত, আমি চাই, ডা. হিউম যে প্লেটগুলোকে নিরাপদ বলছেন সেগুলোর একটা থেকে আপনাকে খেতে হবে।'

'ডা. হিউমের ভুলও হতে পারে, তার ভুলের জন্যে আমাকে প্রাণ হারাতে বলেন আপনি? চাইতে পারেন, কিন্তু আমি খাচ্ছি না। আপনার সাথে আমার কোন ঝগড়া নেই, আমাকে আপনি কিডন্যাপও করেননি। তাছাড়া, আমাকে হিউম্যান গিনিপিগ বলে ধরে নেয়া আপনার উচিত নয়।'

'সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট খাবেন,' বলল কবীর চৌধুরী, 'প্রিন্স খাবেন, বাদশা খাবেন।' হাসল, যেন অপার আনন্দে আত্মহারা। 'রয়্যাল গিনিপিগ। সন্দেহ কি, ঘটনাটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে। তাঁরা বাধা দিলে, জোর করে গেলানো হবে।'

রানা বলতে যাচ্ছিল, ওকেও তো জোর করে খাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু সময়মত সামলে নিল নিজেকে। বিষাক্ত খাবার কিভাবে চিনতে হবে, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীদের সেকথা জানাবার সুযোগ এখনও পাননি জেনারেল পীল। ডাক্তার অ্যাম্বু ছাড়া; রহস্যটা একমাত্র ও-ই জানাতে পারে। 'ভগবানই জানেন, ঠিক কি চাইছেন আপনি,' বলল ও। 'তবে, ডা. হিউমকে আমি বিশ্বাস করি। তিনি বলেছেন, বারোটা বাদে বাকি সব খাবার নিরাপদ। ঠিক আছে, গিনিপিগ হিসেবে আমাকেই আপনি ব্যবহার করুন।'

রানার দিকে একটু ঝুঁকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'হঠাৎ মন বদলাবার কারণ?'

হাত আর মাথা নেড়ে ক্লান্ত একটা ভঙ্গি করল রানা। 'আপনার সন্দেহ প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, মি. চৌধুরী। আপনার ডান হাত পেরটের দিকে তাকান, চেহারা দেখেই বুঝতে পারবেন, আমার কথা সমর্থন করছে সে। আপনার এই সন্দেহ, বুঝছেন না কেন, মস্ত দুর্বলতার লক্ষণ। আপনি অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।'

'আমার মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণের জন্যে এই মুহূর্তে কম করেও একশো কোটি লোক মাথা ঘামাচ্ছে,' বলল কবীর চৌধুরী। 'আপনার না ঘামালেও চলবে। আমি জানতে চেয়েছি, সিদ্ধান্ত পাল্টালেন কেন?'

'কারণ, ডা. হিউম যদি ভুল করে থাকেন, প্রেসিডেন্ট আর তাঁর মেহমানরা অসুস্থ হয়ে পড়বেন। মারাও যেতে পারেন। আমি কেউ নই, নগণ্য—মারা গেলে কিছু আসে যায় না।'

আত্মবিশ্বাসী হাসি দেখা গেল কবীর চৌধুরীর মুখে। বোনিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওহে, পালক ছেলের বাপ, কাউন্টারে দশটা নিরাপদ প্লেট রাখো।' নির্দেশ পালন করল বোনি। 'এবার মি. এজেন্ট, কোন্ প্লেটের খাবার মুখে দিতে চাইছেন আপনি?'

'আবার ভুল করলেন আপনি,' বলল রানা। 'এখনও আপনার সন্দেহ, বিষ মেশানো খাবারের প্লেট আমি হয়তো চিনতে পারব। এক কাজ করুন, কোন্‌টা থেকে খাব আপনিই বলে দিন।'

খুশি হলো কবীর চৌধুরী। আঙুল তুলে একটা প্লেট দেখাল সে।

এগোল রানা। কবীর চৌধুরীর বেছে দেয়া প্লেট তুলে নিল হাতে। ঢাকনি সরিয়ে নাকের কাছে তুলল সেটা, খাবারের ঘ্রাণ নিল। প্লেটের তলায় ওর আঙুলগুলো কিলবিল করছে। প্লাস্টিক পায়ার তলায় সূক্ষ্ম কোন খাঁজ থাকলে তার স্পর্শ পেত ও। এই প্লেটের খাবারে ওষুধ মেশানো হয়নি। একটা চামচ তুলে নিল ও। জ্বাল দিয়ে লালচে করে তোলা কটেজ পাই-এর মত দেখতে খাবারটা। এক চামচ মুখে দিল ও। মাংসের টুকরোটা প্রথমে ভয়ে ভয়ে, আস্তে আস্তে চিবাতে শুরু করল। মুহূর্তের জন্যে গম্ভীর হলো, মুখ নাড়া বন্ধ করল, তারপর তিক্ত একটু হেসে আবার চিবাতে শুরু করল। মস্ত একটা ঢোক গিলে আরেক চামচ খাবার ভরল মুখে। পনেরো সেকেন্ড পর ট্রের ওপর সশব্দে ফেলে দিল হাতের চামচ।

'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'যদি রেস্তোরাঁয় থাকতাম, কিচেনে ফেরত পাঠাতাম প্লেটটা,' বলল রানা। 'না। শেফ-কে ডেকে তার মাথায় ঢালতাম এই খাবার। ছি, এটা কি একটা মুখে দেয়ার জিনিস!'

'বিষাক্ত, বলতে চাইছেন?'

'না। রান্নাটা বাজে।'

'আরেকটা প্লেট থেকে টেস্ট করতে আপনার হয়তো আপত্তি নেই?'

'আছে। আপনি বলেছেন, মাত্র একটা প্লেট থেকে খেতে হবে।'

গলার সুর আরও নরম করল কবীর চৌধুরী, 'আরে, খান। আপনার তো খিদেও পেয়েছে। নিন, নিন—হাত চালান।'

থমথমে হয়ে উঠল রানার চেহারা, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল আরেকটা প্লেট। ভাগ্যক্রমে, বিষ মেশানো নয়। আগের মতই চামচ দিয়ে মাংসের টুকরো চিবাল ও। বিপদ কেটে গেছে মনে করে খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছে, এই সময় ওর হাতে আরেকটা প্লেট ধরিয়ে দিল কবীর চৌধুরী।

'নিন,' যেন কুটুমকে খাতির করে খাওয়াতে চাইছে কবীর চৌধুরী, 'এটা

থেকেও একটু চাখুন।'

প্লেটের পায়ার তলায় আঙুল ছোঁয়াতেই খাঁজ অনুভব করল রানা। এটা বিষ মেশানো খাবার।

চামচ দিয়ে খানিকটা খাবার মুখের কাছে তুলল রানা, হাঁ করল, তারপর কি মনে করে বন্ধ করল মুখ। চামচটা নাকের কাছে তুলে শুঁকল ও। সন্দেহের ছাপ ফুটল চেহারায়। তারপর চামচটা মুখের সামনে তুলে মাংসের টুকরোয় জিভ ঠেকাল শুধু, মুখে ভরল না। 'বিষাক্ত কিনা জানি না, তবে প্রথম দুটোর চেয়েও বাজে এটা। পচে গেছে নাকি? এমন বিচ্ছিরি কেন গন্ধটা?' প্লেটটা ডা. হিউমের নাকের সামনে ধরল ও।

রানার হাত থেকে প্লেট নিয়ে গন্ধ শুঁকল ডা. হিউম। তারপর নিঃশব্দে তার বিশেষজ্ঞ বন্ধুর হাতে ধরিয়ে দিল সেটা।

'চুপ করে থাকবেন না!' হুমকির সুরে বলল কবীর চৌধুরী।

খানিক ইতস্তত করে ডা. হিউম বলল, 'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। ভাইরাসের পরিমাণ সামান্য, তাই হয়তো পরীক্ষার সময় ধরা পড়েনি। ঠিক জানতে হলে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে টেস্ট করাতে হবে।' চিন্তিতভাবে রানার দিকে তাকাল সে। 'আপনি ধূমপান করেন?'

'বছরে দু'একটা—শখ করে।'

'ড্রিঙ্ক করেন?'

'না খেলে যদি প্রাণ হারাবার ঝুঁকি দেখা দেয়, তখন খেতেই হয়। তা না হলে সাধারণত খাই না।'

'ব্যাপারটা তাহলে খোলাসা হলো,' বলল ডা. হিউম। 'ননস্মোকার আর নন-ড্রিঙ্কারদের নাক আর জিভ সাংঘাতিক, স্বাদ-গন্ধ ধূমপায়ীদের চেয়ে একশো গুণ বেশি পায় ওরা। মি. প্রদ্যুৎ তাদেরই একজন।'

কারও সাথে পরামর্শ না করে এক এক করে আরও ছয়টা প্লেট পরীক্ষা করল রানা। সবগুলো ঠেলে সরিয়ে দিল ও। ফিরল কবীর চৌধুরীর দিকে। 'আমার মতামতের কোন মূল্য আছে?'

'নেই। তবু শুনতে চাই।'

'সবগুলো নয়, বেশির ভাগ প্লেটই বাজে।'

'বাজে মানে?'

'বাজে মানে পয়জনাস। কোনটা বেশি, কোনটা কম। যেগুলোকে ভাল মনে হচ্ছে সেগুলোও হয়তো ভাল নয়। টেস্ট করলে হয়তো দেখা যাবে সবগুলো প্লেটেই বিষাক্ত খাবার রয়েছে। আমার তাই ধারণা। সবগুলোয় বোটুলিনাস ভাইরাস আছে।'

ডা. হিউমের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'সম্ভব?'

অস্বস্তি বোধ করছে ডা. হিউম। 'এরকম ঘটে। বোটুলিনাস সবখানে সমান হারে জমাট বাঁধে না। এতে কে কতটুকু আক্রান্ত হবে তাও বলা কঠিন। গত বছরই তো নিউ ইংল্যান্ডে একটা ঘটনা ঘটেছে। পিকনিকে গিয়েছিল পরিবারটা। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে দশজন। ওদের খাবারেও বোটুলিনাস জমাট বাঁধে। পাঁচজন মারা

গেল, সামান্য অসুস্থ হলো দু'জন, তিনজন আক্রান্তই হলো না। অথচ স্যান্ডউইচগুলোয় একই মাংসের পেস্ট ভরা ছিল।'

পেরটকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল কবীর চৌধুরী।

'এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমাদেরকে ওরা দুর্বল ভাববে, চীফ।'

'তা ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটার মীমাংসা হলো না।'

'এটা বোধহয় ষড়যন্ত্র নয়, চীফ,' বলল পেরট। 'মি. প্রদ্যুৎ বিশটা প্লেট বিষাক্ত বলছেন। যতগুলো দরকার ছিল তারচেয়ে তিনটে বেশি।'

'কিন্তু কথাটা বলছে কে সেটা দেখছ না!'

'এতসব প্রমাণের পরও আপনি ওঁকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'বড় বেশি ঠাণ্ডা ও, বড় বেশি শান্ত। বোঝাই যায়, উঁচুদরের ট্রেনিং পাওয়া লোক, সাত ঘাটের পানি খাওয়া—বাজি ধরে বলতে পারি, ওর আসল পেশা সাংবাদিকতা নয়।'

'আপনি কি এখনও এটাকে ষড়যন্ত্র বলে দেখাবার কথা ভাবছেন?'

'টিভিতে? একশোবার। ষড়যন্ত্র হোক বা না হোক, একটাই মাইক্রোফোন রয়েছে, এবং সেটা আমার হাতে।'

দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে তাকাল পেরট। 'দু'নম্বর ফুড ওয়াগন পৌঁছল।'

টিভি ক্যামেরা রেডি। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরা আসন নিয়েছেন। রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফাররাও যে যার চেয়ারে বসেছে। বিপুল কালো মেঘ বজ্র-মশাল নিয়ে ওদের দিকে মিছিল করে এগিয়ে আসছে। এর আগের দুটো অনুষ্ঠানেও এই নিয়মে বসেছিল সবাই, চোখে পড়ার মত পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এনার্জি সেক্রেটারি স্টিফেন বেকারের চেয়ারটা এবার দখল করেছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডেভিড ল্যাংফোর্ড।

প্রেসিডেন্টের ঠিক পাশের চেয়ারটাতে বসেছে কবীর চৌধুরী। ক্যামেরা ঘুরছে, মাইক্রোফোনে কথা বলছে সে।

'প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আসসালামোয়ালায়কুম। আমেরিকা এবং গোটা দুনিয়ার দর্শকবৃন্দকে একটা জঘন্য অপরাধ চাক্ষুষ করার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি। এই অপরাধ প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে এই ব্রিজে সংঘটিত হয়েছে। আপনারা যাদেরকে ভালমানুষ বলে জানেন, যারা আইনের রক্ষক, তারাও যে ক্রাইম করে, এই ঘটনাটা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ফুড ওয়াগনটাকে দেখুন। ওয়াগনের কাউন্টার খাবার ভরা ট্রেতে ঢাকা পড়ে গেছে। জিনিসটা যেহেতু খাদ্য-বস্তু, নিরাপদ হবে বলেই ভাবছেন আপনারা। কিন্তু আসলে কি তাই?' তার আরেক পাশে বসা ডা. হিউমের দিকে তাকাল সে। 'ইনি ডা. হিউম, ওয়েস্ট কোস্টের সেরা ফোরেনসিক এক্সপার্টদের একজন।' ক্যামেরা আবার ওদের ওপর ফিরে এসেছে। 'আচ্ছা, মি. হিউম, ট্রের খাবারগুলো কি সত্যি নিরাপদ?'

'না।'

'কথা আরও জোরে বলতে হবে, ডা.।'

'না। ওগুলো নিরাপদ নয়। কয়েকটা বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

'কয়েকটা মানে ক'টা?'

'যতগুলো প্লেট আছে তার অর্ধেক। বেশিও হতে পারে। এখানে ল্যাবরেটরি নেই, কাজেই টেস্ট না করে সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়।'

'বিষাক্ত বলতে আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী। 'ইনফেক্টেড? কিসের দ্বারা ইনফেক্টেড?'

'ভাইরাস। বোটুলিনাস। ফুড পয়জনিঙের অন্যতম একটা উৎস।'

'কতটা বিপজ্জনক? মৃত্যু ঘটাতে পারে?'

'পারে।'

'ধরে নিতে পারি এই ফুড পয়জনিঙে প্রায়ই মৃত্যু ঘটে?'

'হ্যাঁ।'

'সাধারণত একটা খাবার নিজে থেকেই এই পয়জনে আক্রান্ত হয়—পচে গেলে বা এধরনের অন্য কোন কারণে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ল্যাবরেটরিতেও সিনথেটিক্যাল বা আর্টিফিশিয়ালি এর উৎপাদন সম্ভব?'

'এভাবে বললে ব্যাপারটাকে অতি সহজ আর হালকা ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়...'

'আমরা চাইছি সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'এবং নিরাপদ একটা খাবারে এই ভাইরাস সিনথেটিক্যালি ইনজেক্ট করা যায়?'

'বোধহয় যেতে পারে।'

'হ্যাঁ কিংবা না?'

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ, ডা. হিউম। আপনাকে আর বিরক্ত করব না।'

অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। সাথে ডাক্তার অ্যাম্বু।

'আর কিছু না হোক, ভাল একজন উকিল হতে পারত লোকটা,' বলল রানা।

'টিভি ওকে জাদু করেছে।'

কয়েকশো কোটি দর্শককে উদ্দেশ্য করে বলে চলেছে কবীর চৌধুরী, 'আপনারা যারা মিনি পর্দায় চোখ রেখেছেন, তাঁদেরকে বলছি। মিলিটারি, পুলিস, এফ.বি.আই., সরকার বা অন্য কেউ, আমরা যারা এই ব্রিজের কর্তৃত্বে রয়েছি, তাদেরকে খুন করার একটা হীন অপচেষ্টা চালিয়েছে। এর নিন্দা—না, তা আমি করব না। নিন্দা বা প্রশংসা করার ভার আমি সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষের ওপর ছেড়ে দিলাম। তাঁরাই রায় দেবেন এই হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করাটা ওদের উচিত হয়েছে কিনা।

'বিষ মেশানো খাবার যখন পাঠানো হয়েছে, সেগুলো আলাদা করে চেনার উপায়ও না থেকে পারে না। তারমানে এই ব্রিজেই কেউ একজন আছে যে ভাল

আর খারাপ খাবার চিনতে পারবে। তার দায়িত্ব ছিল, বিষাক্ত খাবার যাতে শুধু আমার আর আমার লোকদের হাতে পড়ে সেটা নিশ্চিত করা। খোদার অসীম দয়া, আমাদেরকে খুন করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়েনি। এক ভদ্রলোক এই বিষ মেশানো খাবার খেয়ে ফেলেছেন। তাঁর পরিণতি সম্পর্কে পরে জানাচ্ছি আপনাদেরকে।

'ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ফুড ওয়াগনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি। মাত্র কয়েক মিনিট আগে ব্রিজে এসে পৌঁচেছে ওটা।' ক্যামেরা দ্বিতীয় ফুড ওয়াগনের দিকে ঘুরল। 'কর্তৃপক্ষ আবার সেই একই জঘন্য কাজ করবে বলে মনে হয় না, তবে বলাও যায় না। কাজেই আমরা এখন দ্বিতীয় ফুড ওয়াগন থেকে তিনটে প্লেট নিয়ে প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স আর বাদশাকে খেতে দেব। তাঁরা যদি বেঁচে যান, আমরা ধরে নেব নতুন খাবারে বিষ মেশানো হয়নি। কিন্তু তাঁরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা মারা যান, দুনিয়ার লোক সাক্ষী থাকল, সেজন্যে আমাদেরকে দায়ী করা যাবে না। পুলিস আর সামরিক কর্তৃপক্ষের সাথে রেডিও-টেলিফোন যোগাযোগ রয়েছে, ইচ্ছে করলে এক মিনিটের মধ্যে তাঁরা আমাদেরকে জানাতে পারেন, খাবারে বিষ আছে কি নেই।'

মেয়র মাইক সিলভার দাঁড়িয়ে পড়েছেন। পেরট তার মেশিন-পিস্তল তুলল, কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কবীর চৌধুরীকে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট আর তাঁর মেহমানদের এই অবমাননা, এর শাস্তি তোলা রইল। আমি জানতে চাইছি, আপনার এক্সপেরিমেন্টের জন্যে আরও নিচের কাউকে বেছে নিতে পারেন না?'

'নিচের কাউকে···আপনার মত?'

'হ্যাঁ, আমার মত?'

'মাই ডিয়ার মেয়র, আপনার সাহস বিতর্কের ঊর্ধ্বে—আমরা সবাই তা জানি। ঠিক এই কথা আপনার বুদ্ধি সম্পর্কে বলতে পারছি না। পরীক্ষা যদি হয়, এই তিনজনের ওপরই হবে। আজকের দিনে সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাঁরা। তাঁদের চূড়ান্ত বিদায় অর্থাৎ পরলোক-যাত্রা দেখার মত একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে। খাবারে বিষ মেশানোর জন্যে যারা দায়ী তাদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কি হবে, ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি। প্রাচীন কালে রাজা-মহারাজাদের খাবার প্রথম মুখে দিয়ে পরীক্ষা করত ক্রীতদাসরা। আমার ধারণা, ভারি মজা হবে সেই নিয়মটা যদি উল্টে দেয়া যায়। আপনি বসুন, প্লীজ।'

রানা একটা গাল দিল, 'মেগালোম্যানিয়াক বাস্টার্ড!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সমর্থন করল ডাক্তার অ্যাম্বু। 'তারচেয়েও খারাপ। জানে, এবারের খাবারে কিছু থাকার কোন সম্ভাবনা নেই, তবু নাটকটা চালিয়ে যাবে। টিভিতে নিজেকে প্রচারের এই সুযোগ, সেটা তো উপভোগ করছেই, প্রেসিডেন্টকে অপমান করেও আনন্দ পাচ্ছে লোকটা। আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই, তবু বলছি, ও সুস্থ নয়, একটা বদ্ধ উন্মাদ।'

'আমি যতটুকু বুঝি,' বলল রানা, 'সমাজের ওপর তার একটা ঘৃণা আছে। এই

অপারেশনের উদ্দেশ্য স্রেফ টাকা কামানো, কিন্তু সুযোগ পেয়ে ঘৃণাটুকু প্রকাশ করতে ছাড়ছে না, এই আর কি।'

'সমাজের ওপর ঘৃণা, সেটা কেন?'

'প্রশ্নটা কি বোকার মত হয়ে গেল না? দুনিয়ার যে কোন সমাজ-ব্যবস্থাই তো অন্যায়, অবিচার, শোষণ আর বৈষম্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।'

বিস্মিত হলো ডাক্তার। 'আপনি কি চৌধুরীকে সমর্থন করছেন?'

হেসে ফেলল রানা। 'এরপর আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, আমি কমিউনিস্ট কিনা।'

রানার কথায় মন নেই ডাক্তারের, চেয়ারগুলোর দিকে খাবারের প্লেট নিয়ে যাওয়া দেখছে সে। 'আপনার কি মনে হয়, ওঁরা খাবেন?'

'খাবেন। কারণ জানেন, তা না হলে জোর করে খাওয়ানো হবে। তাছাড়া, বাদশা ও প্রিন্স যদি খেতে রাজি হন, আর প্রেসিডেন্ট যদি রাজি না হন, আগামী ইলেকশনে জেতা তো দূরের কথা, মনোনয়নই পাবেন না তিনি। একই ভাবে, প্রেসিডেন্ট যদি খান আর তাঁর মেহমানরা যদি না খান, লজ্জায় ওঁরা মুখ দেখাবেন কিভাবে?'

রানার কথাই ফলল। তাঁরা খেলেন। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দরজা থেকে মাথা নেড়ে সঙ্কেত দিল বেডলার, ইঙ্গিতে প্লেটগুলো দেখাল কবীর চৌধুরী। প্রেসিডেন্ট পুতুল নন, কাউকে অনুকরণ করার ধার ধারেন না, বাদশা আর প্রিন্সের দিকে একবারও না তাকিয়ে ছুরি আর কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। গোগ্রাসে গিললেন, তা বলা চলে না। খেলেন ধীরেসুস্থে, কিন্তু কোন বিরতি ছাড়াই। প্লেট অর্ধেকের মত খালি না করে থামলেন না তিনি। তারপর চামচ ইত্যাদি নামিয়ে রাখলেন ট্রে-র ওপর।

সাগ্রহে জানতে চাইল কবীর চৌধুরী, 'কেমন লাগল, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'হোয়াইট হাউসে আমার মেহমানদের এই খাবার দিলে আপত্তি করব, তবে পাতে দেয়ার অযোগ্য নয়।' প্রেসিডেন্টকে সম্পূর্ণ শান্ত, বরং এমন কি খুশি খুশি দেখে সবাই বুঝল কবীর চৌধুরী তাঁকে এতক্ষণ ধরে যতই অপমান করার চেষ্টা করে থাকুক, তিনি সে-সব গ্রাহ্য করেননি। 'ভাল হয় যদি একটু ওয়াইনের ব্যবস্থা করা যেত।'

'কয়েক মিনিট সময় দিন, প্লীজ। তারপর যত খুশি ওয়াইন চাইলেই পাবেন। প্রিয় দর্শকবৃন্দ, এরপর যে দৃশ্যটা দেখবেন, সেটা যেমন শোকাবহ তেমনি মর্মান্তিক। দৃশ্যটা দেখার পর অনেকেই আপনারা রাগ আর শোক সামলাবার জন্যে ওয়াইন খেতে চাইবেন। প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে আসি। আমরা দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরক ফিট করতে যাচ্ছি কাল সকাল ন'টায়। আমেরিকান সময় কাল সকাল ন'টায়। অনুষ্ঠানটা দেখার জন্যে প্রিয় দর্শকদের সাদর আমন্ত্রণ রইল। এবার, ওই স্ট্রেচারের দিকে ক্যামেরা ধরা যেতে পারে।'

স্ট্রেচারটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা। দুই মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। কবীর চৌধুরীর ইঙ্গিত পেয়ে একদিকের ক্যানভাস টেনে সরিয়ে নিল তারা। ফ্যাকাসে, ঝুলে পড়া লাশের মুখের ওপর জুম করল ক্যামেরা। দশ

সেকেন্ড কোন শব্দ নেই, ক্যামেরাও নড়ল না। তারপর মিনি পর্দায় আবার দেখা গেল কবীর চৌধুরীকে।

বলল, 'স্টিফেন বেকার, আপনাদের এনার্জি জার। ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হয়েছে, বোটুলিনাস পয়জনিং। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে কে দায়ী তা এখনও কোথাও লেখা হয়নি, শুধু আপনাদের মনের পর্দায় ছাড়া।

'আমি, কবীর চৌধুরী, একজন ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল। ইতিহাসে এই প্রথম একজন ওয়ান্টেড ক্রিমিন্যাল আইন রক্ষক কর্তৃপক্ষকে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত করল। আমি জানি, এ দেশের কোন আদালত আমার এই অভিযোগের বিচার করবে না। তাই আমি আমার মামলা এ দেশের জনসাধারণের কাছে দায়ের করলাম, আমি শুধু তাদেরই সুবিচার প্রার্থনা করি। ধন্যবাদ।'

জেনারেল গারল্যান্ডের মুখ থেকে গাল-মন্দ আর খিস্তির তুবড়ি ছুটল। সামরিক বাহিনীতে যারা যোগ দেয়, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই বিদ্যেটা রপ্ত করে নেয় তারা। শয়তানের বিষ্ঠা, ঘেয়ো কুকুর, মড়াখেকো ছাড়াও মা ও বোন সংক্রান্ত অনেক রকম বক্তব্য শুনতে পাওয়া গেল, কিন্তু বেশির ভাগই ছাপার অযোগ্য। জেনারেল ফিদার হোপ, অ্যাডমিরাল সোরেনসন, সেক্রেটারি অভ স্টেট এবং সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী একদম চুপ। তবে তাঁদের চেহারায় সমর্থনের ভাব ফুটে উঠল। জেনারেল গারল্যান্ড, হাজার হোক রক্ত-মাংসের মানুষ, এক সময় থামলেন—দম ফুরিয়ে গেছে।

'পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে,' প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট।

'ঘোলাটে মানে!' সবার দিকে একবার তাকালেন সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী। 'আমরা যদি এই রকম আরেকটা ভুল করি, দেশের অর্ধেক লোক চৌধুরীর পক্ষে চলে যাবে।'

'তারমানে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে আমাদের?' কর্কশ সুরে জানতে চাইলেন জেনারেল গারল্যান্ড। 'বেজন্মাটা…'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাড়াতাড়ি বললেন, 'রানার কাছ থেকে কিছু না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

'রানা?' অ্যাডমিরাল সোরেনসন একটু তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলেন। 'এরপরও কি তার ওপর ভরসা করার কোন মানে হয়?'

'যা ঘটে গেছে, তার জন্যে রানা দায়ী বলে আমি মনে করি না,' বললেন হ্যামিলটন। 'তাছাড়া, ভুললে চলবে না, সিদ্ধান্তটা ছিল শতকরা একশো ভাগ আমাদের। কাজেই দায়ী যদি কেউ হয় তো আমরা।'

সবাই তাঁরা মাথা নত করলেন।

চার

দ্রুত অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে। সন্ধ্যায় ব্রিজে এল বিশেষ একটা অ্যাম্বুলেন্স, একটু পর এনার্জি সেক্রেটারির লাশ নিয়ে চলেও গেল সেটা। সময়ের অপচয় বলে মনে হলেও, লাশের পোস্টমর্টেম করা হবে। রাজ্যের আইন হলো, মৃত্যু অস্বাভাবিক হলে পোস্টমর্টেম এড়ানো যাবে না। লাশের সাথেই ব্রিজ থেকে বিদায় করে দেয়া হলো ডা. হিউম আর তার বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে। ব্রিজ ত্যাগ করার ব্যাপারে অনিচ্ছার লক্ষণীয় অভাব দেখা গেল তাদের মধ্যে। রিপোর্টার, জিম্মি আর কিডন্যাপাররা ডিনার সারল—প্রথম দু'দল অরুচিতে ভুগছে, প্রায় কিছুই খেতে পারল না, তবে পানীয় খুব বেশি টানল। এত বেশি যে আরেক দফা পরিবেশন করতে হলো। টিভি ট্রাক দুটো চলে গেল, তার একটু পর গেল দুটো ফুড ওয়াগন। ব্রিজ থেকে সব শেষে বিদায় নিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পুলিস চীফ। যাবার আগে ভাইস-প্রেসিডেন্ট একা, নির্জনে অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন প্রেসিডেন্টের সাথে। জেনারেল পীলের সাথে এই রকম একটা গোপন বৈঠক পুলিস চীফেরও হলো। দুটো ঘটনাই দূর থেকে সকৌতুকে প্রশ্রয়ের সাথে লক্ষ করেছে কবীর চৌধুরী, গুরুত্বের সঙ্গে নেয়নি। তাঁদের গম্ভীর আর ম্লান চেহারা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয়নি দুটো বৈঠকই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, সমাধানের কোন উপায় বেরিয়ে আসেনি।

ডেভিড ল্যাংফোর্ড আর আর্ল ডিকসন পুলিস কারের দিকে এগোচ্ছেন, টেরির সামনে এসে থামল কবীর চৌধুরী। 'বলো।'

'পুলিস চীফ আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট,' বলল টেরি, 'দু'জনের ওপর থেকে এক সেকেন্ডের জন্যেও চোখ সরাইনি, স্যার। মি. প্রদ্যুৎ একবারও ওঁদের বিশ গজের মধ্যে যাননি।'

টেরির চোখেমুখে কৌতূহল লক্ষ করল কবীর চৌধুরী। 'প্রদ্যুৎ আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।' ভাইস-প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল সে। 'অপেক্ষা করুন।' ফিরল টেরির দিকে। 'কারণটা আমার নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়।'

'তাঁকে তো তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে, স্যার। প্রতিটি টেস্টে উতরে গেছেন তিনি। আমরা যদি জানতে পারি ঠিক কি আপনি খুঁজছেন তাহলে হয়তো…'

'হ্যাঁ, উতরে গেছে সে।' চিন্তিত দেখাল কবীর চৌধুরীকে। 'আচ্ছা, তুমি হলে কি ওই বোটুলিনাস ডিনার খেতে, টেরি?'

'না।' ইতস্তত করল টেরি। 'তবে আপনি যদি সরাসরি হুকুম করতেন…'

'কিংবা কেউ যদি তোমার পিঠে পিস্তল ধরত।'

টেরি কোন কথা বলল না।

'প্রদ্যুৎ আমার হুকুমে চলে না। তার পিঠে পিস্তলও ধরেনি কেউ।'

'হয়তো অন্য কারও কাছ থেকে হুকুম পান তিনি।'

'হয়তো। খুব কড়া নজর রাখতে হবে, টেরি।'

'সারারাত জেগে থাকব।'

'থাকলে খুশি হব আমি।' পুলিস কারের দিকে এগোল কবীর চৌধুরী। তার গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল টেরি।

পুলিস কারের খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। তাঁর পাশে দাঁড়ানো পুলিস চীফ রাগে ফুলছেন। কবীর চৌধুরী হাসিমুখে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল।

'সময়-সীমার কথা মনে আছে তো, মি. ল্যাংফোর্ড?'

'সময়-সীমা?'

হাসিটা বড় হলো চৌধুরীর মুখে। 'আপনার যা পদমর্যাদা, ন্যাকামি করা সাজে না, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট। ইউরোপে টাকা পাঠাতে হবে, ভুলে গেলেন? সব মিলিয়ে সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার। কাল দুপুরের মধ্যে।'

ডেভিড ল্যাংফোর্ড এমন অগ্নিদৃষ্টি হানলেন যে ওখানেই কবীর চৌধুরীর পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই হলো না।

'ফাইনের কথা? সেটাও নিশ্চয় মনে আছে? প্রতি ঘণ্টা দেরির জন্যে দুই মিলিয়ন ডলার জরিমানা। তারপর, বিনা শর্তে মুক্তি? জানি, এর জন্যে কিছু সময় নেবেন আপনারা। আপনাদের কংগ্রেস গাঁইগুঁই করবে। ওই সময়টা আমরা সবাই ক্যারিবিয়ানে হাওয়া খাব। শুভ সন্ধ্যা, মি. ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

রিয়ার কোচের খোলা দরজার সামনে এসে থামল সে। এখানে রানা রয়েছে, বেডলারের কাছ থেকে এইমাত্র ফেরত পাওয়া ক্যামেরাটা কাঁধে ঝোলাচ্ছে ও। কবীর চৌধুরীকে দেখে সসম্মানে মাথা নামিয়ে বাউ করল বেডলার, হাসিমুখে বলল, 'বাঁশির মত পরিষ্কার, স্যার। দুর্লভ একটা ক্যামেরা···আমার যদি থাকত একটা!'

'একটা কেন, এক ডজন কিনতে পারবে—বেশি দেরি নেই। মি. অপারেটর, আপনার আরও একটা ক্যামেরা আছে।'

'আছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আপনি বললে নিয়ে এসে দিতে পারি।'

'বেডলার, নিয়ে এসো।'

'পাঁচ লাইন পিছনে, জানালার দিকের সীট,' সাহায্য করল রানা। 'সীটের ওপরই পাবে।'

ক্যামেরা নিয়ে ফিরে এল বেডলার, দেখাল কবীর চৌধুরীকে। 'আশাহি-পেনট্যাক্স। এই রকম আমারও একটা আছে, স্যার। মিনি ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টে একদম ঠাসা, ছোট একটা বোতামও লুকানো সম্ভব নয়।'

'কিন্তু ভেতরটা যদি ফাঁপা হয়?'

'দেখছি।' রানার দিকে তাকাল বেডলার। 'লোড করা?' মাথা নাড়ল রানা। ক্যামেরার পিছনটা খুলল সে, এই সময় ওদের সাথে যোগ দিল পেরট। ক্যামেরার ভেতরটা সবাইকে দেখাল বেডলার। 'ফাঁপা নয়।' পিছনটা বন্ধ করে দিল সে।

ক্যামেরা ফিরিয়ে নিল রানা। চেহারা এবং কণ্ঠস্বর, দুটোই ঠাণ্ডা। 'আপনি হয়তো আমার হাতঘড়িটাও চেক করতে চান। ওটা একটা ট্রানজিসটরাইজড দু'মুখো রেডিও-ও তো হতে পারে। সিনেমায় দেখেননি? প্রত্যেক স্পাইয়ের কাছে

একটা করে থাকে?'

চৌধুরী চুপ করে থাকল। রানার হাত ধরল বেডলার। ঘড়ির দু'দিকে দুটো খুদে নব রয়েছে, সেগুলোয় চাপ দিল সে। দুই সেট লালচে আলো দেখা গেল ডায়ালে। একটা আলোর মাঝখানে তারিখ দেখা গেল, অপরটায় দেখা গেল সময়। রানার কব্জি ছেড়ে দিল বেডলার।

'পালসার ডিজিটাল। বালির একটা কণাও ওখানে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

'হুঁহ্!' আওয়াজটা করে ওখানে আর দাঁড়াল না রানা। গটমট করে চলে গেল। কানের পাশটা একবার চুলকে নিয়ে রিয়্যার কোচে উঠল বেডলার। পেরট জানতে চাইল, 'এখনও মন খুঁত-খুঁত করছে, চীফ? আপনিও কিন্তু ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছেন। সত্যি কিছু যদি লুকাবার থাকে ওর, আমাদেরকে এভাবে প্রকাশ্যে ঘৃণা করার সাহস দেখাতে পারত না।'

'আমরা এভাবে চিন্তা করব, সেটা হয়তো আগেই আন্দাজ করেছে ও। কিংবা সত্যিই হয়তো ওকে সন্দেহ করার কিছু নেই।' চীফকে গম্ভীর এবং উদ্বিগ্ন দেখল পেরট। 'কিন্তু,' বলে চলল কবীর চৌধুরী, 'কোথাও কোন ঘাপলা আছে, এই অনুভূতি আমাকে ছাড়ছে না। এধরনের অনুভূতি কখনও ঠকায়নি আমাকে। কিভাবে জানি না, কিন্তু আমার মন বলছে এই ব্রিজে এমন একজন কেউ আছে যার বাইরের সাথে যোগাযোগ আছে।'

'আপনার বিশ্রাম দরকার, চীফ,' বলল পেরট।

চোখমুখ লাল হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর। মনে হলো, বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে সে। কিন্তু ধীরে ধীরে সামলে নিল নিজেকে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুধু তুমি জানো।'

'এবং আর কেউ জানবে না, চীফ,' মাথা নত করে আনুগত্য প্রকাশ করল পেরট। 'এখন কেমন? কোন রকম অসুবিধে বোধ করছেন?'

'একবার, একটু, বেশ কিছুক্ষণ আগে,' ফিসফিস করে বলল কবীর চৌধুরী।

'এখানে ডাক্তার আছে, কিন্তু তাকে জানানো চলবে না। আপনার প্রাইভেট ফিজিশিয়ানকে ডেকে পাঠালে হত না?'

'তাকে আসতে দেখলেই নানা গুজব ছড়াবে...'

'অবশ্য, তেমন কিছু ঘটলে অ্যাম্বুলেন্সে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিট তো আছেই। চিকিৎসার অসুবিধে হবে না। আমার মনে হয়, অপারেশনটা করে ফেললেই ভাল করতেন, চীফ।'

'ওপেন হার্ট সার্জারীতে আমার ভয় নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল কবীর চৌধুরী। 'মরার ভয়ও আমি করি না। কিন্তু এখনও যে অনেক কাজ বাকি, পেরট!'

'জানি, চীফ।'

'টাকার অভাবে কত যে সময় নষ্ট হয়ে গেল।' হতাশ ভঙ্গিতে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'এদিকে ফুরিয়ে আসছে আয়ু। সৃষ্টিকর্তা আছেন কিনা জানি না, থাকলে তাকে বলতে চাই, তুমি বাপু মস্ত একটা অন্যায় করছ।'

'কি অন্যায়, চীফ?'

'মানুষ বড় কম দিন বাঁচে, পেরট,' চৌধুরীর কণ্ঠস্বর থেকে আক্ষেপ ঝরে

পড়ল। 'অন্তত কিছু লোকের আয়ু তিন গুণ করে না দেয়াটা মস্ত একটা অন্যায়।'

'কিছু লোকের মধ্যে আপনি থাকবেন তার গ্যারান্টি কে দেবে, চীফ?'

'মানুষ অন্ধ, তারা আমাকে চিনতে পারছে না,' সখেদে বলল চৌধুরী। 'সভ্যতা আর মানবতাকে অমর করার জন্যে আমার সাধনা যে অবদান রাখতে পারে, তার তুলনা কোথায়? ওই কিছু লোকের তালিকায় আমি যদি না থাকি, সৃষ্টিকর্তার আরও একটা মস্ত অন্যায় হবে সেটা।'

'মাফ করবেন, চীফ। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আপনি ঠিক বলেছেন।'

'হার্ট নাকি ফুটো হয়ে যাচ্ছে,' চৌধুরীর ঠোঁটে ক্ষীণ একটু বিষাদমাখা হাসি ফুটল। 'যে-কোন মুহূর্তে রক্ত বেরোতে পারে। তাহলে আর বাঁচব না।' হঠাৎ তার চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চেহারা হয়ে উঠল টকটকে লাল। 'কিন্তু আমার কাজগুলো শেষ করবে কে? কেউ আছে, যাকে আমি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারি?'

'উত্তেজিত হবেন না, চীফ,' মৃদু কণ্ঠে আবেদন জানাল পেরট। 'আশায় বুক বাঁধতে হবে আপনাকে। এবার একসাথে অনেকগুলো টাকা আসছে হাতে। গবেষণার কাজ চালাতে আর কোন অসুবিধে হবে না। দরকার হলে কৃত্রিম একটা হার্ট...'

'কাজের কথা, পেরট,' প্রসঙ্গটা আর ভাল লাগছে না চৌধুরীর। 'আমি চাই, প্রতিটি লোকের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করা হোক। মেহমানরা কেউ যেন বাদ না পড়ে। মেয়েরা আপত্তি করবে, কান দেয়ার দরকার নেই। প্রতিটি লোকের প্রতিটি জিনিস, কোচের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করো।'

'রাইট, চীফ। রেস্ট রুম?'

'ওগুলোও।'

'অ্যাম্বুলেন্স, চীফ?'

'হ্যাঁ। ওটা আমি নিজে সার্চ করব।'

কবীর চৌধুরীকে অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকতে দেখে অবাক হলো ডাক্তার। 'আপনি? বোটুলিনাস আবার অ্যাটাক করেনি তো?'

'না। আপনার অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করতে এসেছি।'

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডাক্তার, টানটান চেহারা। 'বাইরের কাউকে আমি আমার মেডিকেল সাপ্লাই ছুঁতে দিই না।'

'আমি ছোঁব। লোকজন ডাকি, চান? ওরা আপনাকে বাঁধবে। মাথায় পিস্তলের বাঁট ঠুকে অজ্ঞানও করে দিতে পারে।'

'জানতে পারি, কেন সার্চ করতে চাইছেন? কি খুঁজছেন আপনি?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার। 'দিলাম না বাধা। শুধু এই বলে সাবধান করছি, এখানে বিপজ্জনক ড্রাগ, এবং সার্জিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে। আপনার শরীরে যদি বিষ ঢোকে বা মোটা একটা রগ কেটে যায়, এই ডাক্তার আপনাকে কোন রকম সাহায্য করবে না।'

বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে জুলি। তার দিকে ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল কবীর চৌধুরী। 'ওকে তুলুন।'

'তুলব? মানে?'

দরজার দিকে তাকাল চৌধুরী, 'ডাকব ওদেরকে?'

জুলির ছোট্ট শরীরটা দু'হাতে তুলে নিল ডাক্তার। বিছানার প্রতিটি ইঞ্চি যত্নের সাথে পরীক্ষা করল চৌধুরী। তলাটাও দেখতে ভুল করল না। 'শুইয়ে দিন।'

এরপর অ্যাম্বুলেন্সে যত রকম মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আছে সব এক এক করে পরীক্ষা শুরু করল সে। কি খুঁজছে জানে, সেটার সাথে এগুলোর কোন মিল খুঁজে পেল না। এক ধারে একটা টর্চ ঝুলছিল, হাত বাড়িয়ে নামাল সেটা। বোতাম টিপল। প্যাঁচ ঘুরিয়ে মুখ খুলল। চাপ দিয়ে ছোট করল হুড। 'বড় অদ্ভুত ফ্ল্যাশলাইট তো!'

'ওটা একটা অপথ্যালমিক টর্চ,' বিরক্তি গোপন না করে বলল ডাক্তার। 'সব ডাক্তারেরই একটা করে থাকে। চোখের রোগ ধরতে সাহায্য করে।'

'চোখ তুলে নিতেও সাহায্য করবে, আশা করি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'এই মুহূর্তে অবশ্য অন্য কাজে ব্যবহার করব। আসুন আমার সাথে।' পিছনের সিঁড়ি দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামল সে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে এল ড্রাইভারের পাশে। একটা সেক্স ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছিল ড্রাইভার, চৌধুরীকে দেখে আঁতকে উঠল সে।

'বেরোও!' তাড়াতাড়ি নিচে নামল ড্রাইভার। কোন কারণ ব্যাখ্যা না করে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তন্নতন্ন করে সার্চ করল কবীর চৌধুরী। তারপর ড্রাইভিং কমপার্টমেন্টে উঠে সীট, কয়েকটা লকার ইত্যাদি যা কিছু আছে সব টর্চের আলোয় পরীক্ষা করল। নিচে নেমে ড্রাইভারকে বলল, 'ইঞ্জিনের হুড তোলো।'

হুকুম তামিল হলো। টর্চের আলোয় ইঞ্জিন চেক করল সে। পিছনের সিঁড়ি বেয়ে আবার উঠে এল অ্যাম্বুলেন্সে। পিছু পিছু এল ডাক্তার, তার হাত থেকে টর্চটা আলতোভাবে নিয়ে রেখে দিল আগের জায়গায়। ইঙ্গিতে একটা মেটাল ক্যান দেখাল চৌধুরী। একটা স্প্রিং ক্লিপের সাথে আটকানো রয়েছে। 'ওটা কি?'

'অ্যারোসল এয়ার-ফ্রেশনার,' বলল ডাক্তার। এই ক্যানেই রয়েছে মারাত্মক নার্ভ গ্যাস।

ক্লিপ থেকে ক্যানটা নামাল চৌধুরী। 'চন্দন,' পড়ল সে। 'অদ্ভুত একটা সুগন্ধ পছন্দ করেন দেখছি!' ক্যানটা কানের কাছে তুলে ঝাঁকাল সে। তরল চন্দন কল কল করে উঠল। সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে ডাক্তার, তার কপালের ঘাম যেন চৌধুরীর চোখে ধরা না পড়ে।

ক্যানটা ক্লিপে আটকে রাখল চৌধুরী। মেঝেতে রাখা চকচকে কাঠের একটা বাক্সের ওপর নজর পড়ল তার। 'ওটা?'

জবাব দিল না ডাক্তার। তার দিকে তাকাল চৌধুরী। একটা লকারে কনুই রেখে গালে হাত দিল ডাক্তার, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। তীক্ষ্ণ সুরে চৌধুরী বলল, 'কি হলো?'

'মি. চৌধুরী, আমার মত একজন নিরীহ লোককে অকারণে বিরক্ত না করলেই

কি নয়? এমন সব প্রশ্ন করছেন, আপনাকে আমার অশিক্ষিত মনে হচ্ছে। বড় বড় লাল অক্ষর, পড়তে পারছেন না? কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিট—কারও হার্ট অ্যাটাক করলে ওই ইকুইপমেন্টের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।'

'সামনে অত বড় লাল সীল কেন?'

'ওটাই একমাত্র সীল নয়। গোটা ইউনিটটাই হারমেটিক্যালি সীল করা। ভেতরের প্রতিটি কিন্দু এবং ইকুইপমেন্ট বাক্স সীল করার আগে স্টেরিলাইজ করা হয়েছে। স্টেরিলাইজ না করা একটা সুঁই কোন রুগীর হার্টে বা হার্টের আশপাশে ঢোকানো হয় না।'

'সীলটা যদি ভাঙি, কি হবে?'

'আপনার? কিছুই হবে না। তবে সম্ভাব্য রুগীদের মস্ত ক্ষতি হবে। সীল ভেঙে ভেতরের ইকুইপমেন্ট হাতড়াবেন আপনি, ফলে ওগুলো আর ইমার্জেন্সীর সময় ব্যবহার করা যাবে না। এইটুকু বলতে পারি, প্রেসিডেন্টকে যেভাবে আপনি প্রতি মুহূর্তে অপদস্থ করছেন, তাঁর হার্টে গোলযোগ দেখা দিলে একটুও অবাক হব না আমি।' স্প্রিং ক্লিপের দিকে একটু সরে এল ডাক্তার। অ্যারোসল ক্যান এখন তার হাত থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। চৌধুরী যদি সীল ভেঙে ইউনিটের ভেতর দিকে হাত বাড়ায়, বিনা দ্বিধায় নার্ভ গ্যাস ব্যবহার করবে সে। হয়তো ব্যবহার করতেও হবে না, সায়ানাইড এয়ার পিস্তল না-ও চিনতে পারে চৌধুরী। 'অবশ্য প্রেসিডেন্ট হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে সরাসরি আপনাকে কেউ দায়ী করতে পারবে না। কাজেই, ইচ্ছে হলে ভাঙতে পারেন সীল।'

'না, থাক।' বলে হঠাৎ করেই অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল চৌধুরী।

দরজার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল ডাক্তার।

অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে হন হন করে এগোল চৌধুরী, রানাকে পাশ কাটাল কিন্তু ওর দিকে একবারও তাকাল না। কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর অ্যাম্বুলেন্সে উঠল। 'ব্যাপার কি, ডাক্তার? চৌধুরীকে অতিশয় বিচলিত বলে মনে হলো?'

'আপনিও তাহলে ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন?'

'পাশ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।'

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিটের সীল ভাঙলে হার্টের রুগীর চিকিৎসা হবে না, এই কথা শুনেই কেমন যেন হয়ে গেল চৌধুরী। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।'

'হয়তো ওর নিজের হার্টের অবস্থা তেমন ভাল না,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই সার্চ করতে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু পায়নি।'

'না।'

'ভেরি গুড।'

চৌধুরীকে লক্ষ করছে পেরট, কিন্তু চেহারায় কৌতূহল ফুটল না। 'অ্যাম্বুলেন্সে কিছু পেলেন, চীফ? কিংবা ডাক্তারের কাছে?'

'অ্যাম্বুলেন্সে কিছু নেই। ধেত্তেরি, ডাক্তারকে সার্চ করার কথা মনেই ছিল না।'

'ঠিক আছে, তাঁকে আমি সার্চ করব।'

'তুমি কিছু পেলে, পেরট?'

'আমরা দশজন মিলে সব তন্নতন্ন করেছি। পাইনি কিছু।'

ভুল জায়গায় ভুল লোকজনকে সার্চ করছে ওরা। ব্রিজ থেকে চলে যাবার অনুমতি পাবার আগে পুলিস চীফ আর্ল ডিকসনকে সার্চ করা উচিত ছিল ওদের।

লম্বা টেবিলে বসে আছেন দুই জেনারেল, দুই অ্যাডমিরাল এবং দুই সেক্রেটারি। ওদের সামনে বোতল, বরফ আর গ্লাস রয়েছে। প্রায় সবাই যে যার গ্লাসের ভেতর তাকিয়ে আছেন। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছেন না বা কেউ কারও সাথে কথা বলছেন না। এই পরিবেশের সাথে তুলনা করলে শোক-সভাকে মনে হবে আনন্দ উৎসব। কমিউনিকেশন ওয়াগনের ভেতর দিকে নরম একটা বেল বাজল। আস্তিন গুটানো একজন পুলিস অফিসার টেলিফোনের ভিড় থেকে একটা তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে কথা বলল। ঘাড় ফেরাল সে। 'মি. নিউসম, স্যার! ওয়াশিংটন।'

সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী বিরস বদনে আসন ত্যাগ করলেন, দেখে সবার মনে হলো অভিজাত একজন ফ্রেঞ্চ গিলোটিনে মাথা পেতে দিতে যাচ্ছেন।' কমিউনিকেশন টেবিলের সামনে পৌঁছে অফিসারের হাত থেকে রিসিভার নিলেন তিনি। হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া কোন আওয়াজ করলেন না। সবশেষে বললেন, 'হ্যাঁ, প্ল্যান মোতাবেক।' ফিরে এসে সশব্দে আসন নিলেন তিনি। 'যদি দরকার হয়, তাই টাকার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।'

সেক্রেটারি অভ স্টেট ভারী গলায় জানতে চাইলেন, 'দরকার হবে না, এমন মনে করার কোন কারণ দেখছ তুমি?'

'ট্রেজারী বলছে, আমরা যেন দেই-দিচ্ছি করে কাল দুপুরের পর আরও চব্বিশ ঘন্টা পার করে দিই।'

'সেক্ষেত্রে আরও প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিতে হবে চৌধুরীকে।'

'চাইলেই হলো আর কি!' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীর মুখে রুগ্ন একটু হাসি ফুটল। 'আমাদের কেউ একজন একটা বুদ্ধি বেরও করে ফেলতে পারে। সেজন্যেই সময় নেয়া।'

এরপর আবার সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করলেন। খানিক পর ওয়াইনের বোতলটা টেনে নিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। সেটা নিঃশব্দে বারবার হাত বদল হতে লাগল।

ওয়াগনে উঠলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং পুলিস চীফ। কেউ কোন কথা না বলে খালি চেয়ার দুটোয় বসলেন তাঁরা। তারপর হাত বাড়ালেন দু'জনেই, কিন্তু এক সেকেন্ড আগে ভাইস-প্রেসিডেন্টই বোতলটা ছুঁলেন। নিস্তব্ধতাও ভাঙলেন তিনি, 'টিভিতে কেমন দেখলেন আমাদের?'

'দেখলাম আমেরিকা খাবি খাচ্ছে,' হতাশ সুরে বললেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। 'দুনিয়ার সেরা দেশ, একজনের মাথাতেও একটা বুদ্ধি আসছে না! দুনিয়া জয় করতে পারি, কিন্তু চৌধুরীর মত একটা পিপড়েকে মারতে পারি না! এই কি

আমাদের পরিচয়?'

'কেউ না পারলেও পিপড়েটাকে রানা মারতে পারবে,' বললেন পুলিস চীফ। একটা মোজার ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের হাতে গুঁজে দিলেন তিনি। 'আপনার জন্যে।'

ভাঁজ খুলে কাগজটার ওপর চোখ বুলালেন হ্যামিলটন। পরমুহূর্তে অপারেটরের দিকে ফিরে গর্জে উঠলেন তিনি, 'আমার ডিকোডার! কুইক।' পুলিস চীফের দিকে তাকালেন তিনি। পানীয়র অভাবে মরে যেতে বসলেও ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাহায্য চাইবেন না তিনি। 'ওখানের অবস্থা কি বুঝলে? আমরা জানি না এমন কিছু দেখেছ? বেকার মারা গেল কিভাবে?'

'বললে নিষ্ঠুর শোনাবে, কিন্তু সত্যি কথাটা হলো, খিদে আর লোভেই মারা গেছে সে। ফুড ট্রে সম্পর্কে কেউ তাকে সাবধান করার আগেই একটা প্লেট ছিনিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে।'

সেক্রেটারি অভ স্টেট দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, 'ও তো চিরকেলে পেটুক ছিল। খাবার দেখলে তার আর তর সইত না। ধারণা করি, তার মেটাবোলিক সিস্টেমে নিশ্চয়ই কোন গোলযোগ ছিল। মরা মানুষ সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে নেই, কিন্তু তাকে আমি বরাবর সাবধান করে দিয়ে বলেছি, তুমি তোমার দাঁত দিয়েই নিজের কবর খুঁড়ছ। ঘটলও ঠিক তাই।'

'রানার কোন দোষ নেই?'

'এক বিন্দু না। তবে তার সম্পর্কে একটা খারাপ খবর আছে। চৌধুরী তাকে ভয়ানক সন্দেহ করছে। চালাক, অতি চালাক লোক এই চৌধুরী। কিভাবে যেন তার বিশ্বাস হয়েছে, ব্রিজে একজন দক্ষ এজেন্ট অনুপ্রবেশ করেছে। প্রায় নিশ্চিতভাবেই ধরে নিয়েছে সে, লোকটা রানা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। যদিও এখন পর্যন্ত রানার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি।'

'চৌধুরী যদি বুনো ওল হয় তো রানা তেমনি বাঘা তেঁতুল,' হ্যামিলটন বললেন, 'কিন্তু চৌধুরী যদি এতই সন্দেহ করছে, তোমাদের বিশ গজের মধ্যে রানাকে তো আসতে দেয়ার কথা নয় তার। বিশেষ করে জানে, ব্রিজ থেকে চলে আসবে তোমরা।'

'রানা আমার কাছাকাছি আসেওনি,' পুলিস চীফ বলছেন, 'ওর মেসেজ আমি জেনারেল পীলের কাছ থেকে পেয়েছি। রানা তাঁকেই দিয়েছিল মেসেজটা।'

'তারমানে জেনারেল পীল এর মধ্যে আছেন?'

'হ্যাঁ। রানা তাকে একটা সায়ানাইড পিস্তল দেবে বলে জানিয়েছে। আমার ধারণাই ছিল না, জেনারেল পীল এই রকম রক্তপিপাসু হয়ে উঠতে পারেন। দেখে মনে হলো, সত্যি সত্যি পিস্তলটা ব্যবহার করার কথা ভাবছেন তিনি।'

অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'সামনাসামনি যুদ্ধে পীলের কৃতিত্ব এরই মধ্যে ভুলে গেলে তোমরা? ট্যাঙ্ক কমান্ডার হিসেবে শত্রুদের মূর্তিমান আতঙ্ক ছিল না!'

'মনে পড়েছে! তাঁর কাছ থেকে মেসেজটা নিয়ে রেস্ট রুমে চলে যাই, তারপর মোজার ভেতর লুকিয়ে ফেলি। মনে করেছিলাম, ব্রিজ থেকে চলে আসার আগে

আমাদেরকে সার্চ করা হবে। ভাগ্যই বলব, তা হয়নি। রানার কথাই ঠিক। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর অহমিকায় ভুগছে চৌধুরী। সিকিউরিটির ব্যাপারে তার তেমন কোন মাথাব্যথাই নেই।'

রস পেরট চলে যাচ্ছে, তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা আর ডাক্তার। সামনের দিকে পা বাড়িয়ে ডাক্তারকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত দিল রানা। 'সার্চ করতে এরা ভালই জানে, কিন্তু লুকানো জিনিস খুঁজে পেতে জানে না। আপনি যখন পেরটকে বললেন তাকে আপনি রোগী হিসেবে পেলে প্রতিশোধ নেবেন, রাগে চেহারা কেমন লাল হয়ে উঠেছিল, লক্ষ্য করেছেন?'

কালো অশুভ মেঘে ঢাকা আকাশের দিকে তাকাল ডাক্তার। বাতাসের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ছে। কয়েকশো ফিট নিচে গোল্ডেন গেটের ঢেউয়ের মাথায় ফেনা—সাদা ঘোড়ার মেলা বসেছে যেন। 'সামনে দুর্যোগের রাত। অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরই বরং আরামে থাকব; আমার সাথে ভাল কিছু বিয়ার আছে।'

'কিন্তু আমাকে বাইরে থাকতে হবে।'

'কারণটা···'

'শুধু অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করতে এসেছিল চৌধুরী, বলতে চান? খুদে একটা আড়িপাতা যন্ত্র রেখে যায়নি?'

'মাই গড!'

'এক হপ্তা ধরে খুঁজলেও ওটা আপনি পাবেন না।' সবচেয়ে কাছের হেলিকপ্টারের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকাল রানা। 'পাইলটের নামটা কি যেন?···মনে পড়েছে, ওয়াল্টার।'

'হঠাৎ পাইলটের নাম মনে করতে হচ্ছে কেন?'

'ভাবছি, আজ রাতে কি সে তার মেশিনেই ঘুমাবে?'

'আর্মি 'কপ্টারে বেশ কয়েকবারই চড়তে হয়েছে আমাকে,' বলল ডাক্তার। 'ইস্পাতের ফ্রেম দিয়ে তৈরি ক্যানভাস চেয়ার থাকে ওগুলোয়। এই চেয়ার আর শূল, দুটোর মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিতে হলে টস করব আমি।'

'আমারও তাই ধারণা—সঙ্গীদের সাথে রিয়্যার কোচেই শোবে সে।'

'বিশেষ করে এই হেলি-র ওপরই আপনার নজর পড়েছে। ব্যাপারটা কি?'

শান্তভাবে নিজের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। কাছাকাছি কেউ নেই যে ওদের কথা শুনতে পাবে। 'বিস্ফোরকের ডিটোনেটিং মেকানিজম আছে ওতে। আমার ইচ্ছে, আজ রাতে ওটাকে ডিঅ্যাকটিভেট করি।'

কিছুক্ষণ কথাই বলল না ডাক্তার। তারপর মৃদু কণ্ঠে জানাল, 'ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্য আপনার চোখের পর্দা কেটে দেয়া।'

'কেন? আমাকে অন্ধ বলে মনে করছেন কেন?'

'অন্তত একজন সশস্ত্র গার্ড সারারাত পাহারা দেবে ওটাকে। আর গোটা ব্রিজে আলোর বন্যা বইবে। ডিটোনেটিং মেকানিজম নয়, ওই 'কপ্টারের কাছাকাছি যেতে চাইলে নিজেকেই ডিঅ্যাকটিভেট করা হবে।'

'গার্ড কোন সমস্যা নয়, ওকে আমি সামলাতে পারব। আর আলো? আমি

যখন চাইব তখন আলো নিভিয়ে দেয়া যাবে।'

'অ্যাব্র্যাক্যাড্যাব্র্যা!'

'ব্রিজ থেকে এরই মধ্যে মেসেজ চলে গেছে।'

'হোয়াট? সিক্রেট এজেন্টরা অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে, জানি। কিন্তু তারা যে জাদুও জানে, কই, শুনিনি তো! কিভাবে, কখন পাঠালেন মেসেজ? আস্তিন থেকে পায়রা বের করে ছেড়েছেন···?'

'পুলিস চীফ নিয়ে গেছেন।'

'আমাকে একটু মাফ করতে হবে, প্লীজ। দু'ঢোক পেটে না পড়লে আপনার সাথে পাল্লা দিয়ে বুদ্ধি খুলবে না আমার।' হন হন করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে চলে গেল ডাক্তার। দেড় মিনিটের মধ্যে ফিরল সে। 'টেরি সম্পর্কে একটা কথা, মি. প্রদ্যুৎ। ঈগলের চোখ। আমার নিজের চোখও কিছু কম নয়। খোলা ব্রিজে ভাইস-প্রেসিডেন্ট আর পুলিস চীফ যতক্ষণ ছিলেন, আপনার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরায়নি সে। নিশ্চয়ই চৌধুরীর কাছ থেকে স্পেশাল অর্ডার পেয়েছে।'

'তাই। কিন্তু পুলিস চীফের ধারে কাছেও যাইনি আমি। টেরি আমাকে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল সে জেনারেল পীল আর পুলিস চীফের দিকে খেয়ালই রাখেনি। আমার মেসেজ পুলিস চীফ পেয়েছেন জেনারেলের কাছ থেকে।'

'আলো কখন নিভবে?'

'এখনও জানি না। আমি সিগন্যাল পাঠাব।'

'জেনারেল পীল তাহলে আমাদের দলে নাম লিখিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। ভাল কথা, জেনারেলকে সায়ানাইড গান দেব বলে কথা দিয়েছি। পৌঁছে দিতে পারবেন?'

'একজন জেনারেলকে কথা দিলে সেটা তো রাখতেই হয়।'

'আরেকটা কথা। কার্ডিয়াক ইউনিটের সীল একবার ভাঙলে আবার সেটা লাগানোর উপায় থাকে?'

'আপনি আশঙ্কা করছেন চৌধুরী আবার অ্যাম্বুলেন্স সার্চ করতে আসতে পারে? না, সীল একবার ভাঙলে সেটা আর লাগানো সম্ভব নয়। তবে বাক্সের ভেতর আরও দুটো স্পেয়ার সীল আছে।'

'আপনি একটা প্রতিভা, ডাক্তার,' বলল রানা। 'প্রস্তাবটা দিয়েই ফেলি। যদি কখনও পেশা বদল করতে চান, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, প্লীজ। বিদায়ের আগে ঠিকানাটা চেয়ে রাখবেন।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রদ্যুৎ।'

টাইপ করা কাগজটা ডিকোডার থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন হ্যামিলটন। চোখ বুলাচ্ছেন, প্রতি মুহূর্তে ঢেউয়ের আকৃতি পাচ্ছে ভুরু আর কপাল। মুখ তুলে পুলিস চীফের দিকে তাকালেন। 'রানাকে শেষবার যখন দেখলে, ও কি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল?'

'অ্যাডমিরাল, আপনিই তো বলেছেন, ওর চেহারা দেখে কখনোই কিছু বোঝা যায় না···'

'সত্যি। ওর এই মেসেজ, আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার রহস্য, হ্যামিলটন, আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো।'

'রানা বলছে: আজকেরটা বোধহয় দুর্যোগের রাতই হবে, তবে আমাদের জন্যে অনুকূল। এখন আমি দু'জায়গায় দুটো আগুন চাই। শুধু তেল দিয়ে, বা তেল আর রাবার দিয়ে আগুন ধরান। একটা চাই আমার দক্ষিণ-পশ্চিমে, ধরুন লিংকন পার্কে। আরেকটা পুব দিকে, ধরুন ফোর্ট ম্যাসনে—প্রথমটার চেয়ে বড় আগুন হবে এটা। লিংকন পার্কের আগুনটা বাইশশো ঘণ্টায়। দুই-দুই-শূন্য-তিনঘণ্টায়, দরকার হলে ইনফ্রা-রেড সাইটের সাহায্য নিয়ে একটা লেজার বীম ব্যবহার করুন, রিয়্যার কোচের মাথায় বসানো রেডিও স্ক্যানারটা ধ্বংস করতে হবে। আমার ফ্ল্যাশলাইটের সিগন্যাল—এস.ও.এস.—না পেলে দ্বিতীয় আগুন জ্বালবেন না। পনেরো মিনিট পর ব্রিজ আর সান ফ্রান্সিসকোর উত্তর দিকের আলো নিভিয়ে দিন। দারুণ সাহায্য হবে ওই একই সময়ে যদি চায়না টাউনে আতসবাজি পোড়ানো হয়—দেখে যেন মনে হয় আতসবাজির কারখানায় আগুন ধরে গেছে।

'মাঝরাতে সাবমেরিন। ট্রানজিসটরাইজড ট্র্যান্সিভার দরকার, খুব ছোট, যাতে বেস ক্যামেরায় জায়গা হয়। আপনাদের এবং আমার ফ্রিকোয়েন্সি আগেভাগে সেট করে রাখবেন, সাবমেরিনের রেডিও-ও যেন ওই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা থাকে।'

বেশ কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল হ্যামিলটন থেমেছেন। অথচ কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙলেন না। অবশেষে স্কচের দিকে আবার হাত বাড়ালেন হ্যামিলটন। দেখাদেখি আরও অনেকে বোতলটা একবার করে নিজের দিকে টানল। নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত এই টানা-হ্যাঁচড়া থেকে রেহাই পেল না বোতলটা। তারপর রায় দিলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট, 'ওই লোক একটা পাগল। সন্দেহ নেই, —বদ্ধ, বদ্ধ একটা উন্মাদ!'

সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করায় এটাই পরিষ্কার হয়ে উঠল যে ভাইস-প্রেসিডেন্টের সাথে দ্বিমত পোষণ করতে রাজি নয় কেউ। প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত থাকায় তিনিই দেশের কাণ্ডারী, তাঁর কথাই আইন, তিনিই সিদ্ধান্ত দেয়ার মালিক। কিন্তু পাগল আখ্যা দিয়ে তিনি চুপ করে থাকায় সবাই বুঝলেন, সিদ্ধান্ত তিনি আর কাউকে নিতে বলছেন। দায়িত্বটা যেচে পড়ে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন হ্যামিলটন।

তিনি মৃদু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'আমার বিবেচনায় রানা আমাদের চেয়ে অনেক কম পাগল। সে যে একটা প্রতিভা তার প্রমাণ আগেই আমরা পেয়েছি। মেসেজটা দুর্বোধ্য লাগার কারণ, সময়ের অভাবে সব কথা ব্যাখ্যা করে লিখতে পারেনি ও। সবশেষে জানতে চাই, ওর চেয়ে ভাল কোন আইডিয়া কেউ দিতে পারছে? ভুল হলো। কেউ কি আদৌ কোন আইডিয়া দিতে পারছে?'

কারও কাছে আইডিয়া থাকলেও, চেপে গেলেন।

'ডিকসন, ডেপুটি মেয়র আর ফায়ার চীফকে তলব করো। ওই আগুনগুলো জ্বালাও। আতসবাজির ব্যাপারে কি করবে বলে ভাবছ?'

পুলিস চীফ মৃদু হাসলেন। 'আতসবাজি পোড়ানো সানফ্রান্সিসকোয়

বেআইনী। ঘটনাচক্রে, চায়নাটাউনে বেআইনী একটা কারখানা আছে বলে জানি আমরা। মালিক লোকটা সহযোগিতা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে।'

ডেভিড ল্যাংফোর্ড এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন। 'পাগল!' বললেন তিনি। 'বদ্ধ উন্মাদ!'

পাঁচ

সাগরের উপর আঁকাবাঁকা আলোর রেখা আর দূর থেকে ভেসে আসা গুরু-গম্ভীর আওয়াজ ওদেরকে মনে করিয়ে দিল, ঝড়-বৃষ্টি এগিয়ে আসছে। ব্রিজের মাঝখানে রানার সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুলি। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে চেহারাটাকে তাজা ফুল আর শরীরটাকে ঝরঝরে এক ফোঁটা বৃষ্টি করে নিয়েছে। 'আজকের রাতটা যেন কেমন, না?' রানার আরও একটু গায়ের কাছে সরে এল সে। তাকাল আকাশের দিকে।

জুলির কাঁধে একটা হাত দিল রানা। 'সবকিছুর মত ঝড়-ঝাপটাকেও বুঝি ভীষণ ভয় পাও তুমি?'

'যখন আসে ব্রিজের মত কোথাও থাকতে চাই না।'

'পঞ্চাশ বছর ধরে যেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজ রাতেই সেটা ভেঙে পড়বে না।' বৃষ্টির প্রথম কিছু ফোঁটা পড়তে শুরু করল, রানাও মুখ তুলল আকাশের দিকে। 'কিন্তু ভিজতে আমিও রাজি নই। এসো।'

লীড কোচে উঠে নিজেদের আসন দখল করল ওরা। জানালার ধারের সীটে জুলি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভরে গেল কোচ, আধঘণ্টার মধ্যে ঘুমিয়ে যদি নাও পড়ে, ঝিমাতে শুরু করল আরোহীরা। প্রতিটি সীটে রয়েছে আলাদা একটা করে রিডিং লাইট। এই মুহূর্তে প্রত্যেকটি আলো হয় কমানো নয়তো নেভানো। করার কিছু নেই, দেখার কিছু নেই। দিনটা ছিল বড়, নানা দিক থেকে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। পেশীতে ঢিল পড়তেই চোখে জেঁকে বসল ঘুম। সোনায় সোহাগা হলো বৃষ্টির মিষ্টি রিমঝিম একটানা গান।

রাত যত বাড়ছে বৃষ্টির তেজও বাড়ছে তত। ঝড় এসে পৌঁছতে দেরি আছে এখনও, কিন্তু বাতাসের তীক্ষ্ণ বোলচাল আর বিদ্যুৎ চমকের চোখ ঝলসানো ঘটা দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না আবহাওয়া রুদ্র মূর্তি ধারণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু বৃষ্টি বা বজ্রপাত দুটোর কোনটাই ক্ষান্ত করতে পারেনি টেরিকে। নিষ্ঠার সাথে টহল দিয়ে যাচ্ছে সে। চৌধুরীকে কথা দিয়েছে, সারারাত জেগে নজর রাখবে রানার ওপর, ঠিক তাই করছে লোকটা। নিয়মিত পনেরো মিনিট অন্তর কোচে উদয় হচ্ছে সে। প্রথম কাজ চোখা দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকানো। তারপর পিটার নটহ্যামের সাথে ফিসফিস করে দু'একটা কথা।

ড্রাইভারের পাশের সীটে তেরছা ভাবে বসে দরজার দিক মুখ করে আছে পিটার। রানা ছাড়া একমাত্র সে-ই জেগে আছে কোচে। সন্দেহ নেই, টেরি জেগে

থাকতে বলেছে তাকে। একবার ওদের দু'একটা কথা শুনতে পেয়েছে রানা। পিটার জানতে চাইছিল তার পালা শেষ হবে কখন। তাকে ধমক দিয়ে বলা হলো, রাত একটার আগে এখান থেকে নড়তে পারবে না।

রানার তাতে কোন অসুবিধে নেই।

ন'টার সময় আবার রুটিন চেকে এল টেরি। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। সাদা কলমটা বের করে তৈরি হলো রানা। কোচ থেকে চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল টেরি। প্রথম ধাপে পা দিতে যাবে, এই সময় ঘটল ঘটনাটা। ভঙ্গিটা হোঁচট খাওয়ার মত। দড়াম করে পড়ে গেল সে, সিঁড়ির ওপর, সেখান থেকে গড়িয়ে রাস্তায়।

তার কাছে প্রথমে পৌঁছল পিটার, তারপর রানা।

'কিভাবে পা পিছলাল!'

'কি আশ্চর্য, পড়ল কিভাবে?' অবাক হলো রানা।

'নিজের দোষে,' বলল পিটার। 'গায়ে বৃষ্টির পানি নিয়ে কোচে ও-ই তো ওঠা-নামা করেছে, ভিজে পিছলা হয়ে আছে সিঁড়ি!'

টেরিকে পরীক্ষা করল ওরা। অজ্ঞান হয়ে গেছে সে। পতনের আসল ধাক্কাটা সামলেছে কপাল, মাঝখানে কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। পরীক্ষা করার ছুতোয় তার মাথায় আলতো ভাবে আঙুল বুলাল রানা। টেরির কানের পিছনে প্রায় আধ ইঞ্চি বেরিয়ে আছে সুঁই। পুরোটা বের করে নিয়ে তালুর ভেতর রাখল রানা। জানতে চাইল, 'ডাক্তারকে ডাকব?'

'খুব ভাল হয়।'

অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটল রানা। কাছাকাছি পৌঁচেছে, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর আলো জ্বলে উঠল। ডাক্তারের কাছ থেকে অ্যারোসল ক্যানটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে ভরল ও। মেডিকেল ব্যাগ নিয়ে রানার পিছু পিছু লীড কোচে ছুটে এল ডাক্তার। ঘুমালে কি হবে, খবরের গন্ধ পেয়ে অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেছে—আদর্শ রিপোর্টারদের এই এক গুণ। টেরিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তারা।

'পিছু হটুন,' নির্দেশ দিল ডাক্তার। রিপোর্টাররা সসম্মানে পথ করে দিল, তবে খুব একটা পিছিয়ে গেল না কেউই। ব্যাগ খুলল ডাক্তার, এক টুকরো গজ দিয়ে টেরির কপাল মুছল। ব্যাগটা তার কাছ থেকে বেশ একটু দূরে। বাইরে ঝম ঝম বৃষ্টি, কোচের ভেতর আলো কম, সবাই তাকিয়ে আছে আহত লোকটার দিকে। ব্যাগের ভেতর থেকে অয়েলস্কিনে মোড়া একটা প্যাকেট বের করল রানা, কেউ দেখতে পেল না। সেটাকে নিঃশব্দে গড়িয়ে দিল ও। কোচের তলা দিয়ে ছুটল সেটা, উল্টোদিকের আইল্যান্ডে গিয়ে ধাক্কা খেলো। দেখতে না পেলেও, আওয়াজটা শুনল রানা। ইতোমধ্যে দর্শকদের মাঝখানে মিশে গেছে ও।

সিধে হলো ডাক্তার। 'অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাব, দু'জন সাহায্য করুন আমাকে।' সাহায্যের হাত পাওয়া গেল। টেরিকে তারা তুলতে যাবে, এই সময় ঝড় তুলে হাজির হলো কবীর চৌধুরী।

'আপনার এই লোক আছাড় খেয়েছে, মি. চৌধুরী। জ্ঞান নেই। কোথায় কি রকম লেগেছে দেখার জন্যে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আছাড় খেয়েছে, নাকি ঠেলে ফেলে দেয়া হয়েছে?'

'আমি কি করে জানব? মি. চৌধুরী, আপনি যদি আমাকে দেরি করিয়ে দেন, এই লোকের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।'

'পড়েই গেছে, স্যার,' বলল পিটার। 'সিঁড়ির মাথা থেকে পা পিছলে গিয়েছিল। হাতের কাছে কিছু থাকলে হয়তো সেটা ধরে নিজেকে সামলাতে পারত...'

'ঠিক জানো, পড়ে গেছে?'

'জ্বী-স্যার।' আরও কিছু বলল পিটার, কিন্তু আচমকা ফড়াৎ করে বজ্রপাত হলো, চাপা পড়ে গেল তার কথা। কথাগুলো নতুন করে বলতে হলো তাকে, 'টেরির কাছ থেকে দু'ফিট দূরে ছিলাম, স্যার। আমি নিজে ওকে পড়ে যেতে দেখেছি। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা, সাহায্য করারও সময় পাইনি।'

'তখন প্রদ্যুৎ কোথায় ছিল?'

'টেরির কাছেপিঠে কোথাও ছিলেন না। পাঁচ সারি পিছনে নিজের সীটে, ওই ওখানে ছিলেন তিনি। সবাই যে যার সীটে ছিলেন। না, স্যার, আমি আপনাকে বলছি, এর মধ্যে কোন ঘাপলা নেই। নেহাতই একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

চৌধুরীর অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করল না ডাক্তার। দু'জন লোকের সাহায্য নিয়ে টেরিকে বয়ে নিয়ে চলল সে।

'হুঁ।' রিপোর্টারদের দিকে তাকাল চৌধুরী। রানাকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। তার ট্রাউজার আর শার্ট ভিজে সেঁটে গেছে গায়ের সাথে। ঠাণ্ডায় একবার শিউরে উঠল সে। 'বৃষ্টিটা জ্বালাতন করে মারল দেখছি।' রানার দিকে আরেকবার দৃষ্টি হেনে হন হন করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগোল।

ডাক্তারকে যারা সাহায্য করল তারা নেমে এল, তাদেরকে পাশ কাটিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে উঠল চৌধুরী। ডাক্তার এরই মধ্যে টেরির লেদার জ্যাকেট খুলে নিয়েছে। শার্টের আস্তিন প্রায় কাঁধ পর্যন্ত গুটানো। একটা ইঞ্জেকশন রেডি করছে ডাক্তার।

'ওটা কিসের জন্যে?'

বিরক্ত হয়ে ঘাড় ফেরাল ডাক্তার। 'আপনি এখানে কি করছেন? এখানে শুধু একজন ডাক্তারই মাতব্বরি মারতে পারে। গেটআউট।'

গ্রাহ্য করল না চৌধুরী। যেটা থেকে হাইপোডারমিকে ওষুধ ভরেছে ডাক্তার, সেই টিউবটা তুলে নিল সে। 'অ্যান্টি টিটেনাস?'

টেরির বাহু থেকে সুঁই বের করে নিল ডাক্তার। সেখানে অ্যান্টি-সেপটিক গজ চেপে ধরল। 'অ্যান্টি-টিটেনাস। শরীরের কোথাও চামড়া ফাঁক হলে এই ইঞ্জেকশন নিতেই হবে, আজকাল অশিক্ষিতরাও কথাটা জানে।' টেরির বুকে স্টেথস্কোপ রাখল সে। তারপর পালস দেখল, টেমপারেচার নিল। 'হাসপাতালকে বলুন একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিতে।' টেরির ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষা করতে শুরু করল সে।

'না।'

ব্লাডপ্রেশার পরীক্ষা শেষ করল ডাক্তার। 'কি বললাম? অ্যাম্বুলেন্স ডাকুন!'

'না। আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। টেরির চিকিৎসা এখানেই হবে।'

কথা না বলে লাফ দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে গেল ডাক্তার। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রতিটি ফোঁটা ব্রিজে পড়েই চুর চুর হয়ে লাফিয়ে উঠছে রাস্তা থেকে ছ'ইঞ্চি ওপর পর্যন্ত। টেরিকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসতে যারা সাহায্য করেছিল তাদেরকে সাথে করে একটু পরই আবার ফিরে এল ডাক্তার। একজন বিল গাইডেন, অপরজন রিচ লোগান। 'এঁদের কথায় বিশ্বাস আছে আপনার, মি. চৌধুরী?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। 'ওঁরা জাঁদরেল রিপোর্টার, সবাই সম্মান করে। বাজে কথা বলার লোক নন।'

'আমি জানতে চাই, এসবের মানে কি?' ঠিক রাগ নয়, অসন্তুষ্ট চৌধুরী।

উত্তর না দিয়ে রিপোর্টারদেরকে বলল ডাক্তার, 'টেরি মাথায় আঘাত পেয়েছে। ওর খুলি ফেটে গেছে কিনা আমি জানি না। এক্স-রে ছাড়া নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই। ও নিঃশ্বাস ফেলছে দ্রুত, কিন্তু ছোট করে। পালস দুর্বল, টের পাওয়া যায় কি যায় না। গায়ে জ্বর আছে, ব্লাডপ্রেশার লো। এসব অনেক কিছুরই লক্ষণ হতে পারে। তার একটা, সেরিব্রাল হেমোরেজ। আমার এই রোগীর জন্যে মি. চৌধুরী হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে দিচ্ছে না, এই ঘটনার সাক্ষী থাকলেন আপনারা। আরও সাক্ষী থাকলেন, টেরি যদি মারা যায় তার জন্যে দায়ী হবেন চৌধুরী একা। সেই সাথে আপনারা জানলেন, টেরি যে মারা যাচ্ছে সেটা চৌধুরী ভাল করেই জানেন। জেনেশুনে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর চিকিৎসায় বাধা দেয়া, আইন এধরনের ঘটনাকে হত্যার চেষ্টা বলে ঘোষণা করেছে। তার বেলায় অভিযোগ করা হবে, ফার্স্ট ডিগ্রী মার্ডার। টেরি যদি মারা যায়।'

'মি. চৌধুরী প্রতিবাদ করছেন না,' বিল গাইডেন বলল, 'তারমানে আপনার কথা সত্যি। আমি সাক্ষী থাকলাম।'

'আমিও,' বলল রিচ লোগান।

'আমার সন্দেহ,' ভারী গলায় বলল চৌধুরী, 'ব্রিজের বাইরে টেরিকে পেলে ওরা তাকে আর ফিরে আসতে দেবে না।'

'আপনার আত্মবিশ্বাস কমে আসছে, মি. চৌধুরী,' বলল ডাক্তার। 'যতক্ষণ আপনার জিম্মায় একজন প্রেসিডেন্ট, একজন বাদশা আর একজন প্রিন্স আছেন, টেরির মত একজন সাধারণ ক্রিমিন্যালকে পাল্টা জিম্মি রেখে কার কি লাভ হবে?'

চৌধুরী মন স্থির করল। আইনকে ভয় করার লোক নয় সে, সম্ভবত টেরির কথা বিবেচনা করেই সিদ্ধান্তটা নিল। 'আপনারা কেউ একজন যান, বেডলারকে আমার কথা বললে সে অ্যাম্বুলেন্স ডাকবে।' ডাক্তারের দিকে তাকাল সে। 'হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সে টেরি নিরাপদে উঠুক, ততক্ষণ আপনার ওপর চোখ রাখছি আমি।'

রিপোর্টাররা নেমে গেল। টেরিকে চাদর দিয়ে ঢাকতে শুরু করল ডাক্তার।

সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল চৌধুরী। 'কি করছেন?'

'মানে?'

'ওকে চাদর দিয়ে মুড়ছেন কেন?'

'মুড়ছি না, ঢাকছি,' অসহায় ভঙ্গি করে বলল ডাক্তার। 'আপনার এই সাগরেদ শক পেয়েছে। শক পাওয়া রোগীদেরকে গরম রাখতে হয়।'

ডাক্তারের কথা শেষ হতেই আকাশে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। কাছেই কোথাও পড়েছে বাজটা। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। চৌধুরীর দিকে ফিরে ডাক্তার বলল, 'জানেন, মি. চৌধুরী? আওয়াজটা আমার কাছে মনে হলো কেয়ামতের লক্ষণ।' একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে তাতে ডিসটিল্ড্ ওয়াটার মেশাল সে।

'আমারও একটু দরকার,' বলল চৌধুরী।

'জানি। হেলপ ইওরসেলফ।'

ভিজে কাপড়ে লীড কোচে বসে আছে রানা। দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সের আসা এবং টেরিকে নিয়ে চলে যাওয়াটা এখানে বসেই দেখেছে ও। ঠাণ্ডায় হিহি করছে, কিন্তু মনে মনে খুশি। টেরির ওপর কলম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ছিল কর্ড, ক্যানিস্টার, টর্চ আর অ্যারোসল এই চারটে জিনিস নাগালের মধ্যে আনা। এসে গেছে। প্রথম তিনটে কোচের তলায়, আইল্যান্ডের পাশে পড়ে আছে। শেষটা রয়েছে ওর পকেটে। চৌধুরীর লোকদের মধ্যে টেরি ছিল সবচেয়ে কর্মঠ আর সন্দেহপ্রবণ, তার সরে যাওয়া একটা বোনাস।

জুলিকে কনুই দিয়ে মৃদু একটা ধাক্কা দিল রানা। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর কোচের লোকজন জেগেই আছে, প্রয়োজন ছাড়া মুখ খুলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ও। 'খুব মন দিয়ে শুনবে,' ফিসফিস করে বলল জুলিকে। 'যদি মনে হয় বোকার মত কথা বলছি, তবু আমার কথাগুলো রিপিট করবে না। বলো তো, সৌখিন একটা মেয়ে কি তার সাথে ছোট একটা অ্যারোসল এয়ার ফ্রেশনার রাখতে পারে?'

সবুজ চোখের পাতা ফেলা ছাড়া জুলির মধ্যে আর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। 'না হয় রাখলই; তাতে কি?'

ক্যানটা দু'জনের মাঝখানে রাখল রানা। 'তাহলে তোমার ক্যারি-অলে রেখে দাও এটা, প্লীজ। চন্দন, তবে গন্ধ নিতে চেষ্টা কোরো না।'

'জিনিসটা কি তা আমার ভালই জানা আছে!' ক্যান অদৃশ্য হয়ে গেল। 'এটা নিয়ে যদি ধরা পড়ি, কি হবে আমার? মুচড়ে আমার হাত ভাঙবে চৌধুরী?'

'তা ভাঙবে না। তোমার ক্যারি-অল আগেই সার্চ করা হয়েছে, যে সার্চ করেছে তার মনে থাকার কথা নয় কি দেখেছে না দেখেছে—এই রকম আরও দশ-বারোটা ক্যারি-অল সার্চ করতে হয়েছে তাকে। তাছাড়া, তোমার ওপর কড়া নজর রাখছে না কেউ। আমি ওদের পয়লা নম্বর সন্দেহ।'

রাত দশটার দিকে নিস্তব্ধতা আর ঘুম ফিরে এল কোচে। অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে এখনও, তবে প্রচণ্ডতা অনেক কমেছে। কাঁধের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একবার তাকাল রানা। লিংকন পার্কের দিকে লালচে বা কালচে কোন ব্যাপারই ঘটছে না। ওরা কি তার মেসেজ বুঝতে পারেনি, নাকি ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে অনুরোধটা। উঁহুঁ, এড়াতে পারে না। বুঝতে না পারারও কোন কারণ নেই। আসলে এই তুমুল বৃষ্টিতে আগুন ধরাতে অসুবিধে হচ্ছে ওদের।

দশটা সাতে দক্ষিণ-পশ্চিমে লাল একটা আভা ফুটে উঠল। সম্ভবত রানার চোখেই সবার আগে ধরা পড়ল ব্যাপারটা, কিন্তু অন্যান্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্ব নিজে নিতে চাইল না ও। মাত্র আধ মিনিটের মধ্যে গাঢ় রঙের তেলতেলে শিখা পঞ্চাশ ফিট উঁচু হয়ে উঠল।

ব্যাপারটা নটহ্যামের চোখে পড়ল। হাঁ হয়ে গেল সে। তার কাছে এটা একটা অভিনব দৃশ্য। ড্রাইভারের পিছনে খোলা দরজা, সেটার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল সে, 'আরে দেখুন, দেখুন! কি অদ্ভুত কাণ্ড ! এই বৃষ্টির মধ্যে আগুন!'

এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল সবার। জানালা দিয়ে তাকাল তারা, কিন্তু চাক্ষুষ করাটা ঠিক জুৎসই হলো না। বৃষ্টির ফোঁটা বাড়ি খাচ্ছে জানালায়, ভেতর দিকেও ঘেমে গেছে কাঁচ। খোলা দরজা দিয়ে হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে এল সবাই, বৃষ্টি তো কী হয়েছে। বাইরে থেকে দেখার মতই একটা দৃশ্য। এরই মধ্যে আকাশের দিকে একশো ফিট খাড়া হয়ে উঠেছে আগুনের শিখা, শিখার মাথার ওপর তেলতেলে কালো ধোঁয়ার ছাতা। আগুনের প্রাবল্য এবং আকৃতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। কাছ থেকে আরও ভাল ভাবে দেখার জন্যে আবার সবাই ব্রিজের ওপর দিয়ে রেলিঙের দিকে ছুটল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচের আরোহীরাও ঠিক তাই করছেন। সাড়ম্বরে ধ্বংস হচ্ছে এই রকম একটা কিছু মানুষকে যেভাবে আকর্ষণ করে অন্য আর কিছুই তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে না।

লীড কোচ থেকে প্রথম দফা যারা নেমেছিল তাদের মধ্যে রানাও ছিল। কিন্তু পরে তাদের সাথে যোগ দেয়নি ও। শান্ত ভাবে কোচের সামনে চলে এল। তারপর কয়েক পা পিছু হটল। থেমে অয়েলস্কিন প্যাকেটটা তুলল ও। কারও কোন খেয়াল নেই ওর দিকে। সবাই ছুটছে, তাকিয়ে আছে উল্টোদিকে। প্যাকেট থেকে টর্চ বের করল ও। ওর ডানদিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী আন্দাজ করে টর্চ তাক করল, এস. ও. এস. সিগন্যাল পাঠাল মাত্র একবার। পকেটে টর্চ নিয়ে ব্রিজের কিনারা ধরে এগোল ও। মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখল। খানিক দূর এসেছে, একটা রকেট ছুটতে দেখল ও। তেরছাভাবে দক্ষিণ-পুব আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের সামনে এসে ডাক্তারের পাশে থামল রানা। আর সবার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার। রানাকে বলল, 'আগুন লাগাতে ওস্তাদ!'

'এ তো মাত্র শুরু। পরেরটা দেখে, তারপর বলবেন। আতসবাজির কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। চলুন, রিয়্যার কোচের সামনেটা দেখি।'

দেখল ওরা। পুরো এক মিনিট কেটে গেল, কিছুই ঘটল না। ডাক্তার বলল, 'হুম। চিন্তার কথা?'

'নাহ্। সময়ের একটু হেরফের তো হতেই পারে। সাবধান, চোখের পাতা ফেলবেন না।'

চোখের পাতা ফেলল না ডাক্তার, কাজেই দেখতে পেল সে। নীলচে-সাদা রঙের ছোট্ট কিন্তু তীব্র একটা ঝলকানি, সিকি সেকেন্ড পরই অদৃশ্য হলো আবার। 'আপনিও দেখলেন কি?'

'হ্যাঁ। যতটা আশা করেছিলাম তারচেয়েও কাছে।'

'রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার খতম?'

'সন্দেহ নেই।'

'কোচের ভেতর ওরা কিছু টের পায়নি তো?'

'রিয়্যার কোচে কেউ থাকলে তো,' বলল রানা। 'সবাই ওরা ব্রিজে। কিন্তু প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পিছন দিকে কিছু নড়াচড়া টের পাচ্ছি। চৌধুরী বোধহয় জেরা করছে কাউকে।'

রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে কবীর চৌধুরী। পাশে বেডলারকে নিয়ে টেলিফোনে কথা বলছে সে।

'চোপ! আমি যা বলছি তাই হবে! খোঁজ নাও, এখুনি।'

'আপনি শুধু শুধু আমাকে ধমক মারছেন,' অপরপ্রান্ত থেকে ক্লান্ত সুরে বললেন পুলিস চীফ। 'প্রাকৃতিক খেয়ালে আমি বাদ সাধি কিভাবে? আপনাকে বুঝতে হবে, গত দু'পাঁচ বছরের মধ্যে এ-শহরে এটাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বজ্র-বৃষ্টি। ছোটখাট বিশ পঁচিশটা আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ারমাস্টার আমাকে জানিয়েছেন, তাঁর দমকল কর্মীরা সবাই বেরিয়ে পড়েছে আগুন নেভাতে...'

'আমি অপেক্ষা করছি, ডিকসন।'

'আমিও অপেক্ষা করছি। আর, একমাত্র ঈশ্বরই জানেন লিংকন পার্কে আগুন লাগলে তাতে আপনার কি ক্ষতি। বাতাস বইছে পশ্চিম দিকে, ধোঁয়াটা আপনাদের কাছে পিঠেও যাবে না। আসলে, মি. চৌধুরী, ছায়া দেখলেই চমকে উঠছেন আপনি। এক সেকেন্ড। দেখি কি রিপোর্ট এল।' কয়েক সেকেন্ডের বিরতি, তারপর আবার কথা বললেন পুলিস চীফ, 'পার্ক করা তিনটে রোড অয়েল ট্যাংকার। একটার হোস পাইপ মাটিতে ঠেকে ছিল, তারমানে আর্থিং করা ছিল। ট্যাংকারের গায়ে বাজ পড়তে দেখেছে লোকেরা। এক জোড়া ফায়ার ইঞ্জিন পৌঁছে গেছে, আগুন এখন আয়ত্তের মধ্যে। সন্তুষ্ট?'

জবাব না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল চৌধুরী।

দমকল বাহিনীর লোকেরাই আগুন ধরিয়েছে, আগুনটাকে বাড়তে দিয়ে তারপর আবার তারাই নেভাচ্ছে সেটাকে। দাউ দাউ আগুন ধরা তেলের ব্যারেলগুলোর ওপর এক্সটিংগুইশার দিয়ে ফোম ঢালছে তারা। আগুন ধরাবার পনেরো মিনিট পর সম্ভব হলো সেটাকে নেভানো।

ব্রিজে ওরা যারা দেখছিল, হতাশ চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সবাই। খেলা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে জানলে এই বৃষ্টির মধ্যে কোচ থেকে হয়তো নামতই না কেউ। কিন্তু ওরা জানে না, আজ রাতের বিচিত্র অনুষ্ঠান মাত্র শুরু হয়েছে।

উত্তর দিকে আরও একটা আগুন লাগল। এমন কি আগেরটার চেয়েও দ্রুত বাড়তে লাগল সেটা। এক সময় এমন উজ্জ্বল আর গাঢ় হয়ে উঠল যে তুলনায় ডাউন-টাউন সানফ্রান্সিসকোর কংক্রিট টাওয়ারের আলোগুলোকেও ম্লান দেখাল। নিজের কোচে ফিরে এসেছিল কবীর চৌধুরী, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে ছুটল আবার। পিছন দিকের কমিউনিকেশন সেকশনে একটা বেল বাজছে। ছোঁ দিয়ে

রিসিভার তুলল চৌধুরী। ফোন করেছেন পুলিস চীফ।

'অন্তত এই একবার আপনার চেয়ে আমি আগে। না, এই আগুনের জন্যেও আমরা দায়ী নই, মি. চৌধুরী। এমন একটা জায়গায় কেন আমরা আগুন ধরাব, যার ধোঁয়া আপনাদের দিক থেকে আরও দূরে পুব দিকে সরে যাবে?'

'কম কথায় সারো, ডিকসন,' কঠিন সুরে বলল চৌধুরী।

'আবহাওয়া অফিসার বলছে, প্রতি তিন কি চার সেকেন্ড অন্তর একটা করে বাজ পড়ছে। গড়পড়তা হিসেবে প্রতি বিশটার মধ্যে একটা বাজ আগুন ধরিয়ে থাকে। এগুলো মেঘ থেকে মেঘে নয়, মেঘ থেকে মাটিতে পড়ছে। নতুন কিছু ঘটলে জানাব।'

এই প্রথম চৌধুরীর আগে রিসিভার রেখে দিলেন পুলিস চীফ। নিজের রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামাল চৌধুরী। এই প্রথম তার ভুরু আর ঠোঁটের দুই কোণে উদ্বেগের রেখা ফুটল।

নীল আভা নিয়ে ছয় থেকে সাতশো ফিট উঁচু হলো আগুনের শিখা, শহরের সবচেয়ে উঁচু ভবনের প্রায় সমান। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আকাশ, যেমন ঘন তেমনি রুক্ষ মেজাজী, তেলে আগুন ধরিয়ে কয়েকশো নষ্ট টায়ার তাতে ফেলে দিলে এই রকমই হবার কথা। তবে এই আগুন ছড়িয়ে পড়বে সে ভয় নেই। কাছেই রয়েছে দানব আকৃতির ছয়টা ফায়ার ইঞ্জিন আর ছয়টা মোবাইল ফোম ওয়াগন।

বাতাস উল্টো দিকে বইছে দেখে ব্রিজের দর্শকরাও বুঝল, আগুন শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। পুব দিকে ক্র্যাশ ব্যারিয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মেয়র মাইক সিলভার, হাত দুটো শক্ত মুঠো, ছলছল করছে চোখ। একঘেয়ে সুরে অভিশাপ বর্ষণ করছেন তিনি।

রানাকে ডাক্তার অ্যাম্বু বলল, 'সম্ভবত বাদশা আর প্রিন্সের তেলই পুড়ছে। সেটা জেনে ওরা কি খুশি হবেন?' রানা কোন মন্তব্য করল না। 'এবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেননি তো, মি. মিত্র?'

'দিয়াশলাই আমার হাতে ছিল না,' বলল রানা। মুচকি হাসল ও। 'চিন্তা করবেন না, ওরা ওদের কাজ বোঝে। এখন আতসবাজি পোড়ানোটা কি রকম হবে সেটাই দেখার বিষয়।'

প্রেসিডেনশিয়াল কমিউনিকেশন সেন্টারে আবার ফোন বাজল। সাথে সাথে রিসিভার তুলল কবীর চৌধুরী।

'ডিকসন। ফোর্ট ম্যাসনের একটা অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক।' ফোর্ট ম্যাসনে কোন অয়েল স্টোরেজ ট্যাংকের অস্তিত্ব নেই। তথ্যটা চৌধুরীর জানা না থাকারই কথা। এইমাত্র ফায়ার কমিশনারের সাথে রেডিওতে কথা হলো। আগুনটা সম্পর্কে তিনি বললেন, 'যত গর্জে তত বর্ষে না। বিপদের তেমন কোন ভয় নেই।'

'কিন্তু ওগুলো কি, তাহলে?' হুঙ্কার ছেড়ে জানতে চাইল চৌধুরী।

'কোন্‌গুলো কি, মি. চৌধুরী?'

'আতসবাজি। কয়েক ডজন। কানা, নাকি ভান করছ?'

'যেখানে বসে আছি, কই, কিছুই তো চোখে পড়ছে না! ওয়েট।' কমিউনিকেশন ওয়াগনের পিছনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন পুলিস চীফ। চৌধুরী কিছু বাড়িয়ে বলেনি। একদিকের আকাশ আতসবাজিতে প্রায় ঢাকাই পড়ে গেছে। মুগ্ধ হবার মত একটা দৃশ্য। যেমন তাদের রঙের বাহার তেমনি তাদের ডিজাইন। দূর আকাশে উঠে গিয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে ওগুলো, রাতের কালো আকাশের গায়ে নক্ষত্র দিয়ে গাঁথা মালা হয়ে ভাসছে বাতাসে। উত্তর পুব দিকে ছোঁড়া হচ্ছে ওগুলো, ওই দিকটাই পানির সবচেয়ে কাছাকাছি—তারমানে, প্রতিটি আতসবাজি সান ফ্রান্সিসকো বে-তে পড়ে নিভে যাবে। আপনমনে হাসলেন পুলিস চীফ। চৌধুরী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে, তা না হলে ব্যাপারটা লক্ষ করত সে। ফোনের কাছে ফিরে এলেন তিনি।

'হ্যাঁ, দেখলাম। মনে হলো চায়নাটাউনের দিক থেকে আসছে। নিশ্চয়ই ওরা নিউ ইয়ার উদ্‌যাপন করছে না। চেক করে দেখি, দাঁড়ান।'

ডাক্তার অ্যাম্বুকে রানা বলল, 'আপনার এই সাদা কোট গা থেকে নামান। অন্ধকারে নড়াচড়া করলে লোকের চোখে পড়ে।' ডাক্তারকে সাদা কলমটা ধরিয়ে দিল ও। 'কিভাবে ব্যবহার করতে হয় জানেন তো?'

'ক্লিপ টিপে ধরে মাথার বোতামে চাপ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ। কেউ যদি একেবারে সামনে চলে আসে, তাক করবেন মুখে। সুঁইটা বের করে নিতে হবে।'

'শেষ পর্যন্ত একজন ডাক্তারকে দিয়ে আপনি···'

'প্রেসিডেন্ট যে আপনার নিজের এলাকার লোক, কথাটা ভুলে গেলেন?'

রিসিভার তুলল কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'চায়নাটাউনই। ওখানের একটা আতসবাজির কারখানায় বাজ পড়েছে। ঝড়টা যাই যাই করেও যাচ্ছে না। আরও ক'জায়গায় যে আগুন লাগবে, যীশুই বলতে পারে।'

কোচ থেকে নেমে এসে পুব ব্যারিয়ারের কাছে পেরটের পিছনে চলে এল চৌধুরী। পেরট ঘুরে দাঁড়াল।

'এরকম সাধারণত দেখা যায় না, চীফ।'

'ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি না, পেরট,' গম্ভীর গলায় বলল চৌধুরী।

'চীফ?' পেরটের প্রশ্নের মধ্যে রাজ্যের উৎকণ্ঠা।

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের বিরুদ্ধে এসব ওদের চাল। চক্রান্ত।'

'কিন্তু চীফ; এগুলো আমাদের ক্ষতি করবে কিভাবে? যতটুকু বুঝতে পারছি, কিছুই তো বদলায়নি। ওই আগুন বা আতসবাজি আমাদেরকে যদি পোড়াতে আসে, প্রেসিডেন্ট আর জিম্মিরাও কি অক্ষত থাকবেন?'

'তবু···'

কথা শেষ করতে পারল না চৌধুরী, কারণ ঠিক তখনই গোটা ব্রিজ আর উত্তর সান ফ্রান্সিসকো ঢাকা পড়ে গেল অন্ধকারে।

অটুট নিস্তব্ধতা। ব্রিজে যেন একটা মানুষ নেই। অন্ধকার যে গাঢ় হলো তা নয়। কোচগুলো থেকে মৃদু আলো বেরিয়ে আসছে। আতসবাজির কমলা-লাল রঙের আভাও পড়েছে ব্রিজে। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। ফিসফিস করে পেরট বলল, 'এখন আমারও মন খুঁত খুঁত করছে, চীফ।'

'জেনারেটার চালু করো। দক্ষিণ আর উত্তর টাওয়ারের সার্চ লাইট জ্বালব আমরা। সেলফ-প্রপেলড কামানগুলো রেডি করো, লোড করো, ক্রুদের তৈরি থাকতে বলো। প্রতিটা কামানের সাথে তিনজন করে লোক রাখো, প্রত্যেকের কাছে সাব-মেশিনগান থাকবে। ওদেরকে সতর্ক করার জন্যে আমি দক্ষিণে যাচ্ছি, তুমি যাও উত্তরে। তারপর দু'দিকেরই চার্জে থাকবে তুমি। বেজন্মা ডিকসন কি বলতে চায় শুনব আমি।'

'আপনি নিশ্চয়ই ব্রিজের বাইরে থেকে সশস্ত্র আক্রমণ আশঙ্কা করছেন না?'

'কি আশঙ্কা করব, আমি জানি না। সবদিক থেকেই আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে, পেরট। জলদি!'

দক্ষিণ দিকে ছুটল চৌধুরী। রিয়্যার কোচের পাশ দিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে ডাকল, 'বেডলার! জেনারেটার! জলদি!'

চৌধুরী আর পেরট যে যার গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই চালু হলো জেনারেটার। সার্চ লাইটের চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল দক্ষিণ আর উত্তর টাওয়ার। ব্রিজের মাঝখানে এর ফল হলো উল্টো, অন্ধকার দানা বাঁধল সেখানে। কামান রেডি করা হলো, মেশিনগানাররা প্রস্তুত। নিজের জায়গায় থেকে গেল পেরট, কিন্তু ছুটে মাঝখানের কোচে ফিরে এল চৌধুরী।

এত ছুটোছুটি আর সাবধানতা, সবই আসলে বৃথা। ওদের উচিত ছিল রানাকে খুঁজে বের করা।

ছয়

সামনের হেলিকপ্টারে রয়েছে রানা। হাতে শাটার লাগানো ফ্ল্যাশলাইট, আলোটা সুতোর চেয়ে একটু যদি মোটা হয়। ট্রিগারিং ডিভাইস খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হয়নি ওর। পাইলটের সীট আর তার পেছনের সীটের মাঝখানে রয়েছে ওটা।

ছোট্ট ছুরির ডগা দিয়ে এরই মধ্যে টপ-প্লেটের চারটে স্ক্রু খুলে ফেলেছে রানা। ডিভাইসটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার বা কানেকশন বিচ্ছিন্ন করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। তাহলে কবীর চৌধুরী মেরামত করে নেবে। টার্মিনাল থেকে ক্রোকোডাইল ক্লিপ খুলে নিল ও, তুলে নিল নিফ সেলগুলো, দুটোর মাঝখানের কানেকশন ছিঁড়ে দুটো আলাদা পকেটে ভরল ওগুলো। চৌধুরীর কাছে স্পেয়ার সেল না থাকারই কথা। অন্তত থাকার কোন কারণ নেই। জায়গামত বসিয়ে টপ কাভারে স্ক্রু আঁটতে শুরু করল ও।

*

পুলিস চীফ রাগ চেপে রাখতে পারলেন না, যেন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। 'আমাকে আপনি কি মনে করেন, মি. চৌধুরী? জাদুকর হুডিনি? এখানে বসে আঙুল নাড়ব আর শহরের অর্ধেক, গোটা উত্তর দিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে? আমি আবার বলছি, সম্ভবত দুটো মেইন ট্র্যান্সফর্মার নষ্ট হয়ে গেছে। কেন নষ্ট হয়েছে জানার জন্যে প্রতিভার দরকার নেই। আর, কাউকে যদি জিজ্ঞেস করতেই হয়, আকাশে আমাদের পুরানো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন।'

কবীর চৌধুরী গুম মেরে আছে।

'কি ভয় করছেন আপনি?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলেন পুলিস চীফ। 'আপনার বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট পাঠাব? আমরা জানি, আপনার কাছে হেভি কামান আর সার্চলাইট আছে। জিম্মিদের কথাও আমরা ভুলিনি। আসলে, মি. চৌধুরী, নিজের ওপর আপনি আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। আবার যোগাযোগ করব।'

যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে দেখে রিসিভার নামিয়ে রাখল চৌধুরী। ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে আছে। হাত দুটো মুঠো পাকানো। অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'বার বলা হলো, তার নাকি আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটছে।

সীট ছেড়ে উঠল না সে।

হেলিকপ্টারের দরজা আস্তে করে বন্ধ করল রানা, ঝুপ করে লাফ দিয়ে নিচে নামল। খানিকটা দূরে ডাক্তার অ্যাম্বুর কাঠামো দেখল ও, পিছনে আগুনের টাওয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টাওয়ারটা এখনও আকাশ ছুঁয়ে আছে, কিন্তু ছোট আর নিস্তেজ হয়ে আসছে দ্রুত।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল ডাক্তার। রানা বলল, 'চলুন, পশ্চিম দিকে যাই। শূটিং প্র্যাকটিসের সুযোগ পেলেন?'

'ওদিকে কেউ তাকায়নি পর্যন্ত, কাছে আসা তো দূরের কথা। তাকালেও, অন্ধকারে কিছু দেখতে পেত না।' আতসবাজি আর আগুনের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ব্রিজের মাঝখানে চোখ ফেরালে গভীর অন্ধকারই দেখতে পাবার কথা। সাদা কলমটা রানাকে ফিরিয়ে দিল ডাক্তার। 'আপনার জিনিস আপনার কাছেই থাক।'

'আপনিও তাহলে আপনার ফ্ল্যাশলাইট ফিরিয়ে নিন,' বলে সেটা ডাক্তারের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'এবার আপনার অ্যাম্বুলেন্সে ফেরা উচিত। জেনারেলকে কি দিতে হবে মনে আছে? আপনাকেই পৌঁছে দিতে হবে। তাঁর সাথে আমাকে কেউ দেখুক, চাই না। বলবেন, আমার অনুমতি পাবার আগে যেন ব্যবহার না করেন। এই জিনিস আগে কখনও দেখেছেন?' পকেট থেকে একটা সেল বের করে ডাক্তারের হাতে দিল ও। অন্ধকার, জিনিসটা কি দেখার জন্যে চোখের কাছে তুলতে হলো ডাক্তারকে।

'এক ধরনের ব্যাটারি?'

'হ্যাঁ। ট্রিগারিং ডিভাইসে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে থাকে। দুটো ছিল,

দুটোই নিয়ে এসেছি।'

'এবং আসা-যাওয়ার কোন চিহ্ন রেখে আসেননি?'

'না।'

'তাহলে তো আগে যেতে হয় ব্রিজের কিনারায়।'

গোল্ডেন গেটে সেল দুটো ফেলে অ্যাম্বুলেন্সে চলে এল ওরা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে রানা ফিসফিস করে বলল, 'হঠাৎ আলো জ্বলতে দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারে, তারচেয়ে টর্চ জ্বালুন।'

'হ্যাঁ। আলো দেখে ভাবতে পারে আতসবাজি না দেখে এখানে আমরা কি করছি।' ফ্ল্যাশলাইটটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডাক্তার। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট ইউনিটের সীল ভাঙতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না তার। কয়েকটা ইকুইপমেন্ট তুলে সরিয়ে রাখল, তারপর ভেতরের ছোটখাট কলকব্জা নাড়াচাড়া করে তলার দিকে লুকিয়ে থাকা একটা কম্পার্টমেন্ট খুলল। ভেতর থেকে তুলে আনল সায়ানাইড গান।

আবার ইকুইপমেন্ট ভরে ইউনিট সীল করল ডাক্তার। সায়ানাইড গান পকেটে ভরে নিচু গলায় ঘোষণা করল, 'এখন আমি এই ব্রিজের সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক।'

ফোনে পুলিস চীফ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছিল। ট্র্যান্সফর্মার নষ্ট হয়নি। শহরের ইলেকট্রিক ইকুইপমেন্টের ওপর আজ রাতে কি রকম চাপ পড়েছে আন্দাজ করুন। জেনারেটারের ওভারলোড কয়েল জ্বলে গেছে।'

'কতক্ষণ?' কবীর চৌধুরী জানতে চাইল।

'কয়েক মিনিট।'

অভ্যেস মত পুব ব্যারিয়ারের কাছে একাই দাঁড়িয়ে ছিলেন জেনারেল পীল। পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে দেখতে পেলেন তিনি। চাপা গলায় ডাক্তার বলল, 'কথা আছে, জেনারেল।'

সান ফ্রান্সিসকো আর গোল্ডেন গেট ব্রিজের আলো পাঁচ মিনিট পর ফিরে এল। প্রেসিডেনশিয়াল কোচ থেকে নেমে এসে পেরটের সাথে দেখা করল চৌধুরী। চেহারা শান্ত, উদ্বেগের কোন ছাপ নেই। 'বিপদ কেটে গেছে তা মনে কোরো না। আরও কিছুক্ষণ সবাইকে সতর্ক অবস্থায় রাখো।'

'মন খুঁত খুঁত···?'

'ওটা আমার চিরকেলে স্বভাব।'

শেষ আতসবাজিটাও নিভে গেল। ফোর্ট ম্যাসনের আগুনটাও এখন আর নেই, ওদিকে শুধু লাল একটা আভা দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমক আর বজ্রপাত অনেক কমেছে, কিন্তু বৃষ্টি ধরে এলেও থামার কোন লক্ষণ নেই। আজ রাতে যদি সান ফ্রান্সিসকোয় আগুন লাগত্ও, এই বৃষ্টিই নিভিয়ে ফেলত সেটাকে। উপভোগ্য

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে, এতক্ষণে যেন এই প্রথম সবাই উপলব্ধি করল, ঠাণ্ডায় হি হি করছে তারা। কোচে ফেরার জন্যে হুটোপুটি পড়ে গেল।

জুলি ফিরে এসে দেখল জানালার ধারের সীটে বসে আছে রানা। একটু ইতস্তত করে পাশের খালি চেয়ারটাতেই বসে পড়ল সে। 'আমার সীটটা তোমার দরকার হলো কেন?'

'প্যাসেজে যাবার সময় তোমার ঘুম ভাঙাতে চাই, তাই।'

'জানতে পারি, বীরপুরুষ কোথায় যেতে ইচ্ছে করেন?'

'সত্যিই কি জানতে চাও? আমার মনে হয়, জানতে না চাইলেই ভাল করবে। মুচড়ে কেউ হাত ভেঙে দিচ্ছে, কল্পনা করতে কেমন লাগে?'

'কিন্তু পুলিস চীফ বলেছেন, চৌধুরী মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে না।'

'পুলিস চীফ শান্ত চৌধুরীর কথা বলেছেন। অশান্ত চৌধুরী করতে পারে না এমন কাজ নেই।'

শিউরে উঠল জুলি। এজন্যে পাতলা, ভিজে কাপড়টাই শুধু দায়ী নয়। 'থাক, বাবা! ওসব জেনে দরকার নেই আমার। তুমি কখন···?'

'মাঝরাতের ঠিক আগে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল জুলি। 'ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না।'

'চমৎকার। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ধাক্কা দিয়ো।' চোখ বুজল রানা, জুলির মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর প্রায় এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এমন কি জুলিও জেগে নেই, রানার কাঁধে মাথা রেখে দিব্যি হালকা নাক ডাকছে। খানিক পর পর এসে দেখে যাবার জন্যে টেরি নেই, কাজেই সুযোগটা পিটার নটহ্যামও নিচ্ছে—একটানা না ঘুমালেও, ঘুমাচ্ছে। বুকে চিবুক ঠেকিয়ে ঢুলছে সে, মাঝে মধ্যে ঝাঁকি দিয়ে সিধে করছে মাথা। চোখ বুজে জেগে আছে শুধু রানা, মাঝরাতে টহলে বেরনো বিড়ালের মত সতর্ক। জুলির গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে কানে কানে বলল, 'যাবার সময় হয়েছে।'

রানার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সিধে হলো জুলি। চোখ পিট পিট করে তাকাল রানার দিকে। কোচের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, ব্রিজ আর ড্রাইভিং সীটের মাথা থেকে অল্প যা একটু আলো আসছে।

'অ্যারোসলটা দাও।'

'কি দেব?' হঠাৎ সম্পূর্ণ জেগে উঠল জুলি। আবছা অন্ধকারে তার চোখের সাদা অংশটুকু এখন পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। 'ও, হ্যাঁ।' সীটের তলায় হাত দিয়ে অ্যারোসল ক্যানটা বের করে আনল সে। কোটের বাঁ দিকের ভেতর পকেটে সেটা আটকে রাখল রানা। জুলি জানতে চাইল, 'ফিরবে কখন?'

'ভাগ্য ভাল হলে, বিশ মিনিটের মধ্যে। বড়জোর আধঘণ্টা। তবে ফিরব।'

কিছু বুঝতে না দিয়ে হঠাৎ রানার নাকের পাশে চুমু খেলো জুলি। 'প্লীজ, টেক কেয়ার।'

প্রয়োজনীয় একটা উপদেশ, কাজেই রানা কোন মন্তব্য করল না। 'প্যাসেজে

বেরিয়ে যাও। আওয়াজ না করে।'

জুলিকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগোল রানা, হাতে সাদা কলম। নটহ্যামের বুকে থুতনি ঠেকে রয়েছে। এক ফুট দূর থেকে বোতামে চাপ দিল রানা, নটহ্যামের বাঁ কানের পিছনে বিঁধল সুঁইটা। তাকে ধরে সীটের পিঠে হেলান দেয়াল রানা। চেহারায় কোন বিশেষ ভাব না নিয়ে ঘটনাটা ঘটতে দেখল জুলি। নিচের শুকনো ঠোঁটটা একবার শুধু ভিজিয়ে নিল।

একজন টহল গার্ড আছে, জানে রানা। বারকয়েক তাকে দেখেছেও। ড্রাইভারের খোলা দরজা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল ও। আসলেও একজন গার্ডকে দেখা গেল, দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। যেভাবে আসছে, কোচের গা ঘেঁষে যাবে না, পাশ কাটাবে বেশ একটু দূর থেকে। লোকটার কাঁধ থেকে একটা মেশিন-কারবাইন ঝুলছে। রানার মনে হলো, লোকটা বোধহয় ওয়াল্টার, হেলিকপ্টারের একজন পাইলট। তারপর ভাবল, ভুলও হতে পারে।

নটহ্যামের মৃদু রিডিং লাইট নিভিয়ে দিয়ে ওখানেই থাকল রানা। হাতে ছিল অ্যারোসল ক্যান, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে বের করল কলমটা। নক আউট সুঁইয়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পর একজন লোকের মনে হবে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ সকালের অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা, নক-আউট গ্যাসের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার পর অসুস্থ লাগে এবং বমি পায়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, সে ঘুমায়নি, তাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। এই ব্যাপারটা চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করুক ওয়াল্টার, ও তা চায় না।

বোতামে চাপ দিল রানা, সেই সাথে লাফ দিল যাতে ওয়াল্টার পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলতে পারে। ওয়াল্টার ব্যথা পেলে বা আহত হলে ওর কিছু এসে যায় না, কিন্তু রোডের ওপর মেশিনগান পড়ে শব্দ হলে বিপদ ঘটতে পারে। ওয়াল্টারের ঘাড় থেকে সুঁইটা উদ্ধার করল, টেনে-হিঁচড়ে কোচে তুলল তাকে। ড্রাইভিং সীটের সামনের একটুখানি জায়গার ভেতর ঠেলে বসিয়ে দিল অচেতন শরীরটা। আরোহীদের কারও ঘুম ভাঙলেও দেখতে পাবে না ওয়াল্টারকে।

সব দেখল জুলি। কিছু নেই চেহারায়। শুধু আরেকবার ঠোঁট ভেজাল সে।

এবার সামনের দরজা দিয়ে ব্রিজে উদয় হলো রানা। এদিকে আলো বেশি, যেন অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এল ও। জানে, উত্তর আর দক্ষিণ তীর থেকে নাইট-গ্লাসের সাহায্যে ওর প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করা হচ্ছে। অপর দুটো কোচে কেউ পাহারায় আছে কিনা কে জানে, হয়তো কেউ জেগেই নেই। থাকলেও কিছু এসে যায় না, দুটো কোচের একটা থেকেও কেউ ওকে দেখতে পাবে না।

রানা জানে না, রিয়্যার কোচে জেগে রয়েছে পেরট আর বেডলার। নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা।

ক্র্যাশ ব্যারিয়ার পেরিয়ে রেলিঙের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ঝুঁকে নিচে তাকাল ও। শুধু অন্ধকার, দেখা যায় না কিছু। সাবমেরিন ওখানে থাকতেও পারে, নাও পারে। পিছিয়ে এসে কোচের তলা থেকে অয়েলস্কিন প্যাকেটটা বের করল

ও। ভেতরে একটা ফিশিং লাইন আর ভারী ল্যাবরেটরি স্যাম্পল ক্যানিস্টার রয়েছে। ফিশিং লাইন থেকে হুক আর টোপ কেটে ফেলে দিল, তার বদলে লাইনের মাথায় বাঁধল ক্যানিস্টার। রেলিঙের ওপর দিয়ে অপর দিকে ঝুলিয়ে দিল সেটা, চৌকো কাঠের কাঠামো থেকে খুলে ছাড়তে শুরু করল লাইন। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড পর থামল ও, লাইনটা আলতো ভাবে ধরে আছে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝখানে। টান অনুভব করবে, অপেক্ষা করছে এই আশায়।

লাইন নড়ছে না। আরও দশ ফিট নিচে নামাল রানা। তবু কোন টান নেই। তাহলে কি সরে গেছে সাবমেরিন? স্রোত আর ঢেউ খুব বেশি, তাই হয়তো ঠিক পজিশনে সেটাকে রাখতে পারেনি ক্যাপ্টেন।

কিন্তু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নির্বাচিত লোক হবে ক্যাপ্টেন, অসম্ভব হলেও ঠিক জায়গায় সাবমেরিন রেখে দায়িত্বের পরিচয় দেয়ার কথা তার। আরও দশ ফিট নিচে লাইন নামাল রানা। দুই আঙুলের মাঝখানে কেঁপে উঠল লাইন। পরম স্বস্তি বোধ করল ও।

বিশ সেকেন্ড পর আবার টান পড়ল লাইনে, পরপর দু'বার। দ্রুত সেটাকে তুলতে শুরু করল ও। যখন বুঝল সবটা উঠে আসতে আর মাত্র কয়েক ফিট বাকি, নিচের দিকে যতটা সম্ভব ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে টানতে লাগল। ব্রিজের গায়ে রেডিওটা বাড়ি খাক, চায় না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হাতে চলে এল একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ। টোপ ফেলে কি শিকার মিলল দেখার জন্যে কোচের পাশে, আলোয় চলে এল ও। ব্যাগের গলা থেকে প্যাঁচানো লাইন খুলে ভেতর থেকে বের করে আনল খুদে একটা চকচকে ট্র্যানজিসটরাইজড ট্র্যানসিভার।

'মাঝরাতে মাছ ধরার নেশা, মি. প্রদ্যুৎ?' রানার পিছন থেকে বলল পেরট।

এক সেকেন্ড, তার বেশি না, নড়ল না রানা। ব্যাগটা ধরে আছে বুক সমান উঁচুতে, একটা হাত বাঁ দিকের কোট পকেটে ঢুকে গেল চুপিসারে।

'কি মাছ পেলেন সেটা একটু দেখতে চাই,' আবার বলল পেরট। 'ঘুরুন, কিন্তু সাবধানে, মি. প্রদ্যুৎ। আপনি যদি আচমকা কিছু করতে শুরু করেন, ট্রিগারে চেপে বসা আমার আঙুলটাও···বুঝতেই পারছেন।'

ঘুরল রানা। অত্যন্ত সাবধানে। অ্যারোসল ক্যান এরই মধ্যে ব্যাগে ভরে নিয়েছে ও। বলল, 'শেষ পর্যন্ত তাহলে ধরাই পড়ে গেলাম!'

'চীফ ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন।' পেরটের কুমড়ো আকৃতির চেহারায় কোন ভাব নেই, চোখ দুটো মায়াভরা, দাঁড়িয়ে আছে রানার কাছ থেকে পাঁচ কি ছয় ফিট দূরে। মেশিন-পিস্তলটা আলগাভাবে দু'হাতে ধরে আছে, কিন্তু তর্জনী দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছে ট্রিগার। এই দূরত্বের অর্ধেকটা পেরোবার আগেই গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে রানা। পরিষ্কার বোঝা গেল, রানার কাছ থেকে কোন রকম প্রতিরোধ আশা করছে না পেরট।

'কি আছে ওই ব্যাগে?' জানতে চাইল পেরট।

অত্যন্ত সাবধানে ব্যাগের ভেতর হাত ভরে ধীরে ধীরে অ্যারোসল ক্যানটা বের করে আনল রানা। জিনিসটা এতই ছোট, হাতের ভেতর প্রায় লুকিয়ে থাকল। ও জানে, এর রেঞ্জ দশ ফিট। অন্তত ডাক্তার তাই বলেছে। এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে

কতটা বিশ্বাসযোগ্য অ্যাম্বু।

ডান বগলের নিচে মেশিন-পিস্তল নিয়ে ব্যারেলটা সরাসরি রানার দিকে তাক করল পেরট। 'দেখতে দিন আমাকে।'

শান্তভাবে হাতটা লম্বা করে দিল রানা। পেরটের মুখ তিন ফিটের বেশি দূরে নয়, এই সময় বোতামে চাপ দিল ও। হাতের ক্যান ছেড়ে দিয়েই ছোঁ দিয়ে পেরটের মেশিন-পিস্তল কেড়ে নিল ও। পায়ের কাছে সদ্য পড়া শরীরটার দিকে তাকাল। নড়ার কথাও নয়, নড়ছেও না। অ্যারোসল ক্যান তুলল ও, ট্র্যানসিভার বের করে সুইচ অন করল। 'রানা।'

'হ্যামিলটন।'

আওয়াজ আরও কমাল রানা। 'এটা কি একটা ক্লোজড ভি-এইচ-এফ লাইন? কারও শুনতে পাবার কোন উপায়ই নেই?'

'নেই।'

'রেডিওর জন্যে ধন্যবাদ। এখানে আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। একজনকে সরাতে চাই। রস পেরট আমাকে ধরেছিল, কিন্তু ওকে আমি ধরেছি। গ্যাস কেস। ওকে গোল্ডেন গেটে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু মন চাইছে না। এমন কিছু করেনি সে যাতে ওর ওপর এতটা নিষ্ঠুর হতে পারি। বলা যায় না, ওকে হয়তো রাজসাক্ষী করা যেতে পারে। ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলতে পারি?'

নতুন একটা কণ্ঠস্বর শুনল রানা। 'ক্যাপ্টেন বলছি। কমান্ডার মরিসন।'

'কংগ্রাচুলেশন্স, ক্যাপ্টেন। এবং রেডিওর জন্যে ধন্যবাদ। অ্যাডমিরালকে কি বলেছি, আপনি শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'লোকটার জ্ঞান নেই,' বলল রানা। 'প্যাসেঞ্জার হিসেবে ওকে নিতে পারেন?'

'আমার ওপরে নির্দেশ আছে, আপনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে।'

'সহজে টেনে তোলা যায় এই রকম লাইন বা রশি আছে? পাঁচশো ফিট দরকার আমার।'

'দাঁড়ান, চেক করে দেখি।' খানিক পর আবার ক্যাপ্টেনের গলা পেল রানা। 'আমাদের কাছে তিনটে ত্রিশ ফ্যাদমের কয়েল আছে। জোড়া লাগাতে হবে আর কি।'

'গুড।' লাইনের এক মাথায় পেরটের মেশিন-পিস্তলটা বাঁধল রানা। 'লাইন নেমে যাচ্ছে। মেশিন-পিস্তলটা খুলে নেবেন। আপনার রশি পেলে ওটা আমি রেলিঙে একবার মাত্র পেঁচিয়ে নেব, তারপর রেলিঙের নিচে দিয়ে ফেলে দেব ডগাটা, তাতে পেরট ঝুলবে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

লাইন টেনে রশি তুলল রানা। রশিটা রেলিঙে পেঁচিয়ে পেরটের কাছে চলে এল : পেরটের কোমর আর বগলের তলায় ফাঁস পরাল ও, অজ্ঞান শরীরটা তুলে নিয়ে এল ব্রিজের কিনারায়। রেডিওতে জানতে চাইল, 'রেডি?'

'রেডি।'

কিনারা থেকে ব্রিজের নিচে পেরটকে নামিয়ে দিল রানা। প্রথম কয়েক সেকেন্ড ওখানেই ঝুলতে থাকল সে, তারপর নিচের দিকে নামতে শুরু করে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। রেলিঙের ওপর রশিতে এক সময় ঢিল পড়ল, রেডিওতে শোনা গেল মরিসনের গলা, 'হাতে এসে গেছে।'

'অক্ষত?'

'অক্ষত। আর কিছু, মি. রানা?'

'না। সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, কমান্ডার।' এক সেকেন্ডের জন্যে পেরটের কথা ভাবল রানা। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে সাবমেরিনে আবিষ্কার করে কি ভাববে সে?

'রানা?' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ফিরে এসেছেন।

'বলুন।'

কি বলবেন, ভেবে পেলেন না অ্যাডমিরাল। ইচ্ছে করছে, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কিন্তু জানেন, এসব রানা মোটেও পছন্দ করে না। 'এই ঋণ কোনদিন শোধ হবার নয়', 'আমেরিকা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ', ইত্যাদি অনেক কথা ভিড় করে এল মনে, কিন্তু কোনটাই যথেষ্ট বলে মনে হলো না।

'অ্যাডমিরাল?'

রানা অস্থির হয়ে উঠছে, বুঝতে পারলেন তিনি। মুচকি একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। বলার মত একটা কথা খুঁজে পেয়েছেন, যা শুনলে সত্যি গর্ব অনুভব করবে রানা। বললেন, 'জেনারেল রাহাত খানের সাথে কথা হয়েছে আমার, এই একটু আগে। তোমার কথা শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন, রানা।'

অ্যাডমিরাল ভুল করেননি, কথাটা শুনে সত্যি গর্বে ফুলে উঠল রানার বুক। একটু বিনয় করেই বলল ও, 'আপনি নিশ্চয়ই অনেক বাড়িয়ে বলেছেন।'

'শত বাড়িয়ে বললেও তোমার সবটা কৃতিত্ব আমার পক্ষে ভাষায় রূপ দেয়া সম্ভব নয়, রানা।'

'আসলে ভাগ্য আমাকে সহায়তা করেছে,' বলল রানা। 'এক্সপ্লোসিভের ট্রিগারিং মেকানিজম অকেজো করে দিয়েছি, অ্যাডমিরাল।'

'গুড। ভেরি গুড।' আনন্দ আর উচ্ছ্বাস এবার আর ধরে রাখতে পারলেন না অ্যাডমিরাল। 'তুমি জাদু জানো, রানা। মেয়র সাহেব সাংঘাতিক খুশি হবেন।'

'দু'ঘণ্টার মধ্যে আবার একবার ব্রিজের আলো নিভিয়ে দিন,' বলল রানা। 'দক্ষিণ টাওয়ারের পুব দিকে লোক পাঠান। তারা সব রেডি হয়ে আছে তো?'

'আছে।'

'কেমন লোক তারা?'

'বাছাই করা।'

'ওদেরকে বলে দেবেন, এক্সপ্লোসিভ থেকে ডিটোনেটর খুলে নিতে হবে। সাবধানের মার নেই।'

'ঠিক আছে।'

'আরও একটা কথা। আলো নেভাবার আগে লেজার ব্যবহার করুন, ওদের দক্ষিণ মুখো সার্চলাইটটা আমি চাই না।'

'থাকবে না।'

'আর, কোন সময়েই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন না। রেডিওটা আমার কাছেই থাকতে পারে, কখন কার সামনে থাকি তারও কোন ঠিক নেই। চৌধুরীর সাথে কথা বলছি, এই সময় যদি রেডিও থেকে পিপ পিপ আওয়াজ বেরোয় তাহলেই সর্বনাশ।'

'রেডিও অন করে রেখে তোমার অপেক্ষায় থাকব শুধু, যোগাযোগ করব না।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তাঁর সহকর্মীদের দিকে তাকালেন। রানার কৃতিত্বে তাঁর নিজের গর্বিত হবার অধিকার আছে বলে মনে করছেন তিনি, তাই চেহারা থেকে আনন্দ উত্তেজনা চেপে রাখতে হিমশিম খেয়ে গেলেন। হাসলেন না, কিন্তু চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে থাকল। একে একে প্রত্যেকের দিকে তাকালেন তিনি, সবশেষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্টের ওপর। 'পাগল, স্যার। আপনি বলেছিলেন।'

ডেভিড ল্যাংফোর্ড ব্যাপারটাকে খুব সহজ ভাবেই নিলেন। বললেন, 'এখনও বলি, অ্যাডমিরাল। হয়তো উপকারী পাগল, কিন্তু পাগল তো বটেই। অনেকেই বুঝতে ভুল করেছে, ওকে আমি আসলে পাগল বলে প্রতিভাবান বোঝাতে চেয়েছি। এবং ওদেরকে তো আমরা পাগল বলেই জানি।'

'ওর বুদ্ধি আর সাহস অফুরন্ত,' সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী বললেন। 'ঠিক লোকটা ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে রয়েছে, বুঝলাম। কিন্তু এত সবের পরেও আমাদের আসল সমস্যা মিটছে না। জিম্মিদের মুক্ত করার উপায় কি?'

'আমার কোন ভাবনা নেই,' হ্যামিলটন বললেন। চেয়ারে আরাম করে বসলেন তিনি। 'কিছু একটা বুদ্ধি ঠিকই বের করে ফেলবে রানা।'

সাত

বুদ্ধি করছে রানা, তবে ঘুমোবার। ড্রাইভিং সীটের সামনে থেকে এরই মধ্যে ওয়াল্টারকে তুলে কোচে ওঠার দ্বিতীয় ধাপে বসিয়ে দিয়েছে ও, তার মাথা আর কাঁধ ঠেকে আছে হ্যান্ড-রেইলের সাথে। দু'চার মিনিটের মধ্যে হুঁশ ফিরে আসবে তার। ওদিকে নটহ্যামও নড়াচড়া করছে।

প্যাসেজ ধরে নিঃশব্দে এগোল রানা। শুধু জেগে নয়, সতর্ক অবস্থায় রয়েছে জুলি। প্যাসেজে বেরিয়ে এল দ্রুত, রানা জানালার ধারের সীটে বসতে আবার দখল করল নিজের সীট। ভিজে কোট খুলে মেঝেতে ফেলার আগে তাকে অ্যারোসল ক্যানটা ধরিয়ে দিল রানা। নিচের দিকে ঝুঁকে ক্যারি-অলের ভেতর সেটাকে চালান করে দিল জুলি। ফিসফিস করে বলল, 'আবার তোমাকে দেখতে পাব ভাবিনি। কোন বিপদ হয়নি তো?'

'সত্যিই কি জানতে চাও?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল জুলি, তারপর দ্রুত মাথা নাড়ল। মুচড়ে ধরে তার হাতটা কেউ ভেঙে দিচ্ছে, কল্পনায় দেখতে পেল দৃশ্যটা। নিচু গলায় জানতে চাইল, 'তোমার গলায় ওটা কি ঝুলছে?'

'গুড গড!' আঁতকে উঠল রানা, ঘুম ঘুম ভাবটা এক পলকে দূর হয়ে গেল চেহারা থেকে। পেরটকে রশি দিয়ে বাঁধার সময় রেডিওটা গলায় ঝুলিয়েছিল ও, তারপর আর নামানো হয়নি। টহলরত চৌধুরীর চোখে পড়তে পারত ওটা। গলা থেকে ট্র্যানসিভার নামিয়ে স্ট্র্যাপের ক্লিপ খুলল ও, ক্যামেরা তুলে নিয়ে বেসে ঢুকিয়ে দিল রেডিও।

'কি ওটা?'

'ক্যামেরা।'

'ক্যামেরার ভেতর ওটা যেটা ঢুকে গেল?'

'কিছু একটা হবে। নাম জানি না।'

'কোথেকে পেলে? মানে, এই কোচ—স-ব—তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে।'

'পেলাম এক বন্ধুর কাছ থেকে। সবখানে আমার বন্ধু আছে, জানো না? ভাল কথা, ধন্যবাদ, সবুজনয়না। ভুলটা ধরিয়ে দিয়ে হয়তো তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাকে আমার চুমো খাওয়া উচিত।'

'কি!'

রানা আবিষ্কার করল, চুমো ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা মনে হয় আসলে ততটা অপটু নয় মেয়েটা। ও বলল, 'এটাই আজ রাতের সবচেয়ে সুন্দর কাজ। সারাদিন আর সারারাতের। গোটা হপ্তার। ধেত্তেরি, আসলে সারা মাসের। উঁহু, বোধহয় পুরো বছরের। এই ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার পর আবার একদিন, কোন এক সময়, আবার আমরা এটা করব, কেমন?'

'এখনই আবার নয় কেন?' জুলির সবুজ চোখে দুষ্টু হাসির ঝিলিক।

'এখন নয়, কারণ, তুমি যদি শুয়ে পড়তে চাও? এখানে আমি তোমাকে কোথায়...'

চড়টা জায়গা মত পৌঁছবার আগেই জুলির হাত ধরে ফেলল রানা, মাথা ঝাঁকিয়ে একটা দিক নির্দেশ করল। কোচের সামনের দিকে কে যেন নড়ছে। ওরা তাকাল। ওয়াল্টার। আশ্চর্য দ্রুততার সাথে খাড়া হয়ে দাঁড়াল সে, ব্রিজের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত তাকাল বারকয়েক। লোকটা কি ভাবছে, আন্দাজ করতে পারল রানা। শেষ কথাটা মনে আছে তার, লীড কোচের ধাপ দেখছিল। এখন ধরে নিচ্ছে, সে বোধহয় দু'এক মিনিট বিশ্রাম নেয়ার জন্যে বসেছিল ওখানে। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, ঘুমিয়েছিল এ-কথা সে কোনমতেই চৌধুরীর কাছে স্বীকার যাবে না। ঘুরে দাঁড়িয়ে কোচে উঠল সে, মেশিন-গানের মাজল দিয়ে খোঁচা মারল নটহ্যামের গায়ে। চমকে উঠে চোখ মেলল নটহ্যাম, তাকিয়ে থাকল।

'তুমি ঘুমাচ্ছ?' চোখ রাঙিয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়াল্টার।

'আমি? ঘুমাচ্ছি?' যেন আকাশ থেকে পড়ল নটহ্যাম। 'চোখ দুটোকে একটু বিশ্রাম দিলে সেটা ঘুম হয়ে যায়?'

'বিশ্রাম নিক, কিন্তু খবরদার, ছুটি যেন না নেয়।' হুঁশিয়ার করে দিয়ে কোচ থেকে নেমে গেল ওয়াল্টার।

'ঘুম আসছিল,' ফিসফিস করে বলল রানা, 'এখন আর আসছে না। সন্দেহ করছি, একটা আলোড়ন উঠতে পারে। ভান করতে নয়, তখন সত্যি সত্যি ঘুমাতে চাই আমি। তোমার কাছে ঘুমের ওষুধ নেই, না?'

'কেন থাকবে?'

'ঠিক আছে, অ্যারোসল ক্যানটা তাহলে দাও আমাকে।'

'কেন?'

'নাক দিয়ে সামান্য একটু টানব। তারপর তুমি আমার হাত থেকে নিয়ে সরিয়ে রাখবে ওটা।'

ইতস্তত করছে জুলি।

'ডিনারের কথা মনে আছে? একটা দুটো নয়, অনেকগুলো, তুমি আর আমি?'

'ডিনার? কই, সে রকম কিছু বলেছ বলে তো মনে পড়ছে না!'

'ঠিক আছে, এখন না হয় বললাম। কিন্তু ভেবে দেখো, আমাকে যদি গোল্ডেন গেটে ফেলে দেয়া হয়, কে তোমাকে ডিনার খেতে নিয়ে যাবে?'

শিউরে উঠে ক্যারি-অলের দিকে হাত বাড়াল জুলি।

রিয়্যার কোচে ঘুমাচ্ছে কবীর চৌধুরী। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল বেডলার, 'স্যার?'

সাথে সাথে ঘুম ভাঙল চৌধুরীর, এক পলকে সতর্ক হয়ে উঠল। 'সমস্যা, বেডলার?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার। দুশ্চিন্তা হচ্ছে। চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে এখুনি আসছি বলে সেই যে গেছে পেরট, এখনও ফিরছে না।'

'কতক্ষণ আগে গেছে?'

'আধ ঘণ্টা, স্যার।'

'সেকি! হতভাগা, আরও আগে কেন জাগাওনি আমাকে!'

'আপনার একটু ঘুম দরকার ছিল, তাই, স্যার। আমাদের একমাত্র ভরসাই তো আপনি। তাছাড়া, আমার ধারণা, পেরট নিজেকে রক্ষা করতে জানে।'

'তার সাথে মেশিন-পিস্তল আছে?'

'আছে।'

সীট ছাড়ল চৌধুরী, নিজের অস্ত্রটা তুলে নিল। 'এসো। কোন্‌দিকে গেছে জানো?'

'উত্তর।'

হেঁটে প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পাশে চলে এল ওরা। ড্রাইভিং সীটের ওপর আড়াআড়ি ভাবে বসে সিগারেট টানছে গার্ড হুয়ান। দরজায় মৃদু টোকা পড়তে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে। ভেতরের পকেট থেকে চাবি বের করে কী-হোলে ভরল, ঘোরাল। বাইরে থেকে দরজা খুলে চৌধুরী বলল, 'পেরটকে দেখেছ?' প্রশ্নটা নিচু গলায় না করলেও পারত সে। প্রেসিডেন্ট, রাজকীয় মেহমান, জেনারেল আর

মেয়র, সবাই ঘুমাচ্ছেন—এবং অন্তত নাক ডাকার ব্যাপারে মানব জাতির আর সবার সাথে তাঁদের কোন পার্থক্য নেই।

'দেখেছি, স্যার। তা আধঘণ্টা আগে তো হবেই। ওদিকে, কাছের রেস্টরুমের দিকে চলে গেল।'

'তারপর বেরিয়ে আসতে দেখোনি?'

'আমার ডিউটি ভেতরে, স্যার। জেগে থাকা, কেউ যাতে আমাকে কাবু করে অস্ত্রটা কেড়ে না নেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বাইরে বড় একটা তাকাইনি।'

'ঠিক আছে।' দরজা বন্ধ করল চৌধুরী। দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় তালা লাগাবার আওয়াজটা শুনল সে। তারপর কাছের রেস্টরুমের দিকে এগোল ওরা। পেরট নেই ওখানে। দ্বিতীয় রেস্টরুমও খালি। যত সময় যাচ্ছে, চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠছে চৌধুরীর। বেডলারকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে এগোল সে। পিছনের দরজা খুলে উঠল, টর্চ জ্বেলে সুইচ বোর্ড দেখল, আলো জ্বেলে এগোল কটে শুয়ে থাকা ডাক্তার অ্যাম্বুর দিকে। ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙানো হলো ডাক্তারের।

চোখ পিট পিট করে তাকাল ডাক্তার, উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে না পেরে হাত তুলে আড়াল করল চোখ। তারপর হাতঘড়ি দেখল সে। 'পৌনে একটা! এত রাতে কি হলো আবার?'

'পেরটের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে দেখেছেন?'

'না।' একটু উদ্বিগ্ন দেখাল ডাক্তারকে। কারণটা পেশাগত দায়িত্ববোধও হতে পারে। 'সে কি অসুস্থ ছিল, নাকি অন্য কিছু?'

'অসুস্থ কেন হবে?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল চৌধুরী।

উত্তর না দিয়ে বিরক্তির সাথে বলল ডাক্তার, 'তাহলে আমাকে জ্বালাতন করার কি মানে হয়? কে জানে, পেরট হয়তো ব্রিজ থেকে নিচে পড়ে গেছে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারকে দেখল চৌধুরী। তার চোখ দুটো একটু ফুলে আছে। নিদ্রাই এর কারণ, অনিদ্রা নয়। নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল চৌধুরী। বেরিয়ে এল অ্যাম্বুলেন্স থেকে। তাকে অনুসরণ করল বেডলার।

একজনকে এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। ওয়াল্টার। কাঁধ থেকে মেশিন-গান ঝুলছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। 'গুড মর্নিং, স্যার।'

'পেরটকে দেখেছ নাকি?'

'পেরটকে? কখন?'

'আধঘণ্টার মধ্যে?'

মাথা নাড়ল ওয়াল্টার। 'না তো!'

'কেন? তোমরা দু'জনেই তো ব্রিজে ছিলে।'

'কোথাও একবারও থামিনি আমি, স্যার। সারাক্ষণ টহলের মধ্যে ছিলাম। পিছন দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু খুব বেশিবার না। পেরট ব্রিজে থাকলেও তাকে হয়তো আমি দেখতে পাইনি। কিংবা ব্রিজে ছিল, কিন্তু তারপর আর ছিল না। হয়তো কোচগুলোর ওই সাইডে গেছে।'

'তা কেন যাবে?'

'হয়তো লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। কিংবা আর কিছু। তার মনে কি ছিল

আমি তার কি জানি, স্যার!'

'হুঁ।' ওয়াল্টার একজন এক্স-ন্যাভাল অফিসার, এবং অভিজ্ঞ হেলিকপ্টার পাইলট। চৌধুরীর পালিয়ে যাবার প্ল্যানে তার ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই তাকে চটাতে চাইল না চৌধুরী। নরম সুরে বলল, 'তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ব্রিজের এই মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকো, মাঝে মধ্যে চারদিকে চোখ বুলাবে। তোমার ছুটি হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি আছে।'

বেডলারকে নিয়ে লীড কোচের দিকে এগোল চৌধুরী। লীড কোচের সামনের অংশে একটা মাত্র আলো জ্বলছে, তাও কমানো। আগুনের একটা টুকরো দেখল ওরা। পিটার নটহ্যাম চুরুট ফুঁকছে। চৌধুরী বলল, 'যাক, অন্তত গার্ডরা সবাই জেগে আছে। কিন্তু সেজন্যেই পেরটের নিখোঁজ হওয়ার রহস্য আরও দুর্বোধ্য লাগছে আমার।'

ওদেরকে লীড কোচে উঠতে দেখে সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নটহ্যাম। 'গুড মর্নিং, স্যার। এদিকে সব ঠিক আছে, স্যার।'

'তুমি পেরটকে দেখেছ? আধ ঘণ্টার মধ্যে?'

'কই! কেন, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'কোথাও দেখছি না তাকে।'

চিন্তা করল পিটার। 'শেষ তাকে কে দেখেছে?'

'হুয়ান। তার দেখা থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। আধ ঘণ্টার মধ্যে এই কোচ থেকে নেমেছে কেউ?'

'আগুন দেখার পর কেউ নামেনি, স্যার।'

এগিয়ে গিয়ে রানার সীটের কাছাকাছি দাঁড়াল চৌধুরী। রানার চোখ বন্ধ। বড় করে, গভীর ভাবে শ্বাস টানছে আর ছাড়ছে ও। পাশে বসে জেগে রয়েছে জুলি। সবুজ চোখ দুটো একটু যেন ম্লান। রানার চোখে টর্চের আলো ফেলল চৌধুরী। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। রানার একটা চোখের পাতা দু'আঙুলের ডগায় ধরে ওপর দিকে তুলল চৌধুরী। চোখের চারপাশের মাংসপেশী কাঁপল না বা চামড়ায় টান পড়ল না। জেগে থাকলে পড়ারই কথা। চোখের ভেতর সাদা জমিন আর কালো মণির ওপর মনোযোগ দিল চৌধুরী। কালো তারা নড়ছে না।

'সন্দেহ নেই, ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে আছে,' বলল চৌধুরী। নিরাশ যদি হয়েও থাকে, চেপে রাখতে পেরেছে সেটা। 'এই মেয়ে, কখন থেকে জেগে আছ তুমি?'

'ঘুমালাম কখন?' সবুজ চোখ তুলে তাকাল জুলি। নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'ব্রিজে আবার ফিরে না এলেই বোধহয় ভাল করতাম। আমি খুব ভীতু মানুষ। বাজ পড়তে শুনলে কলজে শুকিয়ে যায়।'

'ভয়ের কিছু নেই, ঝড় প্রায় শেষ হয়ে গেছে।' একটু হাসল চৌধুরী। নেমে গেল লীড কোচ থেকে।

ওটা কোন ভয়ের কারণ নয় জুলির। চৌধুরী যদি রানার ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে তখন কি হবে এই ভেবে কলজে শুকিয়ে যাচ্ছিল ওর। চৌধুরী যদি রানার গালে চড়ও কষত, তবু জাগত না রানা।

বিশ মিনিট পর। রিয়্যার কোচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কবীর চৌধুরী আর বেডলার। বেডলার বলল, 'খুঁজতে কোথাও বাকি রাখা হলো না, স্যার। পেরট ব্রিজে নেই।'

'হ্যাঁ। তোমার কি ধারণা?'

'স্যার,' খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইল বেডলার, 'আমি কি মন খুলে কথা বলতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল চৌধুরী।

'পেরট ব্রিজ থেকে লাফ দিতে পারে না। দুনিয়ার সব লোক আত্মহত্যা করলেও, পেরট করবে না। সাত সংখ্যার একটা মোটা টাকা পেতে আর মাত্র দু'পাঁচ দিন দেরি আছে, কাজেই দলবদলও করতে পারে না সে। তাছাড়া, দলবদল করতে হলে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যেতে হত তাকে—যে কোন টাওয়ারের দিকেই যাক, দু'হাজার ফিট হাঁটতে হত, আর ওয়াল্টার তাকে দেখতে পেতই।'

'তাহলে?'

'আমার বিশ্বাস, দুর্ঘটনায় পড়েছে পেরট। আপনি, স্যার, ঠিক জানেন তো, ডাক্তার কোন শয়তানী করেনি?'

'জানি।'

'আর, মি. প্রদ্যুৎ তো ননই। শয়তানী করতে পারে আরেকজনের কথা মনে পড়ছে, জেনারেল পীল। কিন্তু হুয়ান সে সম্ভাবনাও নাকচ করে দিচ্ছে। প্রথমে টেরি, তারপর পেরট···' খানিক চিন্তা করল বেডলার। 'কেন যেন, স্যার, আমার মনে হচ্ছে আজ রাতে যদি টেরি টহলে থাকত তাহলে বোধহয় ঘটনাটা ঘটত না। এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে, টেরির পড়ে যাওয়াটা অ্যাক্সিডেন্ট কিনা।'

'কি মনে হয়?'

'পচা একটা আপেল, স্যার। আমাদের মধ্যেও থাকতে পারে।'

'ভাবতেও খারাপ লাগে, তবে চিন্তা করে দেখা দরকার। কিন্তু বেঈমানী করে কার কি লাভ? টাকাটা কি কম? সেটা কেউ হারাতে চাইবে কেন?'

'কোনভাবে হয়তো সরকার তাকে দ্বিগুণ টাকার লোভ দেখিয়েছে।'

'এসব তোমার বাজে চিন্তা,' বলল বটে চৌধুরী, কিন্তু তার কপালে উদ্বেগের রেখা দেখে বেডলারের বুঝতে অসুবিধে হলো না, সম্ভাবনাটা তাকে অশান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। 'পেরট সম্পর্কে কি ভাবছ তুমি?'

'এ-ব্যাপারে আপনার সাথে আমি একমত, স্যার। গোল্ডেন গেটে পড়ে গেছে ও।'

কমিউনিকেশন ওয়াগনে বেশ আরামেই রয়েছে রস পেরট। শুধু তাই নয়, নমস্য ব্যক্তিদের সঙ্গও জুটেছে তার কপালে। টেবিলের একদিকে বসেছে সে একা, আরেক দিকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর পুলিস চীফ আর্ল ডিকসন। হাতে পিস্তল নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন পুলিস। পেরটের কুমড়ো আকৃতির চেহারায় সাধারণত ভাবের কোন হদিস পাওয়া যায় না, এখনকার অবস্থা ঠিক তার

উল্টো। ভয়ানক অস্থির এবং চঞ্চল দেখাল তাকে। ছিল গোল্ডেন গেট, ব্রিজে, তারপর নিজেকে আবিষ্কার করল শত্রুদের মাঝখানে, ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় নিচ্ছে সে। হাত দুটো বারবার মুঠো পাকাল আর খুলল। তারপর বলল, 'ওর আসল পরিচয় তাহলে মাসুদ রানা? কি এমন লোক, অথচ আমাদের সবাইকে একেবারে রামছাগল বানিয়ে ছাড়ল!'

'নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছ না কেন?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ। 'কম করেও দশ বছর ঘানি টানতে হবে তোমাকে।'

'লাভ লোকসান তো সব ব্যবসাতেই আছে,' জবাব দিল পেরট।

'লোকসান দিতেই হবে, এমন কোন কথা নেই,' মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

'বুঝলাম না!'

'সবাইকে আমরা এই প্রস্তাব দিই না, তা তুমিও জানো। ইচ্ছে করলে তুমি হাত মেলাতে পারো।'

'না।' পেরটের মায়াভরা চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল।

'ক্ষতিটা কি?' পেরটের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ। 'টাকা পাবে। প্রোটেকশন পাবে। স্বাধীনতা পাবে। দশটা বছর! চিন্তা করে দেখো, জীবন থেকে গায়েব হয়ে যাবে।'

'না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হ্যামিলটন। 'জানতাম, তুমি রাজি হবে না। একদিক থেকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু চরম একটা বোকামি।' পুলিস চীফের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি আমার সাথে একমত তো?'

পুলিসদের দিকে ফিরলেন ডিকসন। 'হাতকড়া পরাও। সামরিক হাসপাতালের ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি সেকশনে নিয়ে যাও। ডাক্তারদের বলবে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছবেন। টেপ-রেকর্ডার যেন হাতের কাছেই থাকে।'

'হাসপাতাল? রেকর্ডার? তারমানে ড্রাগ?'

'তারমানে ড্রাগ। তোমার সহযোগিতা আমাদের চাই-ই।'

কুমড়োর মাঝখানে একটু ফাটল ধরল।

'হাসছ কেন?' জিজ্ঞেস করলেন পুলিস চীফ।

'জোর করে বা ড্রাগের সাহায্যে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে,' বলল পেরট, 'এদেশের কোর্ট তা মানবে না।'

'কে বলল তোমাকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাই আমরা? তোমার সম্পর্কে এরই মধ্যে যা যোগাড় হয়েছে, বিশ বছর জেল খাটাবার জন্যে সেটুকু যথেষ্ট।'

'তাহলে?'

'আমরা ইনফরমেশন চাই। সোডিয়াম পেনটোথাল আর কয়েকটা গাছ গাছড়ার শিকড় থেকে কিছু রস মিশিয়ে ডাক্তাররা তোমাকে যা খাওয়াবেন বা ইঞ্জেক্ট করবেন, তার তুলনা নেই—তোমার বকবকানি থামানোই একটা সমস্যা

হয়ে দাঁড়াবে।'

কালো হয়ে গেল পেরটের চেহারা।

রাত তিনটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। গোল্ডেন গেটের তীরে দাঁড়িয়ে একজন এয়ারফোর্স লেফটেন্যান্ট লেজার রাইফেলের আলট্রাভায়োলেট টেলিস্কোপ সাইটের ক্রশ-হেয়ার ব্রিজের দক্ষিণ সার্চলাইটের ঠিক মাঝখানে স্থির করল। একটা বোতাম টিপল সে, মাত্র একবার।

তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। কমিউনিকেশন ট্রাকের আড়ালে একটা অদ্ভুত দর্শন ভেহিকেল রয়েছে, তিনজন লোক উঠে বসল তাতে। ড্রাইভিং সীটে বসল ধূসর রঙের কোট পরা একজন লোক, বাকি দু'জন বসল পিছনে। এদের দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য মিল রয়েছে, ধূসর রঙের ওভারঅল পরেছে ওরা। একজনের নাম পিকি, আরেকজনের নাম জসি। কারও বয়সই পঁচিশ ছাড়ায়নি, দেখতে ভদ্র, জোর আছে গায়ে। দেখে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট বলে মনে হয় না, কিন্তু ওরা তাই। দু'জনের সাথেই পিস্তল আছে, আছে সাইলেন্সার। পিকির কাছে ক্যানভাস ব্যাগ রয়েছে, তাতে টুল-কিট ছাড়াও পাওয়া যাবে দুটো অ্যারোসল গ্যাস ক্যান, ভারী কর্ডের একটা বল, অ্যাডহেসিভ টেপ আর একটা টর্চ। জসির কাছেও এই রকম একটা ব্যাগ রয়েছে, তাতে পাওয়া যাবে একটা ওয়াকি-টকি, থার্মোস আর স্যান্ডউইচ।

রাত তিনটেয় শুধু গোল্ডেন গেট নয়, আশপাশের সব আলো চলে গেল। ধূসর কোট পরা লোকটা অদ্ভুত দর্শন ভেহিকেলে স্টার্ট দিল। প্রায় নিঃশব্দে ব্রিজের দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে এগোল সেটা।

কমিউনিকেশন ওয়াগনের ডিউটি পুলিসম্যান ফোনের রিসিভার তুলল। কলটা কবীর চৌধুরীর, তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। 'ডিকসন?'

'চীফ এখানে নেই।'

'ডাকো তাকে!' ধমক লাগাল চৌধুরী।

'ব্যাপারটা কি আমাকে যদি বলেন···'

'ব্রিজের আলো আবার চলে গেছে। ডাকো তাকে!'

রিসিভার টেবিলে রেখে ওয়াগনের পিছন দিকে চলে এল ডিউটি অফিসার। খোলা দরজার পাশে একটা টুলে বসে আছেন পুলিস চীফ, এক হাতে একটা ওয়াকি-টকি, আরেক হাতে কফির কাপ। ওয়াকি-টকি ঘর ঘর করে উঠল।

'পিকি, স্যার। টাওয়ারের ভেতর চলে এসেছি আমরা। ইলেকট্রিক কার্ট নিয়ে এরই মধ্যে অর্ধেক পথ ফিরে গেছে ফোর্ড।'

'ভাল।' ওয়াকি-টকি নামিয়ে রাখলেন পুলিস চীফ। 'চৌধুরী? নিশ্চয়ই জেগে আছে?'

আস্তে-ধীরে কাপে চুমুক দিয়ে কফিটুকু শেষ করলেন তিনি। তারপর উঠে

দাঁড়ালেন। ভেতর দিকে এসে রিসিভার তুলে নিলেন তিনি। তারপর একটা হাই তুললেন। 'কিছু মনে করবেন না, মি. চৌধুরী। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বলতে হবে না। আবার আলো চলে গেছে। শহরের সবখান থেকে এই একই অভিযোগ আসছে, আমরা কি করতে পারি? অপেক্ষা করুন।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে অপেক্ষা করছে কবীর চৌধুরী। প্যাসেজ ধরে ছুটে এল বেডলার। তার দিকে ভারী চোখে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। মধ্যপ্রাচ্যের বাদশা আর প্রিন্স এখনও ঘুমাচ্ছেন। হাতে রিসিভার নিয়ে এদিক ওদিক তাকাল চৌধুরী। দ্রুত, চাপা গলায় বলল বেডলার, 'স্যার, সর্বনাশ! দক্ষিণের সার্চ লাইট জ্বলছে না।'

'অসম্ভব!' চৌধুরীর চেহারা আরও গম্ভীর আর কালো হয়ে উঠল। 'কি হয়েছে?'

'গড নোজ। ওদিকে কোন আলো নেই। অথচ জেনারেটার চালু রয়েছে।'

'এক ছুটে উত্তরে যাও, ওদিকেরটাকে ঘুরিয়ে দাও এদিকে। না। অপেক্ষা করো।' ফোনে পুলিস চীফ ফিরে এসেছেন। 'তুমি বলছ এক মিনিট?' বেডলারের দিকে ফিরল সে। 'দরকার নেই। আলো আবার ফিরে আসছে।' চৌধুরী আবার ফোনে কথা বলল, 'ভুলো না, ডিকসন। ঠিক সাতটার সময় এই ফোনে সেক্রেটারি অভ ট্রেজারীকে চাই আমি।'

রিসিভার রেখে দিয়ে প্যাসেজ ধরে এগোল চৌধুরী। প্রেসিডেন্ট তাকে থামালেন।

'এই দুঃস্বপ্ন শেষ হবে কখন?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সেটা আপনার সরকারই ভাল বলতে পারবে।'

'সরকার যে আপনার অনুরোধ রাখবে, সে-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। ভাল কথা, ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'আপনাকে আমার বন্ধু হিসেবে পাওয়ার ইচ্ছা নেই,' জবাব দিল চৌধুরী।

'সমাজের ওপর আপনার এই ঘৃণা বা আক্রোশ, এটা কেন?'

হাসি দেখে প্রেসিডেন্টের মনে হলো, কৌতুক বোধ করছে চৌধুরী। বলল, 'সমাজকে আমি পরোয়া করি না।'

'তাহলে রাগটা কি আপনার আমার ওপর? তাই বা কেন? দুনিয়ার চোখের সামনে আমাকে এভাবে ছোট করার কি কারণ থাকতে পারে?'

চুপ করে থাকল চৌধুরী।

'উত্তর নেই বলে ধরে নেব?'

'আছে। কিন্তু আপনার সেটা পছন্দ হবে না।'

'তবু আমি শুনতে চাই।'

'আমেরিকা একটা অশুভ শক্তি। আর কিছু না হোক, তাকে একটু বেকায়দায় ফেলে কিছু খসিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি!'

'আমেরিকা অশুভ শক্তি কেন?'

'সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন আপনারা,' বলল চৌধুরী। 'কোত্থেকে, কার

ধন চুরি করে এই পাহাড় তৈরি হয়েছে সে কথা যদি ছেড়েও দিই, তবু প্রশ্ন থেকে যায়—এই সম্পদ মানবজাতির কোন্ কল্যাণে ব্যয় করছেন আপনারা? অস্ত্র তৈরি করছেন, বিক্রি করছেন গরীব দেশগুলোর কাছে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে ধ্বংসের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে তারা। একটা হাইড্রোজেন বোমার দাম কত? কত দাম একটা সুপারসনিক বোমারুর? কিংবা একটা মিসাইলের? অথবা একটা নৌ-বহরের পিছনে কত টাকা লাগে? ওদিকে সারা দুনিয়া জুড়ে সখিনা আর চিনু গোয়ালারা যে মাসে পনেরো দিন না খেয়ে থাকে, সে-খবর রাখেন না কেন? সম্পদের বড়াই করেন, কিন্তু এ-কথা কি সত্যি নয় যে কোন সম্পদই আসলে কারও ব্যক্তিগত হতে পারে না? গোটা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ পৃথিবীর সবার। আপনি জ্ঞানী মানুষ, তবু আপনি জানতে চান, কেন আমি আমেরিকাকে ঘৃণা করি? হাসালেন দেখছি!'

'সময় নিয়ে আলোচনায় বসে এসব বিষয়ে কথা বলার বোধহয় সুযোগ হবে না,' প্রেসিডেন্ট বললেন। চৌধুরীর কথা শুনে তিনি রাগেননি। 'আপনি বোধহয় রাজনীতি পছন্দ করেন না?'

'পলিটিক্স বোর মি।'

'ডিকসনের সাথে আজ আমার কথা হচ্ছিল। ও বলছিল, আপনি নাকি খুব বড় একজন বিজ্ঞানী। যদি বিজ্ঞান চর্চার সব রকম সুবিধে দেয়া হয়, এসব আপনি ছেড়ে দেবেন?'

'বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ দেয়া হবে, সেই সাথে দেয়া হবে শর্ত, তাই না?' মুচকি হাসল চৌধুরী। 'যা আবিষ্কার করব তা শুধু আমেরিকা ভোগ-দখল করতে পারবে, ঠিক?'

'যদি কোন শর্ত না দেয়া হয়?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'আমার মনটা আবার বড় খুঁতখুঁতে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। দুঃখিত, মি. প্রেসিডেন্ট।' কোচ থেকে নেমে গেল চৌধুরী।

লিফটে চড়ে দক্ষিণ টাওয়ারে উঠে এল ওরা। লিফট থেকে প্রথমে বেরোল জসি, তারপর পিকি। লিফটের ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল পিকি, চাপ দিল একটা বোতামে, তারপর দরজা বন্ধ হতে শুরু করতে হাতটা বের করে নিল।

খোলা টাওয়ারে বেরিয়ে এল ওরা। পাঁচশো ফিট নিচে অন্ধকার, ব্রিজটাকে প্রায় দেখাই গেল না। এক মিনিট পর ব্যাগ থেকে ওয়াকি-টকি বের করল পিকি, এরিয়াল লম্বা করে বলল, 'এবার আপনারা পাওয়ার লাইন কেটে দিতে পারেন।'

ওয়াকি-টকি রেখে দিয়ে ওভারঅল খুলে ফেলল সে। গাঢ় রঙের স্যুটের ওপর পরে আছে একটা লেদার হারনেস, পিছনে ভারী ইস্পাতের বকলস। বকলসের সাথে একটা নাইলন রোপ রয়েছে, সেটা পিকির কোমরের সাথে কয়েক পাক জড়ানো। কোমর থেকে ওটা খুলছে, এই সময় টাওয়ারের মাথায় এয়ারক্রাফট ওয়ার্নিং লাইট আর ব্রিজের আলো ফিরে এল। 'ওদের চোখে ধরা পড়ে যাব?'

'এয়ারক্রাফট ওয়ার্নিং লাইটের কথা ভাবছ?' মাথা ঝাঁকাল পিকি। 'ওদের আর আলোটার মাঝখানে থাকব না আমরা, কিভাবে দেখতে পাবে? দক্ষিণের

সার্চলাইটও নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।'

নাইলন রোপ খুলে প্রান্তটা জসির হাতে ধরিয়ে দিল পিকি। 'কিছুর সাথে ভাল করে পেঁচিয়ে নাও। কিন্তু ধরে থেকো।'

'তা থাকব,' নিঃশব্দে হাসল জসি। 'কিন্তু তুমি যদি ডাইভ দাও, তোমাকে টেনে তোলা আমার কম্মো নয়। তখন আমাকেই ওগুলো খুলে আনতে যেতে হবে, কিন্তু রশি ধরার জন্যে কেউ এখানে থাকবে না।'

'এর জন্যে আমাদের ডেঞ্জার মানি পাওয়া দরকার।'

'তোমাকে তাহলে আর্মি বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডের কলঙ্ক বলে মনে করা হবে।'

চওড়া কেব্‌লে উঠে পড়ল পিকি। এক্সপ্লোসিভ থেকে ডিটোনেটর খুলতে শুরু করল সে।

আট

সকাল সাড়ে ছ'টায় চোখ মেলল রানা। দেখল, ক্লান্ত দৃষ্টিতে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে জুলি। তাকে বলল ও, 'বাঙালী মেয়েদের মতই স্বামী-অন্ত-প্রাণ হবে তুমি। আমার জন্যে সারারাত জেগে আছ!'

'শরীর ভাল তো? অ্যারোসলের কোন প্রতিক্রিয়া নেই?'

'কই! আর কোন ব্যাপারে তোমার দুশ্চিন্তা নেই তো?'

'আছে। একটার একটু পর চৌধুরী এসেছিল। তুমি সত্যি ঘুমাচ্ছ কিনা দেখার জন্যে টর্চ দিয়ে তোমার চোখ পরীক্ষা করেছে।'

'প্রাইভেসী সম্পর্কে সবার সেন্স সমান নয়, কি আর করা,' বলল রানা। 'তার মানে?'

'মানে, এখনও তোমাকে সন্দেহ করছে সে।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'পেরট। তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তাই?'

'মনে হচ্ছে অবাক হওনি।'

'পেরট আমার কে, আমিই বা পেরটের কে? রাতে আর কিছু ঘটেনি?'

'তিনটের দিকে ব্রিজের আলো আবার চলে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা!' এদিক ওদিক তাকাল রানা।

'কিছুই দেখছি তোমাকে অবাক করতে পারছে না!'

'আলো চলে গেলে আমার অবাক হওয়ার কি আছে! অনেক কারণেই তা যেতে পারে।'

'আমার ধারণা কারণ মহাশয় আমার পাশে বসে আছেন।'

'তুমি নিজেই সাক্ষী আমি ঘুমিয়ে ছিলাম।'

'কিন্তু মাঝরাতে?' রানার কানের লতিতে ঠোঁট ছোঁয়াল জুলি। 'পেরটকে মেরে ফেলোনি তো?'

'কি মনে করো তুমি আমাকে? ভাঁড়াটে খুনী?'

'আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ তুমি।'

'পেরট মরেনি। বিশ্বাস করো, প্রচুর খাতির করা হচ্ছে তাকে।'

'তুমি যা বলছ আর চৌধুরী যা ভাবছে, মিলছে না।'

'চৌধুরী কি ভাবছে তুমি জানলে কিভাবে?'

'নটহ্যাম চলে যাবার পর···'

'নটহ্যাম যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, চৌধুরীকে বলেছে সে?'

'না।'

'নটহ্যাম চলে যাবার পর কি হলো?'

'তার বদলে ওই গরিলা এল।' নতুন গার্ডের দিকে তাকাল জুলি, তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও। গরিলা নয়। ভাল্লুক।

'চার্লি। চৌধুরীর মোবাইল থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক।'

'বেডলারও আসা-যাওয়া করেছে, বেশ কয়েকবার। গরিলাকে একবার বলল, চৌধুরীর বিশ্বাস পেরট গোল্ডেন গেটে পড়ে গেছে।'

'ভুল।'

'আসল ব্যাপারটা কি বলবে আমাকে?'

'তুমি শুনতে চাও না,' মুচকি হাসল রানা। 'আমি যদি ভুলে যাই, মনে করিয়ে দিয়ো—আজ রাতে তোমাকে নিয়ে ডিনার খেতে বেরোব।'

'হোয়াট!' সবুজ চোখে বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জুলি। 'আজ রাতে! তোমার কি মাথা খারাপ হলো? আজ রাতে?'

'শুনতে ভুল করোনি।'

ঠিক সাতটায় প্রেসিডেনশিয়াল কোচে ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল কবীর চৌধুরী। 'ইয়েস?'

'সেক্রেটারি অভ ট্রেজারী,' ডেভিড নিউসম বললেন। 'আপনার অসম্ভব দাবি আমরা মেনে নিয়েছি, মি. চৌধুরী। প্রয়োজনীয় অ্যারেঞ্জমেন্টও করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে আপনার কন্ট্যাক্ট যোগাযোগ করবে এই আশায় অপেক্ষা করছি আমরা।'

'অপেক্ষা করছেন? তার মানে? তার সাথে আপনাদের দু'ঘণ্টা আগেই তো যোগাযোগ হওয়ার কথা।'

ধৈর্য না হারিয়ে নিউসম বললেন, 'তিনি আবার যোগাযোগ করবেন সেই আশায় আছি আমরা।'

'কখন যোগাযোগ করেছিল সে?'

'আপনি যেমন বললেন, দু'ঘণ্টা আগে। তিনি তাঁর ইউরোপিয়ান বন্ধুদের সাথে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছেন।'

'কথা ছিল নিজের পরিচয় দেয়ার জন্যে একটা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করবে সে।'

'করেছেন। আহামরি কিছু না, আমার ধারণা। "কবীর চৌধুরী"।'

হাসি ফুটে উঠল চৌধুরীর মুখে। রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। কোচ থেকে সকালের কচি রোদে যখন বেরিয়ে এল, তখনও হাসছে। এখানে বেডলার রয়েছে, কিন্তু বসকে হাসতে দেখেও হাসতে পারল না সে। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে, আপাতত দু'জনের দায়িত্ব একাই পালন করতে হচ্ছে তাকে। হাসতে না পারার কারণ অবশ্য সেটা নয়।

'টাকার ব্যাপারটা সব ঠিক হয়ে গেল।'

'খুশির খবর, স্যার,' নিস্তেজ গলায় বলল বেডলার।

চৌধুরীর মুখের হাসি নিভে গেল। 'কি ব্যাপার, বেডলার?'

'আপনাকে আমি দুটো জিনিস দেখাতে চাই, স্যার।' চৌধুরীকে নিয়ে দক্ষিণ মুখো সার্চলাইটের কাছে চলে এল সে। 'সার্চলাইটে দুটো ইলেকট্রোড থাকে, আপনি নিশ্চয়ই জানেন। বাঁ দিকেরটা দেখুন।'

দেখল চৌধুরী। 'মনে হচ্ছে গলে গেছে বা চাপ দিয়ে বাঁকানো হয়েছে। ব্যাপার কি, বেডলার?'

'আর, এদিকে দেখুন, স্যার। গ্লাসে ছোট্ট একটা ফুটো।'

'এসবের মানে?'

'আরও আছে, স্যার।' চৌধুরীকে নিয়ে রিয়্যার কোচের কাছে ফিরে এল বেডলার। হাত তুলে কোচের ছাদ দেখাল। 'রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার। চেক করে কারও কাছে ট্র্যানসিভার পাওয়া যায়নি, তাই ওটা ব্যবহার করিনি আমরা। কিন্তু কেন যেন আজ সকালে ইচ্ছে হলো, স্ক্যানারটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ওপরে উঠে দেখি বেস-এর রিভলভিং পিন ঝলসে গেছে।'

'বাজ পড়লে অমন হতে পারে? দু'জায়গাতেই?'

'কিন্তু স্যার, স্ক্যানার বা সার্চলাইট কোনটাই মাটির সাথে লেগে ছিল না! দুটোই রাবার হুইলের ওপর রয়েছে।'

'স্ক্যানার...'

'কোচের রাবার হুইলের ওপর, স্যার।'

'তাহলে কি?'

'আমার বিশ্বাস, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে লেজার বীম ব্যবহার করছে, স্যার।'

এই সাত সকালেও টেবিলে হাজির হয়েছেন তাঁরা সাতজন। সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক এখন তাঁরাই, আপাতত কমিউনিকেশন ওয়াগনই তাঁদের হেডকোয়ার্টার। ফোন বাজতে রিসিভার তুলল একজন পুলিস অফিসার।

'কবীর চৌধুরী। জেনারেল গারল্যান্ডকে চাই।'

'আশপাশেই কোথাও আছেন। একটু ধরুন, প্লীজ।' মাউথপীসে হাত চাপা দিল অফিসার। 'জেনারেল গারল্যান্ড, স্যার, চৌধুরী আপনাকে চাইছেন।'

'স্পীকারের সুইচ অন করো, ডেভিলটার কথা আমরা তাহলে সবাই শুনতে

পাব। বলো, আসছি।'

'জেনারেল আসছেন।'

গারল্যান্ড রিসিভার নিলেন। 'চৌধুরী?'

পাল্টা অপমান করল চৌধুরী। 'গারল্যান্ড?'

জেনারেল গারল্যান্ড চুপ করে থাকলেন।

'গারল্যান্ড, তোমার ওই লেজার বীম যদি আরেকবার ব্যবহার করো, প্রেসিডেন্টের কান কাটব, সেই সাথে জেমস ফেয়ারকে ফেলে দেব গোল্ডেন গেটে।'

টেবিলে যাঁরা বসে আছেন, দ্রুত পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকালেন তাঁরা।

'মানে?'

'একটা সার্চলাইট আর রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার নষ্ট করা হয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, কাজগুলো লেজার বীমের।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি, চৌধুরী,' গারল্যান্ড রাগের সাথে বললেন। 'বে এলাকায় লেজার বীম ইউনিট আছে নাকি যে ব্যবহার করব? থাকলে আমরাই প্রথম জানতাম। থাকলে, ব্রিজে তোমার লোক যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের প্রত্যেকে এক এক করে গায়েব হয়ে যেত। তারপর, হেলিকপ্টার দুটো? টেরও পেত না, অথচ অচল করে দিতাম ওগুলো। পালাবার সময় দেখতে, উড়ছে না। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে বাজ পড়েছে।'

'কিন্তু মাটির সাথে ওগুলোর কোন যোগাযোগ ছিল না। রাবার হুইলের ওপর...'

'মাটির সাথে তো প্লেনেরও যোগাযোগ থাকে না, তাহলে প্লেনে বাজ পড়ে কেন? জানা কথা, সার্চলাইটের জন্যে জেনারেটার ব্যবহার করছ তুমি। নিশ্চয়ই পেট্রল জেনারেটার? কার্বন-মনোক্সাইডের ধোঁয়ায় দম আটকে মরতে চাও না, কাজেই ওটা কোন কোচে রাখোনি। বলো দেখি, তোমার কোচ-ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্যেও কি জেনারেটার ব্যবহার করছ—মানে, ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে?'

'হ্যাঁ।'

জেনারেল গারল্যান্ড দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তোমার সব চিন্তা আমাকেই করতে হবে বুঝি, চৌধুরী? কিভাবে কি ঘটেছে এবার বুঝতে পেরেছ? স্ক্যানার আর সার্চলাইটের সাথে মাটির যোগাযোগ নেই, এটা তোমার একটা ভুল ধারণা ছিল। আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। খবর দাও, ন'টায় টিভি ক্যামেরা রেডি চাই আমি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জেনারেল। 'আমাদের টিভি অনুষ্ঠান কখন যেন?'

'চৌধুরীর পরপরই,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'সাড়ে ন'টায়।'

'কি বুঝলে, বেডলার?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

'সন্দেহ নেই, জেনারেল চালাক লোক।' বেডলারকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখল চৌধুরী। 'কিন্তু বিদ্যুৎ যদি জেনারেটারের মধ্যে দিয়েই গিয়ে থাকে, তাহলে একটা

ইলেকট্রোড থেকে আরেকটায় যায়নি কেন, তা না গিয়ে গ্লাস ফুটো করল কেন? মানে, গ্লাস ফুটো করে কোথায় গেল?'

'হুঁ।'

'ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আমার জানা নেই, স্যার। তবু বলতে পারি, এসবের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে।'

'তুমি ঠিক ধরেছ। ভাল কথা, বেডলার, হীলকে ব্রিজে নিয়ে এলে কেমন হয়? এখানে আমরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছি, সেটা খানিকটা পূরণ হওয়া দরকার, তুমি কি বলো?'

'মাউন্ট টামালপাইজ আমাদের দখলে চলে এসেছে, ওদিকটা বব ইয়ং একাই সামলাতে পারবে। হ্যাঁ, হীলকে আনিয়ে নেয়াই ভাল।'

'ওয়াল্টার পাহারায় রয়েছে, মারকুয়েজকে বলো, 'কপ্টার নিয়ে এখুনি যেন চলে যায়। টেলিফোনে ওদেরকে আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, ওরা যদি বাধা দিতে চেষ্টা করে জেনারেল পীলের নাক কেটে নেব আমরা।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচ থেকে পুলিস চীফকে সাবধান করে দিল চৌধুরী। একটা 'কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠল মারকুয়েজ। কোচ থেকে বেরিয়ে এসে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল চৌধুরী। জেনারেল গারল্যান্ড একটা কথা অন্তত সত্যি বলেছে, লেজার বীম হেলিকপ্টারের কোন ক্ষতি করেনি।

'বলছিলাম কি,' জুলিকে বলল রানা, 'তুমি একবার লেডিস রূমে গেলে পারতে না?'

'কেন? ও, বুঝেছি, যেতে বলার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।'

'হ্যাঁ। যা বলি, রিপিট করো।'

রানার কথা চারবার রিপিট করল জুলি। 'ব্যস, এইটুকু?'

'হ্যাঁ।'

'একবার বললেই মনে থাকত। কাজটা তুমি নিজে কেন করছ না?'

'এটা জরুরী, এখুনি করা দরকার। তাছাড়া তোমরা মেয়েরা ব্রিজে রয়েছ মাত্র চারজন, আমরা রয়েছি পঞ্চাশজন। তুমি ইচ্ছে করলেই নিরিবিলি একটা জায়গা পাবে, আমি পাব না।'

'ইতিমধ্যে কি করবে তুমি? ভাল কথা, তোমাকে আমার বনমানুষের মত লাগছে।'

'দাড়ি কামিয়ে মানুষ হতে বলছ, এই তো? কিন্তু যন্ত্রপাতি সব সান ফ্রান্সিসকোয় রেখে এসেছি। আপাতত বনমানুষকেই পছন্দ করতে হবে তোমার। সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট ওয়াগন আসছে, মনে আছে?'

'খিদেই নেই,' বলে এগোল জুলি। কথা বলল নিগ্রো চার্লির সাথে। ভাল্লুকটা গাম্ভীর্যের সাথে মাথা ঝাঁকাল। লেডিস রূমে যাবার অনুমতি পেয়েছে জুলি।

পুলিস চীফের সামনে একটা ট্রানজিসটার, সেটা ঘড় ঘড় করে উঠল। সেটটা কাছে টেনে নিয়ে সাউন্ড বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বাকি ছয়জন সেটের দিকে ঝুঁকে

পড়লেন। সবাই সাগ্রহে আশা করছেন রানা কথা বলবে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন?' মেয়েলী গলা।

'স্পিকিং।'

'জুলি।'

'ক্যারি অন, মাই ডিয়ার।'

'রানা আপনাকে একটা শেষ উপায়ের কথা জানিয়েছিল।'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তো একটা মারাত্মক আর ভয়ঙ্কর উপায়, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'রানা জানতে চায়, উপায়টাকে আরও কম মারাত্মক করা সম্ভব কিনা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চায় ও। ওটাকে নন-লেথাল লেভেলে নামিয়ে আনার জন্যে যতটা সময় দরকার তা আপনাকে দেয়া যাবে।'

'চেষ্টা করব। গ্যারান্টি দিতে পারি না।'

'রানা বলছে, এক মিনিট আগে স্মোক বোমা দিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরি করলে ভাল হয়। বলছে, তার এক মিনিট আগে রেডিওতে কথা বলবে আপনার সাথে।'

'ওর সাথে আমারও আর্জেন্ট কথা আছে। ও নিজে কথা বলছে না কেন?'

'কারণ আমি লেডিস টয়লেটে রয়েছি। কেউ আসছে।' ট্রান্সিভার থেমে গেল।

কমিউনিকেশন ডেস্কের দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। 'আর্মারি! ইমার্জেন্সী।' ফিরলেন জেনারেল গারল্যান্ডের দিকে। 'জেনারেল, এ-ব্যাপারে আপনার সাহায্য লাগবে আমার।'

ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'অ্যাডমিরাল, আপনি আমাদের বলেছিলেন, রানার শেষ উপায়টা কি তা আপনার জানা নেই।'

তাঁর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালেন হ্যামিলটন। 'আমি সিকিউরিটির লোক, স্যার। অনেক সময় ডান হাতের কাজ সম্পর্কে বাঁ হাতকেও কিছু জানতে দিই না।'

ব্রিজের মাঝখানে ব্রেকফাস্ট এল সাড়ে সাতটায়। সাতটা পঁয়তাল্লিশে হেলিকপ্টার নিয়ে নিরাপদে ফিরে এল মারকুয়েজ। রজার হীলকে গম্ভীর কিন্তু অক্লান্ত এবং তাজা দেখাল, পুলিসের ইউনিফর্ম এখনও পরে আছে সে। বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার আগেই ফটোগ্রাফাররা অনেকগুলো ছবি তুলে নিল তার।

হীলের সাথে একধারে দাঁড়িয়ে জরুরী আলোচনা সারছে কবীর চৌধুরী, প্রেসিডেনশিয়াল কোচের ডিউটি গার্ড চেসটনকে হন হন করে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। 'ফোন, স্যার।'

হীল বলল, 'এদিকটা সব আমি সামলাব, স্যার। আপনি বিশ্রাম নিন। চিন্তার কিছুই নেই।'

কোচে এসে ফোন ধরল চৌধুরী।

পুলিস চীফ বললেন, 'আপনার জন্যে দুঃসংবাদ আছে, মি. চৌধুরী। বনি বোয়ানকো আপনার চেহারাও দেখতে চান না। আশ্রয় দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বলছেন, তিনি আর আপনার বন্ধু নন।'

'কে?' রিসিভারটা এত জোরে চেপে ধরল চৌধুরী, নিজেরই মনে হলো ভেঙে যাবে ওটা। 'কার কথা বলছ?'

'ব-নি-বো-য়া-ন-কো ক্যারিবিয়ানে আপনার স্বর্গদ্বীপ, তার প্রেসিডেন্ট। তিনি আপনাকে নেবেন না।'

'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন, কিন্তু স্বীকার করছেন না। আসলে, মি. চৌধুরী, সারা দুনিয়ায় আপনার পাবলিসিটি দেখে বেচারা ঘাবড়ে গেছেন। তাঁকে আমরা খুঁজতে যাইনি। তিনিই আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এই মুহূর্তে তিনি আমাদের সাথে ইন্টারন্যাশনাল লাইনে রয়েছেন, আপনি চাইলে আপনার সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি। দেব?'

কথা বলল না চৌধুরী। কপালে চিটচিটে ঘাম। কয়েক সেকেন্ড পর পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ঢুকল কানে।

'তুমি একটা বোকা, চৌধুরী। বদ্ধ উন্মাদ। মুখে লাগাম টানতে জানো না! জিম্মিদের নিয়ে ক্যারিবিয়ানে আসছ, সবাইকে জানিয়ে দিলে। বলে দিলে, দ্বীপ দেশটার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিক সম্পর্ক নেই। বললে, দেশটা জাতিসংঘের সদস্য নয়। আমেরিকানদের এরপর আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে? এ তো দুই-দুই চারের মতই সহজ অংক। গুয়ান্তানামো বেস থেকে একটা নৌ-বহর এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে। আমার ছোট্ট দেশের ওপর ঝাঁক ঝাঁক ফাইটার প্লেন উড়ে বেড়াচ্ছে। এইমাত্র খবর পেলাম, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমার এই ছোট্ট দেশটাকে নো-ম্যানস ল্যান্ড করতে মাত্র নাকি আধঘণ্টা সময় লাগবে তাঁদের। এরপরও তুমি আশা করো, তোমাকে আমি ঠাঁই দেব?' থামলেন বনি বোয়ানকো, হাঁপাতে লাগলেন।

চৌধুরী হ্যাঁ-না কিছুই বলল না।

'তুমি একটা আস্ত পাগল, চৌধুরী। তোমাকে আমি আগেও সাবধান করে দিয়ে বলেছি, যা করবে চুপচাপ করবে, ঢোল পেটাতে যেয়ো না। কিন্তু যার পতন ঘনায়, সে কি ভালমানুষের কথায় কান দেয়?'

'কাজটা ভাল করলে না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল চৌধুরী। 'আমার শত্রুতা কিনলে তুমি। একদিন প্রতিশোধ নেব।' ঠকাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

নয়

দুঃসংবাদটা হালকা ভাবে নিল রজার হীল। 'বনি বোয়ানকো তাহলে পিঠ দেখালেন? তাই বলে এটাকে কেয়ামত মনে করার কোন কারণ নেই।'

'ঠিক,' তাকে সমর্থন করল কবীর চৌধুরী। 'প্ল্যান একটু বদল করতে হবে এই যা। আসলে, মার্কিন সরকার আমাদের সাইকোলজিক্যাল ওয়রফেয়ারের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। কোন ভাবে সুবিধে করতে পারছে না, তাই নানা দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছে আমি যাতে কোন ভুল করে বসি।'

'যতই চাপ সৃষ্টি করুক, বা ধোঁকা দিক, কার্ড তো সব আমাদের হাতে—খেলায় আমরাই জিতব।' একটু চিন্তিত হলো হীল। 'প্ল্যানটা তাহলে বদলে ফেলতে হয়, স্যার।'

আপন মনে হাসল চৌধুরী। 'বিকল্প প্ল্যান করেই রেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, ক্যারিবিয়ানে যাবার প্ল্যানটাই ছিল আমার বিকল্প প্ল্যান। অরিজিনাল প্ল্যান ছিল, জিম্মিদের নিয়ে আমরা কিউবায় চলে যাব। কিউবাতেই যাব আমরা। মানে, প্ল্যান বদলের কোন দরকার নেই। একটা কথা কি জানো? কিউবায় যাবার প্রস্তাবটা পেরটই দিয়েছিল আমাকে।'

বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে থাকল হীল। তারপর জানতে চাইল, 'কিউবা এত বড় ঝুঁকি নেবে, স্যার?'

'সে-সব বিষয়ে ওদের সাথে আগেই কথা হয়েছে আমার। কিউবা আমার সাথে এ-ব্যাপারে হাত মেলালে যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করে বসতে পারে, তাই না? কিন্তু কিউবা বলবে, ব্যাপারটার সাথে তারা জড়িত নয়। বলবে, চৌধুরী তোমাদের প্রেসিডেন্টের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে, এখন তোমরাই বলে দাও, কি করব আমরা।'

মুচকি হাসল হীল। 'তাছাড়া, কিউবার গুরু মস্কো, শিষ্যের ওপর কেউ আঘাত হানলে গুরু মুখ বুজে সহ্য করবে না। বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে, স্যার।'

'পারেই তো,' বলল কবীর চৌধুরী। 'অবশ্য তার আগেই জিম্মিদেরকে রেখে আমরা কেটে পড়ব—সাড়ে আটশো মিলিয়ন জায়গামত পৌঁছলেই। তাহলে ওটাই ঠিক হলো, আমরা হাভানা যাব। এবার, টিভি অনুষ্ঠান। আমাদের পরবর্তী শো ন'টায়। যন্ত্রপাতি, এক্সপ্লোসিভ সব রেডি করা আছে। আগের মতই হুয়ানই ইলেকট্রিক ট্রাকটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। শেষ বার এক্সপ্লোসিভ ফিট করেছে নটহ্যাম আর টেলর। চেসটন আর ব্যারি-র ধারণা, ওরা তাদের চেয়ে ভাল করবে।' হাসল সে। 'ওদেরকেও একটা সুযোগ দেয়া যাক। দেখো, যেন ওয়াকি-টকি নিয়ে যায়।'

বেডলারের দিকে ফিরল চৌধুরী। 'বার বার প্রেসিডেনশিয়াল কোচে ছুটতে চাই না। যেখানেই থাকি, হাতের কাছে যেন একটা টেলিফোন পাই। ডিকসনের

সাথে ডাইরেক্ট লাইন হওয়া চাই। আমাদের কোচে ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'লোকাল এক্সচেঞ্জের ভেতর দিয়ে হবে সেটা, স্যার।'

'তাতে কি! বলবে, লাইনটা সারাক্ষণ খোলা থাকে যেন। আর, লীড হেলিকপ্টার থেকে একটা রেডিও-টেলিফোন লিঙ্ক দিতে পারবে?'

'শুধু একটা নব ঘোরাতে হবে, স্যার।'

'ওটা দরকার হবে আমাদের। যত তাড়াতাড়ি পারো।'

ঘন নীল আকাশ, সোনালি রোদ, ফুরফুরে তাজা বাতাস— আরেকটা স্নিগ্ধ সকাল। কিন্তু কালকের মত পশ্চিম আকাশের এক কোণে কুয়াশার সমাবেশও লক্ষ্য করা গেল। তিনটে কোচের মধ্যে মাত্র একজন আজকের এই সুন্দর সকালটা উপভোগ করছে না।

নিজের সীটে বসে আছে রানা, জানালার কার্নিসে কনুই, একটা হাত চিবুকের কাছে উঠে আছে যাতে কেউ ঠোঁট নড়া দেখতে না পায়।

হ্যামিলটন বললেন, 'আওয়াজ কমিয়ে ট্র্যানসিভার কানে তোলো।'

'অসম্ভব। উইন্ডো লেভেলের ওপরে রয়েছে আমার মাথা আর কাঁধ। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে নিচের দিকে ঝুঁকতে পারি। তাড়াতাড়ি করবেন, প্লীজ।'

রানার ক্যামেরা ওর হাঁটুর ওপর উল্টো করা রয়েছে, পিছনের ঢাকনি সরে যাওয়ায় ভেতরে ট্র্যানসিভার দেখা যাচ্ছে। আওয়াজ কমিয়ে মাথা নিচু করল ও। প্রায় পনেরো সেকেন্ড পর সিধে হয়ে চারদিকে তাকাল। কেউ ওকে লক্ষ্য করছে না। আওয়াজ বাড়িয়ে দিল আবার।

'কি,' জানতে চাইলেন হ্যামিলটন, 'অবাক হওনি?'

'তেমন নয়। ওকে বলবেন নাকি?'

'এদিকের প্রস্তুতি এখনও শেষ হয়নি...'

'সি-ইউ-বি?'

'নন-লেথাল লেভেলে আনতে বলেছ,' হ্যামিলটন বললেন। 'কিন্তু এক্সপার্টরা এখনও কথা দিতে পারছে না।'

'তাহলে মাত্র দু'একটা সি-ইউ-বি ব্যবহার করুন। বাকিগুলো গ্যাস বোমা হলেই চলবে। টাওয়ারে ওরা যারা রয়েছে, আপনাদের সাথে যোগাযোগ আছে?'

'পিকি আর জসি। হ্যাঁ।'

'ওদেরকে বলুন, ওদের হাতে কেউ যদি ধরা পড়ে, টাওয়ারের পীয়ার দিয়ে যেন নামিয়ে আনে।'

'কেন?'

ব্যাখ্যা না দিয়ে প্রশ্ন করল রানা, 'অ্যাডমিরাল সোরেনসন আছেন ওখানে?'

কয়েক সেকেন্ড পর অ্যাডমিরাল সোরেনসন বললেন, 'বলো, রানা।'

'ছোট একটা বোট, বিশেষ ফটফট করে না, আছে আপনার?'

'ইলেকট্রিকে চলে?'

'ভাল হয়।'

'প্রচুর।'

'কুয়াশা এলে, দক্ষিণ টাওয়ারের পীয়ারের পাশে পৌঁছতে পারবে?'

'ধরে নাও পৌঁছে গেছে।'

'বয়া পিস্তল আর রশি নিয়ে?'

'কোন সমস্যা নয়।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। মি. হ্যামিলটন?'

'হ্যাঁ।'

'অ্যাকশনের জন্যে লেজার ইউনিট রেডি তো? গুড। লীড হেলিকপ্টারের রোটরের ড্রাইভ শ্যাফটে তাক করতে হবে। এখুনি। নিশানা ঠিক করে লক করে দিতে বলুন, যাতে ঘন ধোঁয়ার মধ্যেও লক্ষ্য ভেদ করতে পারে।'

'কিন্তু...'

'কেউ আসছে।'

চারদিকে তাকাল রানা। কেউ আসছে না। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সাথে বক বক করার ইচ্ছে নেই বলে মিথ্যে কথা বলতে হলো। ক্যামেরার পিছনে ঢাকনি লাগাল ও। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল কোচ থেকে।

'সমস্যা, স্যার।' চৌধুরীর হাতে একটা ওয়াকি-টকি ধরিয়ে দিল বেডলার।

'চেসটন বলছি, স্যার।' ব্যারিকে নিয়ে দক্ষিণ টাওয়ারের পীয়ারের উদ্দেশে রওনা হয়েছে চেসটন, প্রায় মিনিট দশেক আগে। 'লিফট কাজ করছে না।'

'ধেত্তেরি! দাঁড়াও, দেখি।' হাতঘড়ি দেখল চৌধুরী। আটটা পঁচিশ। তার টিভি অনুষ্ঠান ন'টায়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে রিয়্যার কোচে চলে এল সে। বেডলার এরই মধ্যে একটা ডাইরেক্ট লাইনের ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

পুলিস চীফ বললেন, 'বলতে হবে না, জানি। ব্রিজ অথরিটির সাথে এই ক'মিনিট আগে কথা হলো। রাতে কোন একসময় টাওয়ার লিফটের ব্রেকার পুড়ে গেছে।'

'মেরামত করা হয়নি কেন?'

'তিন ঘণ্টা আগে কাজ শুরু হয়েছে।'

'আর কতক্ষণ?'

'আধ ঘণ্টা। কিংবা এক ঘণ্টা। ওরা ঠিক করে বলতে পারছে না।'

'মেরামত হয়ে গেলেই আমি যেন জানতে পারি।'

ওয়াকি-টকির কাছে ফিরে এলু চৌধুরী। 'উপায় নেই, লিফট ছাড়াই উঠতে হবে তোমাদের। লিফট মেরামত হচ্ছে।'

অপরপ্রান্তে নিস্তব্ধতা। তারপর চেসটন বলল, 'মাই গড! এত উঁচুতে...'

'হ্যাঁ, অনেক উঁচু, কিন্তু এভারেস্ট নয়। তোমাদের কাছে তো ম্যানুয়াল আছে।' ওয়াকি-টকি রেখে দিল চৌধুরী।

পশ্চিম ব্যারিয়ারের কাছে ডাক্তারের সাথে দেখা করল রানা। 'সি-ইউ-বি কি

জিনিস, জানেন?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

'ক্লাস্টার বম্ব ইউনিট,' বলল রানা। 'দু'এক ঘণ্টার মধ্যে ব্রিজে ফেলা হতে পারে। বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নেয় ওগুলো। ভিকটিমের কোথাও কোন চিহ্ন রাখে না।'

'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন?'

'না। দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় কম্বোডিয়া সরকার বেশ কয়েকবার ব্যবহার করেছে। মার্কিন নেভী সাপ্লাই দিয়েছিল।'

'ওগুলো তো মারাত্মক। মানুষ মারা পড়বে।'

'পড়ার কথা। ওগুলোকে যদি নন-লেথাল লেভেলে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় তবেই ব্যবহার করতে বলেছি।'

'তা কি সম্ভব?'

'এক্সপার্টরা চেষ্টা করে দেখছে। রোদ তেতে উঠছে, ভালমানুষরা সবাই কোচের ভেতর থাকবে,' বলল রানা। 'কোচের এয়ার-কন্ডিশনও চালু থাকবে বলে ধরে নিচ্ছি আমি। তার মানে বন্ধ দরজার ভেতর ব্যবহার করা বাতাস রি-সারকুলেট হবে। কোচের ভেতর কারও কোন ক্ষতি হবে না। প্রথম দেখতে পাবেন স্মোক বম। দেখলেই ছুটে পালাবেন। অ্যাম্বুলেন্সের দরজা বন্ধ করতে যেন ভুল না হয়।'

এগিয়ে এল রানা; বিল গাইডেনের কাঁধ ছুঁল। 'আপনার সাথে দুটো কথা ছিল।' ইতস্তত করল গাইডেন, মাথা নাড়ল, তারপর অনুসরণ করল রানাকে। কাছাকাছি কেউ নেই দেখে থামল ও। 'আমাদের পরিচয় হয়নি। আপনি ই. পি.-র গাইডেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। আর আপনি রাজা-বাদশার ফুড-টেস্টার, প্রদ্যুৎ মিত্র। এবং দ্য নিউজের রিপোর্টার। আমার সন্দেহ, আরও পরিচয় আছে আপনার।'

'যেমন?'

'এফ. বি. আই. এজেন্ট।'

'না,' বলল রানা। 'এজেন্ট, তবে এফ. বি. আই-র এজেন্ট নই।'

গাইডেনের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চাপা গলায় বলল সে, 'আমার সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়!'

'সুবিধেই হলো, বিশ্বাস করাবার জন্যে কাঠখড় পোড়াতে হবে না।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছে দু'জন। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। খোলা টাওয়ারে বেরিয়ে এল চেসটন। পিছু পিছু এল ব্যারি। হাতে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জসি। 'চৌধুরী একটা মানুষ নাকি? কেউ কাউকে এই রকম খাটায়!'

ঠিক ন'টায় শুরু হলো টিভি অনুষ্ঠান।

চৌধুরীর কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল বেডলার, 'তাড়াতাড়ি সারতে হবে, স্যার। কুয়াশা আসছে। মনে হচ্ছে, ব্রিজ ঢেকে ফেলবে।'

মাথা ঝাঁকাল চৌধুরী, তারপর আবার মাইক্রোফোনে কথা বলতে শুরু করল, 'প্রেসিডেন্ট, বাদশা, প্রিন্স—ওঁদেরকেই আমি টাকার মাল বলি। বাকি যাঁরা আছেন, সব সিকি আর আধুলি। যাই হোক, আমার যুক্তিসঙ্গত দাবি মেনে নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে মার্কিন সরকার। তবে, টাকা জায়গামত পৌঁছবার ফাইন্যাল খবর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে পারি না। ততক্ষণ খানিক পর পর, প্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদেরকে আমরা আনন্দ বিতরণ করে যাব। আরও দুটো অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পাবেন বেলা এগারো আর একটায়। প্রিয় দর্শক ভাই-বোনদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, ওগুলো দেখবেন। কথা দিতে পারি, জীবনে আর কখনও এধরনের অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য আপনাদের হবে না।

'আগের মতই, ইলেকট্রিক ট্রাকটাকে দক্ষিণ টাওয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে দেখছেন আপনারা। ট্রাকে এক্সপ্লোসিভ আর ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এখন যদি ক্যামেরাম্যান জুম ক্যামেরা ব্যবহার করে, টাওয়ারের মাথায় আমার দু'জন লোককে দেখতে পাবেন আপনারা।' জুম ক্যামেরা টাওয়ারের দিকে মুখ করল। কিন্তু টাওয়ারের মাথায় কাউকে দেখা গেল না। এক সেকেন্ড, দু'সেকেন্ড করে পুরো একটা মিনিট কেটে গেল। তবু কারও দেখা নেই।

'সাময়িক অসুবিধে,' সহজ সুরে বলল চৌধুরী। 'প্লীজ, সেটের সামনে থেকে সরবেন না কেউ।' চেহারায় আত্মবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে তুলল সে। 'এক্সকিউজ মি।' হাত দিয়ে মাইক্রোফোন চেপে ধরে ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে। 'ডিকসন?'

'লিফট মেরামত হয়ে গেছে, মি. চৌধুরী।'

'এতক্ষণে? জানো, লিফট ছাড়া একজন লোকের টাওয়ারে উঠতে কতটা সময় লাগে?'

'আপনার লোকেরা লিফট ছাড়াই উঠছে? মাথা খারাপ নাকি!'

'ওদের সাথে ম্যানুয়াল আছে।'

'কিসের ম্যানুয়াল?'

'অরিজিন্যালের একটা কপি।'

'অরিজিন্যালটা তো বিশ বছর ধরে বহু বার বদল করা হয়েছে। ওরা যদি পথ হারায় দু'চার দিন কোন খবর পাবেন না।'

রিসিভার রেখে দিল চৌধুরী। হীলকে বলল, 'লিফট ঠিক হয়েছে। নটহ্যাম আর টেলরকে জলদি পাঠিয়ে দাও। বোমা আছে, মনে করিয়ে দিয়ো।' মাইক্রোফোন থেকে হাত সরাল সে। 'দুঃখিত, প্রিয় দর্শকমণ্ডলী। এখুনি আবার শুরু হবে অনুষ্ঠান।'

পরবর্তী দশ মিনিট গোল্ডেন গেট আর আশপাশের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখানো হলো দর্শকদের। তারপর চৌধুরী আবার ফিরে এল মিনি পর্দায়। 'এবার দেখুন—দক্ষিণ টাওয়ার।'

টাওয়ারের মাথায় চেসটন আর ব্যারিকে দেখা গেল, কপালে হাত ঠেকিয়ে স্যালুট করছে। এরপর কেব্‌লে বিস্ফোরক ফিট করার দৃশ্য দেখানো হলো।

কাজ শেষ করে কেব্‌ল্ থেকে টাওয়ারে চলে এল ওরা। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের ওপর দিয়ে ওদের দিকে তাকাল জসি। 'সত্যি এক্সপার্ট তোমরা। কিন্তু লোক ভাল নও। পিকি, আরেক সেট ডিটোনেটর খুলে আনতে হবে।'

দর্শকদের উদ্দেশে বিদায় ভাষণ দিচ্ছে কবীর চৌধুরী, এই সময় ফোন বাজল। রিসিভার তুলল সে।

'অ্যাডমিলার হ্যামিলটন বলছি। আপনার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্যে দুঃখিত, মি. চৌধুরী। কিন্তু কি করব বলুন, এদিকে যে আমাদের অনুষ্ঠান শুরুর সময় হয়ে গেছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, মিনি পর্দা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে আপনাকে, দর্শকরা এখন আমাদেরকে দেখছেন এবং শুনছেন। ওই একই চ্যানেলে। এইমাত্র আপনার উপভোগ্য অনুষ্ঠান দেখলাম আমরা। এবার আমাদেরটা দেখতে মর্জি হোক।'

টিভি পর্দায় ক্লোজ-আপে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দেখা গেল। অন্তত সান ফ্রান্সিসকোর দর্শকরা বুঝতে পারল ব্যাক-গ্রাউন্ডটা প্রেসিডিয়োর।

হ্যামিলটন বললেন, 'ক্রিমিন্যাল চৌধুরীকে ঠেকাবার পথ নেই। তবু এসবের ভেতর থেকে ভাল কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত হবেন ডেভিড ল্যাংফোর্ড, ভাইস-প্রেসিডেন্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস।'

প্রকাণ্ডদেহী ভাইস-প্রেসিডেন্টকে মিনি পর্দায় অত্যন্ত গম্ভীর এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেখাল। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তাঁর খ্যাতি গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে আছে। বৈরী একদল শ্রোতাকেও মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে জানেন তিনি। তাঁর শব্দ চয়ন এবং বাক্যবাণ হানার কৌশল, কোন তুলনা হয় না। কিন্তু আজ অল্প কথায়, সহজ সুরে ভাষণ দিলেন তিনি।

বললেন, 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও, যা শুনলেন তা সবই সত্যি। আজকের পরিবেশ যতই তিক্ত আর অবমাননাকর হোক, আপনারা শুনে খুশি হবেন, আমরা আমাদের প্রেসিডেন্টকে বিপদে পড়তে দিইনি এবং কোন অবস্থাতেই দেব না। প্রেসিডেন্ট, রাজকীয় মেহমানদ্বয় এবং আমেরিকার সুনাম, যে-কোন মূল্যে এগুলো আমরা রক্ষা করব। আর তাই, ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে মাথা নত করেছি আমরা। হ্যাঁ, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে ক্রিমিন্যাল কবীর চৌধুরী আমাদের সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার নিয়ে পালিয়ে যাবে, আমরা তাকে পালিয়ে যেতে দিতে বাধ্য। কিন্তু···কিন্তু তাকে উদ্দেশ্য করে আমি বলতে চাই, চৌধুরী, খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনুন আপনি। আজ সকালে ইনফরমেশন পেয়েছি, ইনফরমেশন না বলে বলা উচিত প্রমাণ পেয়েছি, তা থেকে এ-কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আপনার দিন ঘনিয়ে এসেছে। আপনার বন্ধুরা একে একে ছেড়ে যাবে আপনাকে। আশ্রয় মিলবে এমন কোন জায়গা আপনার থাকবে না। প্রমাণ চান?'

ভাইস-প্রেসিডেন্টের জায়গায় মিনি পর্দায় রস পেরট এবং অন্যান্যদের দেখা

গেল। ক্যামেরা রয়েছে খুব কাছেও নয়, আবার খুব দূরেও নয়। পাঁচজনের সাথে মাঝখানের চেয়ারে বসে রয়েছে পেরট। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল তাকে, পাশে বসা সঙ্গীদের সাথে কথা বলছে। একটু যেন বেশিই কথা বলছে। কি বলছে তা অবশ্য শোনা যাচ্ছে না।

টিভি থেকে ভাইস-প্রেসিডেন্টের গলা বেরিয়ে এল, 'বাঁ দিক থেকে অ্যাডমিরাল সোরেনসন—ন্যাভাল কমান্ডার ওয়েস্ট কোস্ট। চীফ অভ পুলিস আর্ল ডিকসন—সান ফ্রান্সিসকো। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন—নৃমা। এবং জেনারেল গারল্যান্ড—অফিসার কমান্ডিং, ওয়েস্ট কোস্ট। আপনারাই বলুন, যার ভাগ্যে এঁদের মত কীর্তিমান পুরুষের সঙ্গ জোটে, সে কি আর খারাপ থাকতে পারে?'

নিজের অনুষ্ঠানের সময় হাসছিল চৌধুরী, চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছিল। এখন সে-সব ভুলে গেছে। চেয়ারের একেবারে কিনারায় বসে আছে সে, এবং এই প্রথম মনের ভাব ফুটে উঠেছে চেহারায়। চোখেমুখে নিখাদ অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে সে মিনি পর্দার দিকে।

'রস পেরট,' ভাইস-প্রেসিডেন্ট বললেন, 'কাল রাতেই দল বদল করেছে।' টিভিতে ফিরে এসেছেন তিনি। 'তার দল বদলের কারণ তার ভাষায়, চৌধুরীকে বিশ্বাস করতে পারেনি সে। তার বয়স কম কাজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার এটাই সময়। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, অ্যাকটিং হেড অভ স্টেট হিসেবে, এরই মধ্যে রস পেরটকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। অতীতে যে অপরাধই করে থাকুক সে, তার কোন সাজা হবে না। আমার এই আদেশ, আর কেউ যদি দল বদল করতে চায়, তার বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। আবার রস পেরট প্রসঙ্গ। বলছে, চৌধুরীকে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। কেন? কারণ হলো, চৌধুরী তার কাছে প্রস্তাব রেখেছিল, মোট সাড়ে আটশো মিলিয়ন ডলার তারা দু'জন ভাগ করে নেবে। বাকি সবার কি হবে, রস পেরটের এ-প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী বলেছিল, জাহান্নামে যাবে, জেলে পচে মরবে। তোমার বা আমার তাতে কি! প্রিয় দেশবাসী, বুঝতেই পারছেন, চৌধুরীর এই কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় রস পেরট। তার সন্দেহ হয়, হাতে টাকা পাবার পর চৌধুরী তাকেও ঠকাবে, হয়তো তার পিঠে গেঁথে দেবে আমূল একটা ছোরা। এই পরিস্থিতিতে সে যদি দল বদল করে থাকে, তাকে আমরা বুদ্ধিমান না বলে পারি কি?

'রস পেরট আমাদেরকে আরও জানিয়েছে, ব্রিজ থেকে পালাবার আগে সে তার সহকর্মীদের দু'একজনের সাথে কথা বলে এসেছে। চৌধুরীর অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আভাস পেয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, তারা দল বদলের সুযোগের অপেক্ষায় আছে। সুযোগ পেলেই কেটে পড়বে। আমাদের তরফ থেকে আমরা শুধু বলতে পারি, একটা মন্দ লোকের কাছ থেকে কেউ যদি পালিয়ে এসে প্রোটেকশন চায়, আমরা তা দিতে বাধ্য। গণতন্ত্র এবং মানবতা; জন্মলগ্ন থেকে এ দুটোই তো আমেরিকার সম্পদ এবং গৌরব।

'চৌধুরীর আরও লোক দল বদল করবে বলে আশা করছি আমরা। কাজেই টিভি থেকে খুব দূরে কেউ থাকবেন না, প্লীজ।'

'যীশু! যীশু!' বিস্ফারিত চোখে রানার দিকে তাকাল ডাক্তার। 'চৌধুরী এই আঘাত সামলাবে কিভাবে? মি. প্রদ্যুৎ, এই ধারণাটাও কি আপনার?'

'তাহলে খুশিই হতাম। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কি মনে করেন আপনি? শয়তানী বুদ্ধি আমার চেয়ে কম নেই তাঁর মাথায়।'

'কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি রস পেরট...'

'যা ভাবছেন তা নয়। সে দল বদল করেনি।'

'তাহলে?' অবাক্ হলো ডাক্তার।

'ক্যামেরা দূর থেকে ছবি নিয়েছে, দেখলেন না? ওষুধ খাইয়ে ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে পেরটের।'

'কিন্তু ব্রিজ থেকে গেল কিভাবে?'

'গেছে খুব ডাঁটের সাথে। সাবমেরিনে চড়ে।'

'সাবমেরিন? সাবমেরিন কোত্থেকে এল?'

'এসেছিল, আপনি জানেন না।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল ডাক্তার।

মাউন্ট টামালপাইজ রাডার স্টেশনে টিভি অনুষ্ঠান দেখছে ওরা। অনুষ্ঠান শেষ হতে সেটা অফ করে দিয়ে চার সঙ্গীর দিকে তাকাল বব ইয়ং। বলল, 'আমাদেরকে ঠকানো হয়েছে।'

সঙ্গীরা চুপ করে থাকল। বব ইয়ঙের সাথে কেউ দ্বিমত পোষণ করল না।

তিনি যে ব্যাপারটা উপভোগ করছেন না, এটা প্রমাণের জন্যে কঠিন চেষ্টা চালাচ্ছেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'প্রিয় দেশবাসী, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ব্রিজের ওপর দিয়েই ভেসে যাবে কুয়াশা, কাজেই মিনিট দুই আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন না। তারপর, কুয়াশা কেটে গেলে, আপনাদের সবার জন্যে সুসংবাদ এবং ক্রিমিন্যাল চৌধুরীর জন্যে দুঃসংবাদ পরিবেশন করব আমরা। এইমাত্র খবর পেলাম, তার দল ছেড়ে আরও চারজন লোক পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এবার ক্রিমিন্যাল চৌধুরীকে বলছি। এতে কোন ভুল নেই যে টাকা আপনি পাবেন, কিন্তু টাকা পাবার পর চলাফেরায় সাবধান হোন। আমার জানা মতে, হাভানা এয়ারপোর্টের রানওয়ে ব্লক করতে ছয় মিনিটের বেশি লাগবে না।'

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল চৌধুরী, এগোল রিয়্যার কোচের দিকে। তাকে অনুসরণ করল হীল। চৌধুরীর নিজের লোকেরা হয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল, কিংবা বিমূঢ় চেহারা নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। কোচে উঠে পিছন দিকে চলে গেল হীল, ফিরে এল এক বোতল স্কচ আর একটা গ্লাস নিয়ে।

'সকাল বেলা আমি খাই না,' বলল চৌধুরী। কিন্তু কথাটায় তেমন জোর

নেই। গ্লাসে স্কচ ভরে সেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিতে, নিল সে।

মাত্র দুই চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করল। 'হীল, কি ভাবছ?'

'আমরা দু'একজন ছাড়া বাকি সব লোক নতুন, স্যার,' বলল হীল। 'এই টিভি অনুষ্ঠানের পর তারা যদি আপনার ওপর থেকে আস্থা হরিয়ে ফেলে, তাদের আপনি দুষতে পারেন না। এখানে আসার সময় ওরা আপনাকে কিভাবে দেখছিল, লক্ষ্য করেছেন?'

'হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। না, ওদেরকে আমি দোষ দিই না। রস পেরট। তোমার কি মনে হয়?'

ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল হীল।

'যদি বিশ্বাস করি আজ রাতে সূর্য আকাশে থাকবে তাহলে বিশ্বাস করি পেরট দল বদলেছে,' বলল চৌধুরী। 'দেখলে না, ক্যামেরা একবারও তার সামনে গেল না! তাছাড়া, তাকে কথা বলারও সুযোগ দেয়া হয়নি। এসব থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, নেশার ঘোরে আছে সে। তাকে ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।' বেডলারকে দোরগোড়ায় দেখা যেতেই চুপ করে গেল সে।

হীল বলল, 'ঠিক আছে, ভেতরে এসো। তোমাকে ম্লান দেখাচ্ছে!'

'মন ভাল নেই,' স্বীকার করল বেডলার। 'যে যাই বলুক, পেরট দল বদল করেছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ভাবছি অন্য কথা। নটহ্যাম আর টেলর এত দেরি করছে কেন? ওদের তো আরও আগে ফিরে আসার কথা।'

'তাই তো!' চমকে উঠল হীল।

'আমার সন্দেহ,' বলল বেডলার। 'ওরা আর ফিরে আসবে না। ভাইস-প্রেসিডেন্ট যে চারজনের কথা বললেন, তাদের দু'জন নটহ্যাম আর টেলর না হয়েই যায় না।'

'বাকি দু'জন চেসটন আর ব্যারি?' জিজ্ঞেস করল চৌধুরী।

'আমার তাই ধারণা, স্যার,' বলল হীল।

'এসব কেন ঘটছে? কিভাবে ঘটছে?' হঠাৎ প্রচণ্ড উত্তেজনায় চেহারা আগুন হয়ে উঠল চৌধুরীর। 'আমরা একমত, পেরট দল বদল করেনি। আমরা একমত, ড্রাগ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। সেটা জানতে পারলেই এই রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে। ব্রিজ থেকে পেরট গেল কিভাবে?'

হীল মৃদু কণ্ঠে বলল, 'তখন আমি এখানে ছিলাম না। রাতের বেলা দু'বার আলো চলে গিয়েছিল, তখনই হয়তো গেছে সে।'

'দু'বারই আমার সাথে ছিল সে,' বলল চৌধুরী।

'আপনাকে আমি আগেও একবার কথাটা বলেছি, স্যার,' বলল বেডলার। 'পচা আপেল। আমাদের মধ্যে কেউ একজন বেঈমান আছে।' ব্রিজের ওপর দিয়ে কুয়াশা ভেসে যাচ্ছে, সেদিকে আনমনে তাকিয়ে আবার বলল সে, 'এই ব্রিজে আর একমুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

দশ

পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যে পেরিয়ে গেল কুয়াশা। উজ্জ্বল রোদ মেখে আবার হেসে উঠল গোল্ডেন গেট ব্রিজ। ব্রিজের মাঝখানে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে কবীর চৌধুরী। বেডলারকে এগিয়ে আসতে দেখে থামল সে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের ফোন, স্যার। দু'মিনিটের মধ্যে টিভি অন করতে অনুরোধ করলেন।'

কথা না বলে আবার পায়চারি শুরু করল চৌধুরী। এগিয়ে গিয়ে টিভি সেটটা অন করল বেডলার।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় এবার নিজেই থাকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। তাঁর ভঙ্গিটা ভাইস-প্রেসিডেন্টের মত নয়, তবে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে যথেষ্ট উপাদান থাকল। তাঁর কথা বলার ধরনটাই দারুণ উপভোগ্য।

'বাজারে জোর গুজব, বিপথগামী সম্রাট কবীর চৌধুরীর সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। তার প্রধানমন্ত্রী রস পেরট আগেই বিদ্রোহ করেছে, সে-খবর আপনারা পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভার আরও চারজন সদস্যকে বিদ্রোহ করতে রাজি করিয়ে এসেছিল। আমাদের সবার জন্যে সুখবর, সত্যি সত্যি তাঁরা বিদ্রোহ করেছেন। নিজের চোখেই দেখুন আপনারা।'

মিনি পর্দার ছবি বদলে গেল। লম্বা একটা টেবিলে চারজন বসে রয়েছে। কারও মুখে হাসি নেই, সবাই মাথা নিচু করে আছে। মিনি পর্দার এক কোণে দেখা গেল অ্যাডমিরালকে। 'এদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই, লেডিস এ্যান্ড জেন্টেলমেন! বাঁ দিক থেকে সর্বজনাব চেসটন, ব্যারি, নটহ্যাম এবং টেলর। আরও একটা খবর। চৌধুরী মন্ত্রীসভার একজন সিনিয়র মন্ত্রী মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমরা সবিস্ময়ে ভাবছি, এরপর কি ঘটবে? আপনাদের সদয় মনোযোগের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ক্যামেরা ঘুরতে শুরু করেছে, এই সময় একজন পুলিস অফিসার অ্যাডমিরালের সামনে এসে দাঁড়াল। 'আপনার টেলিফোন, স্যার। মাউন্ট টামালপাইজ থেকে।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে কমিউনিকেশন ওয়াগনে পৌঁছলেন হ্যামিলটন। রিসিভার কানে তুলে মনোযোগ দিয়ে অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন তিনি। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে জেনারেল গারল্যান্ড, অ্যাডমিরাল সোরেনসন আর পুলিস চীফের দিকে তাকালেন। 'দুটো হেলিকপ্টার দরকার। একটায় থাকবে টিভি ক্যামেরা আর ক্রু। আরেকটায় থাকবে আর্মড পুলিস। পেতে কতক্ষণ লাগবে?'

'দশ মিনিট,' আশ্বাস দিলেন জেনারেল গারল্যান্ড। 'খুব বেশি হলে বারো।'

'সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' পায়চারি থামিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'ইমার্জেন্সী টেক-অফের জন্যে প্রস্তুতি নেব আমরা। চারদিক থেকে খোঁচা মেরে আমাকে ওরা পাগল করে তোলার চেষ্টা করছে। আমি এর প্রতিশোধ নেব। ওদের এত সাধের গোল্ডেন গেট ব্রিজ আমি উড়িয়ে দেব।'

কেউ কোন কথা বলল না।

'উত্তর টাওয়ারের পশ্চিম কেব্‌লে এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ফিট করার জন্যে কাউকে পাঠানো বোধহয় বোকামি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ,' বলল হীল। 'তাহলে আরও দু'জনকে হারাব আমরা।'

'এক কাজ করো, আমাদের লেভেলেই ফিট করাও ওগুলো। দুই হেলিকপ্টারের মাঝখানে, ওই একই কেব্‌লে। আমার মনে হয়, তাতেও গোটা ব্রিজ ভেঙে পড়বে।'

কাজটা সারতে আধঘণ্টা লাগল। কাজ শেষ হয়েছে এই রিপোর্ট দিয়ে বেডলার জানাল, 'হ্যামিলটন খবর দিলেন, স্যার। বলছেন, দু'মিনিটের মধ্যে টিভিতে একটা অনুষ্ঠান আছে। অনুষ্ঠান শেষ হবার পাঁচ মিনিট পর ফোনে আপনার সাথে কথা বলবেন তিনি। জানালেন, পুব থেকে নাকি দারুণ মজার দুটো খবর এসেছে।'

'শয়তানের ধাড়ী আবার কি মতলব এঁটেছে কে জানে!' বিড় বিড় করতে করতে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল চৌধুরী। তার পিছনের সীটগুলো দ্রুত দখল হয়ে গেল। জ্যান্ত হয়ে উঠল মিনি পর্দা।

প্রকাণ্ড সাদা একটা গলফ বলের মত দেখা গেল—মাউন্ট টামালপাইজ রাডার স্ক্যানার। তারপর ক্যামেরা জুম করল দশজন লোকের ওপর। আর্মড পুলিস। তাদের একটু সামনে দেখা গেল পুলিস চীফ আর্ল ডিকসনকে, হাতে মাইক্রোফোন। খোলা একটা দরজার দিকে এগোলেন তিনি, তাঁকে অনুসরণ করল ক্যামেরা। খোলা দরজা দিয়ে একে একে বেরিয়ে এল পাঁচজন লোক, সবাই মাথার ওপর হাত তুলে আছে। পুলিস চীফের সামনে এক সারিতে দাঁড়াল তারা। তাদের মধ্যে একজন আরও দু'পা সামনে গিয়ে থামল।

পুলিস চীফ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বব ইয়ং?'

'জ্বী।'

'আমি ডিকসন। চীফ অভ পুলিস, সান ফ্রান্সিসকো। তোমরা কি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করছ?'

'জ্বী।'

'কেন?'

'আপনাদের গুলি খেয়ে মরতে চাই না, আবার পিঠে চৌধুরীর ছুরি খেয়েও পটল তোলার ইচ্ছে নেই।'

'তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। যাও, ভ্যানে ওঠো।' ওদেরকে এগোতে দেখলেন ডিকসন, তারপর মাইক্রোফোনে কথা বললেন, 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা

অ্যাডমিরালের মত ভাষণ দেয়ার যোগ্যতা আমার নেই। সরল ভাষায় আমি শুধু বলতে চাই, এই তো মাত্র সকাল, এরই মধ্যে দশজন দল বদলেছে, সেটাকে কোন হিসেবেই মন্দ বলা চলে না। তাছাড়া, সকাল শেষ হতে এখনও তো দেরি আছে। একটি ঘোষণা! অন্তত আগামী এক ঘন্টা আমাদের আর কোন প্রোগ্রাম নেই।'

উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাল রানা। মাত্র দু'সেকেন্ডের ব্যবধানে জেনারেল পীল আর ইউ. পি. রিপোর্টার বিল গাইডেনের সাথে দৃষ্টি বিনিময় হলো ওর।

রিপোর্টার আর জিম্মিরা ধীরে-সুস্থে যে যার কোচের দিকে ফিরে যাচ্ছে। রিপোর্টাররা রিপোর্ট লিখতে বসবে, কিংবা রিলোড করবে ক্যামেরা। আর জিম্মিরা, কোন সন্দেহ নেই, কোচে উঠেই প্রথমে গলা ভেজাবেন। বিশেষ করে প্রেসিডেন্টকে দেখে রানার মনে হলো, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে তাঁর। তাছাড়া, এই গরমে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কোচ হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাঁদেরকে।

জিম্মিরা সবাই কোচে ওঠার পর তাদের পিছু পিছু গার্ড জ্যাকও উঠল। দরজার তালা বন্ধ করল সে, চাবিটা পকেটে ভরে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, তার দিকে পিস্তল তাক করে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল পীল। জ্যাকের হাতে মেশিন-পিস্তল রয়েছে, কিন্তু ব্যারেলটা নিচের দিকে তাক করা।

'চালাকি করার চেষ্টা কোরো না। হাতের ওটা নড়তে দেখলেই গুলি করব আমি।'

'কি ওটা? খেলনা পিস্তল?' জানতে চাইল জ্যাক। 'ওটা দিয়ে মাথায় বাড়ি মারলেও ব্যথা পাব না। কিন্তু আমি আপনাকে গুলি করে ছাতু বানিয়ে দিতে পারি।'

'খেলনা নয়, এটা একটা সায়ানাইড গান,' জেনারেল বললেন। 'বুলেট শুধু যদি তোমার চামড়া ভেদ করে, তাতেই তুমি সাথে সাথে মারা যাবে। মেঝেতে পড়ার আগেই।'

'আমার দেশে হলে,' রাজা বললেন, 'এতক্ষণে মারা যেত ও।'

'টিভি অনুষ্ঠান দেখেও তোমার চোখ খোলেনি?' জেনারেল জানতে চাইলেন, 'ভালয় ভালয় মেশিন-পিস্তলটা দিয়ে দাও।'

জ্যাক বোকা নয়। মেশিন-পিস্তল হস্তান্তর করল সে। তাকে নিয়ে কোচের পিছন দিকে চলে গেলেন জেনারেল। ওয়াশরুমের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে ফিরে এলেন।

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

'দু'এক মিনিটের মধ্যে বাইরে বোমা পড়বে,' জেনারেল পীল বললেন। 'এই বোমার কাজ হলো বাতাস থেকে অক্সিজেন খেয়ে ফেলা। কাজেই আমরা কেউ বাইরে বেরুচ্ছি না। দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ থাকবে।'

'আচ্ছা!' প্রেসিডেন্ট যার-পর-নাই বিস্মিত।

'পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠলে আমাদের দু'একজনকে গুলি করে মারার জন্যে এই কোচে উঠতে চাইবে চৌধুরী,' আবার বললেন পীল। 'দরজা বন্ধ থাকায় তা সে পারবে না। তখন হয়তো গুলি করবে, কিন্তু কাঁচগুলো বুলেট-প্রুফ। সবশেষে, আমরা হয়তো হেলিকপ্টারে চড়তে যাচ্ছি। কিন্তু হেলিকপ্টার কোথাও যাবে না।'

'পীল, এসব ইনফরমেশন কোত্থেকে পেলে তুমি?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'বিশ্বস্তসূত্রে। সে-ই আমাকে এই সায়ানাইড গান দিয়েছে। মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা! এসবের সাথে কিভাবে জড়িত সে? তাকে আমি চিনি বলে মনে হয় না।'

'পরিচয় হবে, স্যার। ছেলেটা বিদেশী। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন তার একজন ভক্ত।'

ভুরু কুঁচকে উঠল প্রেসিডেন্টের। 'বোধহয় ভুল করলে। বোধহয় উল্টোটা বলতে চাও।'

'না, স্যার,' পীল হাসলেন। 'হ্যামিলটনের সাথে কথা হয়েছে আমার। তাঁর মুখ থেকেই জানলাম। তিনিই রানার ভক্ত।'

'নিশ্চয়ই অসাধারণ গুণী ছেলে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু দুঃখ হলো, সবই জানি আমি, কিন্তু সবার চেয়ে পরে। কেউ আমাকে সময়মত কিছু বলে না।'

শেষ লোকটা না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর ধাপ বেয়ে কোচে উঠেই গার্ড হুয়ানের ডান কানের পিছনে দুম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। মেশিন-পিস্তলটা সহ তাকে ধরে ফেলল ও। দরজা বন্ধ করার জন্যে চাবি বের করেছিল হুয়ান, জ্ঞান হারালেও সেটা এখনও তার হাতের মুঠোয় রয়েছে। মুঠো থেকে চাবি নিয়ে পকেটে ভরল রানা। অজ্ঞান হুয়ানকে তুলে বসিয়ে দিল ড্রাইভারের সীটের সামনে।

একমাত্র বিল গাইডেন ছাড়া রিপোর্টাররা চাপা গলায় হাজারটা প্রশ্ন করল ওকে। রানা নিরুত্তর। হুয়ানের চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করল ও। তারপর বের করল রেডিও। 'রানা।'

'ডিকসন।'

'রেডি?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এখনও কথা বলছেন চৌধুরীর সাথে।'

'কথা শেষ হলেই জানাবেন আমাকে।'

'টাকা তাহলে ইউরোপে পৌঁছে গেছে?' ফোনে বলল কবীর চৌধুরী। 'চমৎকার। কিন্তু একটা কোড-ওয়ার্ড থাকার কথা ছিল।'

'ছিল,' শুকনো গলায় বললেন হ্যামিলটন। 'এবারেরটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। "নিরুদ্দেশ"।'

মৃদু হাসল চৌধুরী।

রানার রিসিভার থেকে পুলিস চীফের গলা ভেসে এল, 'ওদের কথা শেষ হয়েছে।'

'ক্লিয়ার উইথ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'ক্লিয়ার।'

'নাউ।'

ক্যামেরা কেসে ট্রানজিসটার ঢোকাল না রানা। সেটা পকেটে ভরে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে রেখে দিল মেঝেতে। দরজার তালা খুলল ও, চাবি থাকল কী হোলে, কবাট সামান্য একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকে চোখ রাখল একটা। রিয়্যার কোচ থেকে মাত্র নেমেছে চৌধুরী, এই সময় প্রথম স্মোক বোম বিস্ফোরিত হলো প্রায় দুশো গজ দূরে। পরেরটা ফাটল দু'সেকেন্ড পর, দেড়শো গজ দূরে। কোচ থেকে নেমে যেখানে দাঁড়িয়েছিল চৌধুরী, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। বিমূঢ় এবং পঙ্গু মনে হলো তাকে। কিন্তু ডাক্তারকে লেজ তুলে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটতে দেখল রানা।

হঠাৎ করেই সংবিৎ ফিরে পেল চৌধুরী। লাফ দিয়ে কোচে উঠল সে। ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভার। 'হ্যামিলটন! ডিকসন!' তার মাথার ঠিক নেই। পাঁচ মিনিট আগে মাউন্ট টামালপাইজে দেখা গেছে পুলিস চীফকে, এত তাড়াতাড়ি তিনি ফিরে আসতে পারবেন না।

'হ্যামিলটন বলছি।'

'ব্যাটা শয়তানের ধাড়ী! এসব কি শুরু হয়েছে?'

'ভদ্র ভাষায় কথা বলুন, মি. চৌধুরী।' অ্যাডমিরাল উত্তেজিত নন।

ঘন ধোঁয়া খুব বেশি হলে কোচের কাছ থেকে আর মাত্র পঁচাত্তর গজ দূরে হবে।

'প্রেসিডেনশিয়াল কোচে যাচ্ছি আমি,' হুঙ্কার ছাড়ল কবীর চৌধুরী। 'অনেক হুমকি দিয়েছি, আর নয়। এবার সত্যি সত্যি প্রেসিডেন্টের কান কাটব আমি!' রিসিভারটা ঠকাস করে নামিয়ে রাখল সে। 'হীল? সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলো, দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ হতে পারে। ওরা ঠিক পাগল হয়ে গেছে।' কোচের পিছন দিক থেকে এগিয়ে এল ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ। তাদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিল সে। 'তোমাদের আমি কাছছাড়া করতে পারি না। এখানেই থাকো। তোমাকেও আমার দরকার, হীল। সবাইকে তৈরি থাকতে বলে ফিরে এসো এখানে। তারপর ফোনে শয়তানের ধাড়ীটাকে বলো আমি কি করছি।'

লাফ দিয়ে রাস্তায় নামল চৌধুরী। ইতোমধ্যে আরও দুটো স্মোক বোম বিস্ফোরিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে, মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে, ঘন ধোঁয়ার একটা উঁচু পাহাড় খাড়া হয়ে রয়েছে। সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে গেছে দক্ষিণ টাওয়ার। ছুটে প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পাশে এসে দাঁড়াল চৌধুরী। খপ্ করে হাতল ধরল। টান দিল হ্যাঁচকা। কিন্তু এক চুল নড়ল না দরজা।

আরেকটা স্মোক বোম ফাটল। এটা ফাটল রিয়্যার কোচের কাছাকাছি।

দরজার গায়ে বসানো জানালা দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করল চৌধুরী, সেই সাথে হাতের পিস্তল দিয়ে কাঁচে বাড়ি মারল। দেখল, ড্রাইভিং সীটটা খালি। ওটাতেই গার্ড জ্যাকের বসে থাকার কথা। জানালায় দেখা গেল জেনারেল পীলকে, সেই একই সময়ে স্মোক বোম ফাটল আরেকটা।

জেনারেলের উদ্দেশে চিৎকার জুড়ে দিল চৌধুরী। ভুলেই গেছে, কোচটা সাউন্ডপ্রুফ। আঙুল দিয়ে ড্রাইভিং সীটটা দেখাল সে। উত্তরে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল। পরপর চারটে গুলি করল চৌধুরী। কিন্তু তালার কোন ক্ষতি হলো না, দরজাটাও গোঁয়ারের মত অটল থাকল।

পরের বোমাটা ফাটল চৌধুরীর ঠিক উল্টোদিকে। ঘন আর ঝাঁঝাল, উৎকট গন্ধ নিয়ে তার ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ধোঁয়া। আরও দুটো গুলি করল সে, আবার হাতল ধরে টানল।

লীড কোচের কী-হোল থেকে চাবি বের করল রানা, নেমে এল রাস্তায়। দরজা বন্ধ করল, কিন্তু কী-হোল থেকে চাবি বের করল না। ঘুরতে যাবে, কাছাকাছি একটা বোমা ফাটল। নাক আর গলা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে ধোঁয়া, কিন্তু অচল করে দেয়ার মত নয়।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ছুটল কবীর চৌধুরী। রিয়্যার কোচের দরজা বন্ধ দেখে খুলল সেটা, ভেতরে ঢুকে সাথে সাথে আবার বন্ধ করল। ভেতরের বাতাস পরিষ্কার, আলো জ্বলছে। এয়ার-কন্ডিশন চালু। ফোনে কথা বলছে হীল।

খক্ খক্ কাশিটা এতক্ষণে থামল চৌধুরীর। 'ভেতরে ঢুকতে পারিনি। দরজা বন্ধ, জ্যাককেও দেখলাম না। এদিকের খবর?'

'হ্যামিলটনের সাথে কথা হলো। বলছেন, এ-ব্যাপারে কিছুই তিনি জানেন না। সত্যি না মিথ্যে, বুঝছি না। ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ডাকতে পাঠিয়েছেন তিনি।'

ছোঁ দিয়ে রিসিভারটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল চৌধুরী। কানে তুলতেই ডেভিড ল্যাংফোর্ডের গলা শুনতে পেল সে। 'কে?'

'কবীর চৌধুরী।'

'কোন হামলা চালানো হয়নি। কোন হামলা চালানো হবেও না। আপনি কি আমাদেরকে পাগল মনে করেন? সাতজন জিম্মির মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছেন, এই অবস্থায় কোন্ সাহসে আপনাকে আমরা ঘাঁটাতে যাই? কাজটা আর্মির। ঠিক আর্মিরও নয়। জেনারেল গারল্যান্ডের—হ্যাঁ, উন্মাদ হয়ে গেছে সে। একমাত্র ওপরওয়ালাই বলতে পারবেন এ থেকে কি আশা করে সে। ফোনে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তাকে থামাবার জন্যে অ্যাডমিরাল সোরেনসনকে পাঠিয়েছি আমি। হয় তাকে থামতে হবে, নয়তো ক্যারিয়ার বিসর্জন দিতে হবে।'

হীল জানতে চাইল, 'আপনার বিশ্বাস হয়, স্যার?'

'একমাত্র খোদাই বলতে পারে। এটা সম্ভব। যুক্তি আছে। এখান থেকে নড়বে না। দরজা বন্ধ থাকবে।'

কোচ থেকে রাস্তায় নেমে এল চৌধুরী। ধোঁয়া পাতলা হয়ে আসছে, তবু খক্

খক্ করে কাশতে শুরু করল সে। চোখ দিয়ে হড় হড় করে পানি নেমে আসছে। তিন পা এগিয়েছে, নরম কিছুর সাথে ধাক্কা খেলো। 'কে?'

'বেডলার, স্যার।' মুখ খুলেছে, অমনি প্রচণ্ড কাশি পেয়ে বসল তাকে। কাশতে কাশতেই জানতে চাইল, 'এসব কি, স্যার?'

'কি জানি। ল্যাংফোর্ড বলছে, কিছু না। আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখছ?'

বেডলার কিছু বলার আগেই বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল। পর পর ছয়টা আওয়াজ হলো। 'স্যার! কি ওগুলো? স্মোক বোমার আওয়াজ তো এরকম না!'

একটু পরই পরিষ্কার হয়ে গেল, না, ওগুলো স্মোক বোম নয়। দু'জনেই অক্সিজেনের অভাবে হাঁসফাঁস শুরু করল, কিন্তু প্রয়োজন মত পাচ্ছে না। কি ঘটছে, বুঝে নিল চৌধুরী। নিজের দম আটকে বেডলারকে ধরল সে, তাকে টেনে নিয়ে চলল রিয়্যার কোচের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোচে উঠল তারা। দরজা বন্ধ করল। ভেতরে ঢুকেই জ্ঞান হারিয়ে কোচের মেঝেতে পড়ে গেল বেডলার। চৌধুরী তার পাশে বসে পড়ল। জ্ঞান হারায়নি বটে, তবে আরেকটু হলে হারাত। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওরা সি-ইউ-বি ব্যবহার করছে।'

চমকে উঠল হীল। 'সি-ইউ-বি!' এই প্রথম তার চেহারায় ছায়া ফেলল মৃত্যু ভয়।

'হ্যাঁ। ওরা এখন সিরিয়াস।'

অন্তত জেনারেল পীল খুবই সিরিয়াস। জ্যাকের মেশিন-পিস্তল হাতে নিয়ে ওয়াশ-রুমের দরজা খুললেন তিনি। ঠাণ্ডা সুরে বললেন, 'আমি আর্মির চীফ অভ স্টাফ। এধরনের ইমার্জেন্সীতে আমার আচরণের জন্যে কাউকে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই আমি, এমন কি প্রেসিডেন্টকেও না। দরজার চাবি দাও, তা না হলে তোমার মাথায় গুলি করব।'

দু'সেকেন্ডের মধ্যে চাবিটা জেনারেলের হাতে চলে এল। তিনি আদেশ করলেন, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

জ্যাক ঘুরল, আর প্রায় সাথে সাথেই ঢলে পড়ল মেঝেতে। জ্যাকের মাথায় পিস্তলের বাড়িটা একটু হয়তো জোরেই মেরে বসেছেন তিনি, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে সবাই বুঝল মারটা মেরে দুঃখের চেয়ে আনন্দই বেশি পেয়েছেন তিনি।

ওয়াশ-রুমের দরজা বন্ধ করলেন জেনারেল। পকেটে চাবি ফেললেন। সামনের দিকে এগিয়ে এসে বিমূঢ় প্রেসিডেন্টের সীটের তলায় লুকিয়ে রাখলেন মেশিন-পিস্তলটা। তারপর শান্ত ভাবে গিয়ে বসলেন ড্রাইভারের সীটে। কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম আর নবের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। তারপর আন্দাজের ওপর একটা বোতামে চাপ দিলেন। কাজ হলো না দেখে আরেকটা নব ঘোরালেন। তারপর আরেকটা। এইভাবে চলল।

তারপর একসময় আওয়াজ পেলেন তিনি। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন,

দরজার গায়ে বসানো বুলেটপ্রুফ কাঁচ সরে যাচ্ছে। সীট থেকে উঠে এসে সাবধানে বাইরে উঁকি দিলেন জেনারেল। নাক কুঁচকে ঘ্রাণ নিলেন বাতাসের। তারপর এক ছুটে ফিরে এলেন ড্রাইভিং সীটে। শেষ নবটা এবার উল্টোদিকে ঘোরালেন তিনি। দরজার কাঁচ বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আবার, এবার অত্যন্ত সাবধানে, মাত্র কয়েক চুল ঘোরালেন নবটা। মাত্র এক ইঞ্চি সরল দরজার কাঁচ।

দরজার সামনে চলে এলেন তিনি। দরজার চাবিটা এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ফেলে দিলেন রাস্তায়। ফিরে এসে ফাঁকটুকু বন্ধ করলেন।

বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে গেল সমস্ত ধোঁয়া, মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্রিজ। রিয়্যার কোচের দরজা খুলে উঁকি দিল কবীর চৌধুরী। বাতাস তাজা, মিষ্টি এবং পরিষ্কার। রাস্তায় নামল সে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকগুলোকে দেখল একবার করে। তারপর ছুটল। হীল, ওয়াল্টার আর মারকুয়েজ অনুসরণ করল তাকে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে বেডলার, কিন্তু জায়গা ছেড়ে নড়তে বারণ করা হয়েছে তাকে।

ব্রিজে পড়ে থাকা লোকগুলোকে পরীক্ষা করল ওরা। হীল বলল, 'সবাই বেঁচে আছে। জ্ঞান নেই, তবে নিঃশ্বাস ফেলছে সবাই।'

ভুরু কুঁচকে আছে চৌধুরীর। 'সি-ইউ-বি ব্যবহার করা হলো, তারপরও? ব্যাপারটা বুঝছি না। এদের সবাইকে হেলিকপ্টারে তোলো, মারকুয়েজ। কাজ শেষ হলে টেক-অফ করবে।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচের দিকে ছুটল চৌধুরী। দূর থেকেই দেখতে পেল চাবিটা পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নিয়ে দরজা খুলল সে। ঢুকল কোচে। দেখল, ড্রাইভিং সীটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল পীল। কঠিন সুরে জানতে চাইল, 'কি ঘটেছে এখানে?'

'আপনার গার্ড বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে ছুটে পালিয়ে গেল, এর বেশি আমরা কেউ কিছু জানি না,' জেনারেল পীল বললেন। 'ধোঁয়াটা এদিকে এগিয়ে আসছে দেখে ভয়ে কাঁপছিল সে।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল চৌধুরী। প্রথমে অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ল। তারপর মাথা দোলাল ওপর-নিচে। 'কেউ যেন বাইরে না বেরোয়।' বলে লীড কোচের দিকে ছুটল সে।

দরজায় চাবি রয়েছে দেখে সেটা ঘুরিয়ে তালা খুলল চৌধুরী। কোচের ভেতর ঢোকার মুখে প্রথমে তাকাল অজ্ঞান হুয়ানের দিকে। ওপরে উঠে এদিক ওদিক চোখ বুলাল। 'প্রদ্যুৎ কোথায়?'

'চলে গেছে,' মুখস্থ করা বুলি নিপুণ ভঙ্গিতে আউড়ে গেল বিল গাইডেন। 'তিনটে ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমি। আপনার গার্ডকে মেরেছে সে। তারপর কথা বলেছে একটা যন্ত্রের সাথে, দেখতে খুদে রেডিওর মত। সবশেষে, যখন ধোঁয়া এল, কোচ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। ছুটে কোথায় যে চলে গেল, আল্লা মালুম।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে। 'দেখুন, মি. চৌধুরী,

আমরা সবাই নিরীহ দর্শক মাত্র, এ-দল ও-দল কোন দলেই নেই। আপনি আমাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলবেন কি, বাইরে আসলে কি ঘটছে?'

'কোন্‌দিকে ছুটল সে?'

'উত্তর টাওয়ারের দিকে। তবে দিক বদলে অন্য কোন দিকেও যেতে পারে। উত্তর টাওয়ারের দিকে গিয়ে থাকলে, অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে সে।'

বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল চৌধুরী। তারপর শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'এই ব্রিজ আমি উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি। তবে নিরীহ লোকদের মারব না। কোচ চালাতে পারবেন এমন কেউ আছেন?'

এক তরুণ রিপোর্টার উঠে দাঁড়াল। 'আমি পারব।'

'এই কোচ ইমিডিয়েটলি ব্রিজ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ইমিডিয়েটলি। দক্ষিণ ব্যারিয়ার দিয়ে।'

লীড কোচের দরজা বন্ধ করে অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটল চৌধুরী। কাছাকাছি এসেছে, পিছনের দরজা খুলে গেল। দোরগোড়ায় দেখা গেল ডাক্তার অ্যাম্বুকে। বলল, 'এই যে, মি. চৌধুরী! আসলে কি ঘটছে বলুন তো?'

'ব্রিজ থেকে সরে যান। এই মুহূর্তে।'

'সে কি! কেন?'

'ইচ্ছে হলে থাকতেও পারেন। এই ব্রিজ আমি উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি।' চলে এল চৌধুরী। এখন আর ছুটছে না। দেখল, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রিয়্যার কোচ থেকে বেরিয়ে এল বেডলার। তাকে নির্দেশ দিল, 'প্রেসিডেনশিয়াল কোচের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।'

হীল আর ওয়াল্টার পিছনের হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হেলিকপ্টারের একটা জানালা দিয়ে মুখ বের করে রয়েছে মারকুয়েজ। চৌধুরী বলল, 'যাও তাহলে। আবার দেখা হবে এয়ারপোর্টে।'

প্রেসিডেনশিয়াল কোচে পৌঁছয়নি চৌধুরী, তার আগেই ব্রিজ থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে গেল মারকুয়েজ।

লীড হেলিকপ্টারের পিছনের একটা সীটের তলায় গুটিসুটি মেরে পড়ে ছিল রানা। আশপাশে কোন শব্দ নেই বুঝতে পেরে সীটের তলা থেকে বেরিয়ে এল ও। জানালার কোণ দিয়ে বাইরে তাকাল। সাতজন জিম্মিকে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে আসছে চৌধুরী, হীল আর বেডলার। আবার নিজের জায়গায় লুকিয়ে পড়ল রানা, রেডিও বের করে অন করল সুইচ। 'মি. হ্যামিলটন?'

'স্পিকিং।'

'হেলিকপ্টারের রোটর দেখতে পাচ্ছেন আপনারা?'

'পাচ্ছি। তোমার ওপর গ্লাস ধরে আছি আমরা।'

'লেজার বীম দিয়ে রোটরটা নেই করে দিন।'

সাতজন জিম্মিকে হেলিকপ্টারে তোলা হলো। বাঁদিকে দুটো ফ্রন্ট সীটে

বসলেন প্রেসিডেন্ট এবং বাদশা। ডানদিকের দুটোয় বসলেন প্রিন্স আর জেনারেল পীল। তাঁদের পিছনে বসলেন মেয়র জেমস ফেয়ার আর তেল মন্ত্রী। তৃতীয় সারিতে বসলেন হীল আর বেডলার। ওদের দু'জনের হাতে একটা করে আগ্নেয়াস্ত্র।

দক্ষিণ টাওয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে অ্যাম্বুলেন্স, এই সময় ড্রাইভারের জানালায় টোকা দিল ডাক্তার। জানালার কাঁচ সরে গেল।

'ফিরে চলো,' বলল ডাক্তার। 'আবার ফিরে চলো ব্রিজের মাঝখানে।'

'ফিরে যাব! কিন্তু স্যার, উনি বললেন ব্রিজ উড়িয়ে দেবেন···'

'হুঁহ! বললেই যদি উড়ে যেত! একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তুমি যা ভয় করছ তা নয়। নির্ভয়ে ফিরে চলো।'

সবশেষে হেলিকপ্টারে চড়ল ওয়াল্টার। সে তার সীটে বসতেই চৌধুরী বলল, 'ব্যস। টেক-অফ।'

কান ঝালাপালা করে দিল ইঞ্জিনের আওয়াজ। কিন্তু তার সাথে বাইরে থেকে যে আওয়াজটা যোগ হওয়ার কথা, সেটা শোনা গেল না। সামনের দিকে ঝুঁকে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকাল ওয়াল্টার। সাথে সাথে সমস্ত শব্দ থেমে গেল।

'কি হলো? কি ঘটেছে?' জানতে চাইল কবীর চৌধুরী।

একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়াল্টার, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'আপনি স্যার লেজার বীমের কথাটা ঠিকই বলেছিলেন। এইমাত্র গোল্ডেন গেটে পড়ে গেল রোটর।'

দ্রুত পরবর্তী পদক্ষেপ নিল চৌধুরী। একটা ফোনের রিসিভার তুলে বোতামে চাপ দিল সে। 'মারকুয়েজ?'

'স্যার।'

'এখানে একটা সমস্যায় পড়েছি আমরা। ব্রিজে ফিরে এসে আমাদেরকে নিয়ে যাও।'

'কিন্তু, স্যার, তা সম্ভব নয়। আমিও এখানে সমস্যায় পড়েছি। দুটো ফ্যান্টম জেট খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। উপায় নেই, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে হবে আমাদের। আমাকে বলা হয়েছে, ওখানে আমার জন্যে একটা ওয়েলকাম কমিটি অপেক্ষা করছে।'

নিঃশব্দে নিজের পায়ে দাঁড়াল রানা, হাতে রয়েছে সাদা কলম। কলমের বোতামে দু'বার চাপ দিল ও। তৃতীয় সারিতে বসা দু'জন লোকই যে যার সীট থেকে ঢলে পড়ে গেল।

মেঝেতে মেশিন-পিস্তল পড়ার আওয়াজ শুনেই ঝট্ করে ঘুরল চৌধুরী, হাতে পিস্তল। রানার হাতে কলম রয়েছে কিন্তু সুঁইটা অতদূর যাবে না।

'প্রদ্যুৎ!' ভয়ানক হিংস্র হয়ে উঠল কবীর চৌধুরীর চেহারা। 'তোমাকেই খুঁজছিলাম! মৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়ে যাও!'

সময় নিয়ে, সতর্কতার সাথে লক্ষ্য স্থির করল চৌধুরী। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে তার বুকে। ট্রিগারটা পুরোপুরি হটনে দিতে একটু দেরি করছে সে, কারণ চরম শত্রুকে পরপারে পাঠাবার আগে তার চেহারাটা আতঙ্কে বিকৃত হয়ে ওঠে কিনা দেখতে চায় সে।

জোর করে একটু হাসল রানা। 'তার আগে চারপাশটা একটু দেখে নিলে ভাল হত না? কয়েকটা পিস্তল চেয়ে রয়েছে তোমার দিকে। জেনারেল পীলের হাতেরটা আবার সায়ানাইড গান।'

'ঠিকই বলেছে রানা।' পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল।

'রানা!' ভয়ানকভাবে চমকে উঠল কবীর চৌধুরী। 'তুমি রানা? বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ। সেই মাসুদ রানাই।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল!' কঠোর হয়ে উঠল চৌধুরীর মুখ। 'তুমিই···তোমারই জন্যে শেষ হয়ে গেল সব। মরব, কিন্তু একা মরব না, রানা! তৈরি হয়ে···উহ্!' ব্যথায় ককিয়ে উঠল সে।

হাতের ছড়ি দিয়ে চৌধুরীর মুখে একটা খোঁচা মেরেছেন প্রেসিডেন্ট। সেই সাথে রানাও ডাইভ দিয়ে পড়েছে প্যাসেজে, মেঝে থেকে তুলে নিয়েছে হীলের মেশিন-পিস্তল। হাত ঝাপটা দিয়ে প্রেসিডেন্টের ছড়ি সরিয়ে দিল চৌধুরী, কিন্তু ততক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে রানা। প্যাসেজে শোয়া অবস্থা থেকে চৌধুরীর মাথাটা শুধু দেখতে পাচ্ছে ও। বলল, 'পিস্তল ফেলে মাথার ওপর হাত তোলো, চৌধুরী! পাগলামি কোরো না।'

খটাশ করে পড়ল পিস্তল। মাথার ওপর উঠে গেল দুই হাত।

এক ধারে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ওঁরা। একধারে, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্সের কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে। দলে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সাতজন ডিসিশন-মেকার।

এবং রানা।

সবুজনয়না জুলির একটা হাত ধরে আছে মাসুদ রানা। হেলিকপ্টার থেকে স্ট্রেচার নামানো হচ্ছে। একদল পুলিস আর সৈনিক সেগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে তুলে দিচ্ছে মিলিটারি হসপিটালের অ্যাম্বুলেন্সে। সবাই দেখছেন দৃশ্যটা। কারও মুখে কোন কথা নেই। বলার আছেই বা কি!

প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'আমাদের রাজকীয় বন্ধুরা?'

'সান রাফায়েলের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন,' ডেভিড ল্যাংফোর্ড বললেন। 'কালকের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি হলেন না।' হাসলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'গোটা ব্যাপারটাকেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন তাঁরা। বললেন, দারুণ উপভোগ করেছেন। যতদূর বুঝতে পারি, এই ঘটনার ফলে যাঁর যাঁর দেশে তাঁরা বীর হিসেবে অভ্যর্থনা পাবেন। নিজেদের ঢাক পেটাবার মস্ত একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন তাঁরা।'

'আমারও তাহলে যাওয়া উচিত,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ওঁদের সাথে কথা বলতে হবে।'

ভাইস-প্রেসিডেন্টকে নিয়ে প্রেসিডেন্ট ঘুরে দাঁড়ালেন, এই সময় রানা বলল, 'ধন্যবাদ, স্যার।'

চোখেমুখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাকে? তুমি আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছ? আমিই তো তোমাকে ইতিমধ্যে একশো বার ধন্যবাদ দিয়েছি!'

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট। ব্যক্তিগত ভাবে আমি কারও কাছে ঋণী থাকতে পছন্দ করি না, কিন্তু প্রাণের ওপর দরদ আছে তো, সেটা রক্ষায় যদি কেউ সাহায্য করেন ঋণী না থেকে উপায় কি।'

নিঃশব্দে হাসলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর ভাইস-প্রেসিডেন্টকে নিয়ে চলে গেলেন।

'রানা, আমার সাথে তোমাকে একবার পুলিস হেডকোয়ার্টারে যেতে হবে। তুমি একটা রিপোর্ট লিখে দিলে আমার খুব সুবিধে হয়। সিনেট আর কংগ্রেসকে তাহলে খুব সহজে সব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব।'

'এখন?' মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। আগের কাজ আগে। দেখতে পাচ্ছেন না, আমার সাথে সবুজ একজোড়া চোখ রয়েছে? ওকে কথা দিয়েছি, ডিনার খাওয়াব। ইতিমধ্যে দাড়ি কামাতে হবে আমাকে, শাওয়ার নেব—অর্থাৎ আজ একদম সময় হবে না। কাল দেখা যাবে।'

'ঠিক আছে,' হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'আর, এসবের বদলে কোন উপকার যদি দরকার হয়, সেটা কি, ঠিক করে এসো। আমার সাথে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তা তো তুমি জানোই।'

জুলিকে নিয়ে ডাক্তার অ্যাম্বুর দিকে এগোল রানা। নিজের অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে হেলান দিয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ডাক্তার। মুচকি হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে।

* * * *

মাসুদ রানা
[দুইখণ্ড একত্রে]

স্পর্ধা

কাজী আনোয়ার হোসেন

নিজ দেশে
কবির চৌধুরীর হাতে আটকা পড়েছেন
খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
সাথে রয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যের দুই তেল-সম্রাট—
একজন বাদশাহ, আরেকজন প্রিন্স।
ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা হয়ে গেছে সবাই।
কেউ যখন কোনও পথ দেখতে পাচ্ছে না,
তখন এক এক করে বুদ্ধি দিতে শুরু করল
প্রেসিডেন্টের সহযাত্রী ভারতীয় এক
বাঙালী ছোকরা। সাংবাদিক।
অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে শুরু করল গোল্ডেন গেট ব্রিজে।
পাগল হওয়ার দশা হলো পাগল-বৈজ্ঞানিকের।
কেন জানি ছোকরাটার সাথে মাঝে মাঝেই
মিল পাচ্ছে কবীর চৌধুরী মাসুদ রানার।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০